উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৯,৪০৮.৫০ (+৮৫৫.৩০)
নিফটি : ২৪,১২৫.৫৫ (+২৭৩.৯০)

উন্নয়নের প্রশংসা জিন্দালের
রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা শিল্পপতি সজ্জন জিন্দালের মুখে। সোমবার শালবনিতে দাঁড়িয়ে শিল্পপতি বলেন, 'গত ১০ বছরে রাজ্যে যে উন্নতি হয়েছে, তা দেখে আমি অভিভূত।' » ৫

হাসপাতালে রাজ্যপাল
বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর হৃদযন্ত্রে তিনটি ব্লকেজ ধরা পড়েছে। আলিপুরের সেনা হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩২°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৩°	২৩°	২৪°	২২°

ইস্টারের পরদিনই প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস » ৭

শিলিগুড়ি ৮ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 22 April 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 332

বাগ্রাকোটের চা বাগান ছাড়িয়ে পাহাড়ি পাকদণ্ডি। নির্জন, নিরিবিলি। এই পথে একসময় 'গেয়ে বেড়াত' পাখিদের দল। উড়ে বেড়াত রংবেরংয়ের প্রজাপতি। আর কোথায় সেই দিন! লুপ পুলের ভিড়ে আর গাড়ির গতিতে ওরা যে হারিয়ে গিয়েছে সেই কবে।

আর ওড়ে না প্রজাপতি, আর ডাকে না বুলবুল

অনুপ সাহা

চুইখিম, ২১ এপ্রিল : উন্নয়নের নামে নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কাটার ফলে দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রজাতির পাখি ও প্রজাপতি মুখ ফিরিয়েছে চুইখিম থেকে।

মাত্র ৬ বছর আগেও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫০০ ফুট উচ্চতায় চুইখিম নামে যে পাহাড়ি নিরিবিলি গ্রামটি ছিল প্রায় ১২৫ প্রজাতির পাখির নিরাপদ আস্তানা, সেটাই আজ পরিণত হয়েছে ইট-পাথর-সিমেন্টের জঙ্গলে।

নতুন ৭১৭ এ জাতীয় সড়ক নির্মাণের ফলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে কালিম্পং পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে চুইখিম-বরবট-নিমবংয়ের মতো পাহাড়ি গ্রামগুলোতে। ভঙ্গুর পাহাড় ও হাজার হাজার গাছ নির্বিচারে কেটে তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় লুপ পুল সহ দুই লেনের মসৃণ পিচঢাকা সড়ক। আঁকাবাকা পথে যানবাহনের সংখ্যা ও গতি দুই-ই বেড়েছে। উন্নয়নের এহেন স্পর্শ স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ হয়নি পক্ষীকুলের। একসময় যে পাহাড়ি গ্রামটি বার্ড ওয়াচারদের স্বর্গরাজ্য বলে খ্যাতিলাভ করেছিল, সেখানে এখন রংবেরংয়ের পাখিদের দেখা মেলাই ভার।

অজয় গুরুং নামে চুইখিমের একজন বার্ড ওয়াচার বলেন, 'কয়েক বছর আগে এখানে হিমালয়ান বুলবুল, ক্রিমসন সানবার্ড, ব্লু হুইসলিং থ্রাশ, গোল্ডেন ব্যাবলার, গ্রেট হর্নবিল সহ আরও অসংখ্য প্রজাতির বহু পাখির দেখা মিলত। পাখিদের টানেই এখানে ছুটে আসতেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বার্ড ওয়াচাররা। কিন্তু ইদানীং পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে চুইখিম সহ পাহাড়ের এই প্রান্তে।' হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'সড়ক নির্মাণের জন্য যেভাবে হাজার হাজার গাছ, লতা, গুল্ম কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে তার ফলে শুধুমাত্র পাখিরাই নয়, বাস্তুতন্ত্রের উপযোগী বহু ধরনের কীটপতঙ্গ, প্রজাপতির সংখ্যাও ব্যাপকহারে কমে গিয়েছে চুইখিম থেকে। ফ্লাই ক্যাচার, লাফিং থ্রাশ, রেড হেডেড ট্রোগন, নাটহ্যাচ সহ মোট ১২৫টি প্রজাতির পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল চুইখিমে।' এখন তারা সংখ্যায় অনেক কমে এসেছে বলে অনিমেষের দাবি।

উন্নয়নের লুপ পুলে হারিয়ে গিয়েছে চেনা জঙ্গল।

একই বক্তব্য আরেক বার্ড ওয়াচার ডাঃ কৌস্তুভ ভৌমিকেরও। একসময় চুইখিমে নিয়মিত দেখা যেত হোয়াইট ক্যাপড রেডস্টার্ট, লিফ বার্ড, ওরিয়েন্টাল হোয়াইট আই, কালিজ ফিজ্যান্ট ও বিভিন্ন ধরনের কাঠঠোকরা। তাদের তালিকা তুলে ধরে কৌস্তুভবাবু বলেন, 'গত দু-তিন বছরে এই পাখিদের একেবারেই দেখা মেলেনি চুইখিমে।'

অন্যদিকে, পাখিদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিরল প্রজাতির প্রজাপতিরও অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে চুইখিমে। গত ১৮ বছর ধরে চুইখিমে প্রজাপতিদের টানে বারবার ছুটে এসেছেন কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রিনা সিং। এদিন তিনি বলেন, 'সাধারণত জঙ্গলের চরিত্র কেমন তা বোঝাতে প্রজাপতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে যত বেশি সংখ্যায় ও প্রজাতির প্রজাপতির দেখা পাওয়া যায়, সেই জঙ্গল ততটাই ভালো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সড়ক তৈরির কাজে হাজার হাজার গাছ কেটে সাফ করে দেওয়ার ফলে প্রজাপতিদের নেকটার প্ল্যান্ট (খাবারের জন্য) এবং হোস্ট প্ল্যান্ট (ডিম পাড়ার জন্য) সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে কারণে প্রজাপতির ৩০-৪০টি প্রজন্ম হারিয়ে গিয়েছে। প্যারিস পিকক, গর্গনের মতো বিরল প্রজাতির প্রজাপতির পাশাপাশি টিংশেল, পানচ, গ্রিন ফ্ল্যাশ নামে প্রজাপতিকুলের কোনও অস্তিত্ব গত দু'বছরে খুঁজে পাওয়া যায়নি চুইখিমে।

চুইখিমে পাখি ও প্রজাপতিদের অস্তিত্ব সংকটের কথা মানছেন বনকর্তারাও। কালিম্পং বন বিভাগের ডিএফও চিত্রক ভট্টাচার্য বলেন,

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

দিল্লির সব কমিশনের বঙ্গ দর্শন হাসির খোরাক

আশিস ঘোষ

বেশ কিছু ব্যাপারে কীসের পর কী হবে তা এখন এ রাজ্যের মানুষের কাছে জলভাত হয়ে গিয়েছে। এখানে কোনও একটা বড় কিছু ঘটবে আর তারপর যা যা হবে সব আমাদের মুখস্থ। প্রথমে বিরোধী নেতারা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। পুলিশ মাঝপথে তাঁদের আটকাবে। তাঁরা রাস্তায় বসে পড়বেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হবে। তারপর হাইকোর্টে গিয়ে পারমিশন নিয়ে সেখানে যাবেন এবং অবিলম্বে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চাইবেন। নিদেনপক্ষে ৩৫৫। তা নিয়ে দিকে দিকে বিক্ষোভ হবে, আইন অমান্য হবে। এর পরের ধাপ রাজভবন। রাজ্যপাল বিবৃতি দেবেন, সাংবাদিক বৈঠক করবেন। অতঃপর তিনিও ঘটনাস্থলে রওনা দেবেন। সেখানে গিয়ে তিনি কী কী বলবেন, তাও এতদিনে সব্বার জানা। নানারকম নরম হুমকি, গরম বুলি। 'শেষ দেখে ছাড়ব' গোছের হুংকার।

এ পর্যন্ত এখানকার ব্যাপার। এরপর দিল্লি থেকে একে একে আসবে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন। তারপর মহিলা কমিশন। এরপর প্রয়োজনে তপশিলি জাতি উপজাতি কমিশন। তাঁরা ঘুরে দেখবেন। উপদ্রুত এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলবেন। সাংবাদিকদের সামনে নানারকম বিবৃতি দেবেন। সে সব ভাষ্য এত পরিচিত যে তাঁরা কী কী বলবেন তাও রাজ্যবাসী আগাম বলে দিতে পারেন। মনে পড়ে সন্দেশখালির কথা? ঘরে ঘরে মা-বোনেদের ঢালাও ধর্ষণের নানা কাহিনী। তখন লোকসভার ভোট দোরগোড়ায়। চতুর্দিকে গেল গেল রব। সেইসঙ্গে শেখ শাহজাহানের নানা কীর্তির ফলাও খবর। ইডি, সিবিআইয়ের দৌড়ঝাঁপ।

সেবারও নয়াদিল্লি থেকে এসেছিল মহিলা কমিশন। তার নেতৃত্বে ছিলেন রেখা শর্মা। তিনি সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করেছিলেন রাজভবনে বসে। বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। কে এই রেখা শর্মা তা জানিয়ে রাখা যাক। *এরপর দশের পাতায়*

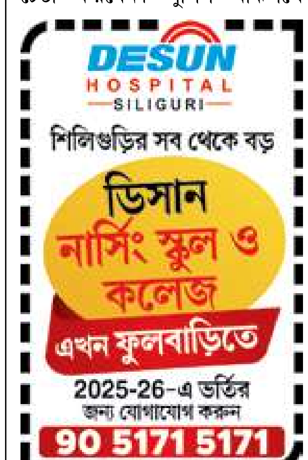

তালিকা দিতে ব্যর্থ এসএসসি

যোগ্য-অযোগ্য কারা, হল না জানা

আঁধারে পাঠশালা

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : কথা রাখল না স্কুল সার্ভিস কমিশন। শিক্ষা দপ্তরের আশ্বাস কাজে এল না। যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা শেষপর্যন্ত দিল না কমিশন। দেওয়ার আশ্বাস পর্যন্ত দেয়নি সোমবার রাত পর্যন্ত। অথচ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ওই তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু মাত্র প্রথম তিনটে কাউন্সেলিংয়ের ভিত্তিতে তালিকা প্রকাশের খবর ছড়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তর থেকে।

বেঁকে বসেন চাকরিচ্যুত হাজার হাজার শিক্ষক। দুপুর ১২টা থেকে শিক্ষকরা দপ্তরের সামনে অপেক্ষায় থাকলেও আশায় জল ঢেলে দিল কমিশন। উত্তেজিত শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে কমিশনের দপ্তর আচার্য সদনে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা, হাতাহাতি হয়। তালিকা প্রকাশ না করা পর্যন্ত কমিশনের চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে রাখার হুঁশিয়ারি দিলেও তাঁদের অধিকাংশ মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন।

রাত ১২টা নাগাদ এসএসসি বিবৃতি দিয়ে জানায়, সবকিছু সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মেনেই হবে। যাঁরা বেতন পাচ্ছেন, তাঁরাই পাবেন।

সোমবার রাতে হৃদয়বিদারক ছবি চোখে পড়ল আচার্য ভবনের সামনে। কেউ কাঁদছেন, কেউ আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, কারও চিন্তায় মাথায় হাত। যদিও সকলে একজোট, যতক্ষণ না যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হচ্ছে, ততক্ষণ কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ভিতরেই আটকে রাখা হবে। শিক্ষামন্ত্রী ও চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিও ওঠে।

সন্ধ্যা ৬টার ডেডলাইন পেরোলেও তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের। এক শিক্ষিকা বললেন, 'আমরা আর কোনও দিশা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের নিয়ে কী করতে চলেছে ওরা!' চিৎকার করে ক্ষোভ উগরে দিলেন আরেক শিক্ষক। তাঁর কথায়, 'এরা চোর। এদের কথা বিশ্বাস করে ভুল করেছি।' তাঁদের ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ করার দাবিও মানা হয়নি।

এই শিক্ষকদের নিয়োগে মোট ১২টি কাউন্সেলিং হয়েছিল। তার মধ্যে নবম-দশম শ্রেণির জন্য ৭টি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ৫টি। সেক্ষেত্রে তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস কমিশন বৈধতা দিতে চাওয়ায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে কয়েক হাজার শিক্ষকের। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্যদের মিশিয়ে ইচ্ছাকৃত গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে।'

স্কুল সার্ভিস কমিশন ও শিক্ষা দপ্তরের এদিনই চাপ বেড়েছে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ

এরপর দশের পাতায়

আচার্য সদন অভিযানে চাকরিহারা শিক্ষকরা। সোমবার। -আবির চৌধুরী

রাতেও বিক্ষোভ

- যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা দেওয়ার কথা ছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের
- সন্ধ্যা ৬টার ডেডলাইন পেরোলেও তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে
- উত্তেজিত শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে কমিশনের দপ্তর আচার্য সদনে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা, হাতাহাতি
- রাতভর কমিশনের দপ্তরের সামনে থাকবেন বলে হুঁশিয়ারি

নাবালিকাকে গণধর্ষণ, ধৃত ৩ তরুণ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ এপ্রিল : মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে এক নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চা বাগানের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছিল। চার তরুণ সেই সময় এক বিয়েবাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফিরছিল। ওই নাবালিকাকে একা পেয়ে তারা তাকে সেখান থেকে তুলে পাশের বড় রাস্তার দিকে নিয়ে যায়। পরে তাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। রবিবার রাতে নকশালবাড়ির এক চা বাগানের ঘটনা। অভিযোগ পাওয়ার পর নকশালবাড়ি থানার পুলিশ সোমবার অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল রোশনকুমার মাহাতো, পঙ্কজ মাহাতো ও সুরজ টোপ্পো। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন পলাতক। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন বলেন, 'ধর্ষণের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' ওই নাবালিকার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে তিনি জানান।

যাদের দিকে অভিযোগের আঙুল তারা সবাই টোটো ভাড়া করে রবিবার রাতে পাশের গ্রামে বরযাত্রী গিয়েছিল। রাত ২টো নাগাদ ওই নাবালিকা মোবাইলে কথা বলতে বলতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাগানের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছিল। সেই সময় ওই চার তরুণ টোটো থেকে নেমে তার মুখ চেপে ধরে। তারপর তাকে বড় রাস্তার এক কোণে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। পরে ওই নাবালিকা কিছুটা ধাতস্থ হয়ে সাহায্যের আশায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে। বাগানের ফ্যাক্টরির এক নিরাপত্তারক্ষী দূর থেকে তাকে দেখতে পান। তবে তিনি একা ওই নাবালিকার কাছে যাওয়ার সাহস পাননি। স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দুজনে মিলে তার কাছে যান। *এরপর দশের পাতায়*

'তুলে নিয়ে যাব', হুমকি দিয়ে ফের বিতর্কে রঞ্জন

আঙুল উঁচিয়ে শাসানি তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার। -সূত্রধর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : আবার বিতর্কে রঞ্জন। এবার টেবিল চাপড়ে আঙুল উঁচিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়কে হুমকি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন প্রাথমিক শিক্ষক তথা শিলিগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। আর এই ঘটনার পর চেয়ারম্যানের সঙ্গে ঘৃণ্য আচরণের অভিযোগে তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিলের ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সমিতির দার্জিলিং (সমতল)-এর তরফে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংগঠনের তরফে অভিজিৎ বিশ্বাস সেকথা জানিয়েছেন।

সোমবার দুপুরে সংসদের চেয়ারম্যানের ঘরে কার্যত মারমুখী রঞ্জনের 'দাদাগিরি' দেখে শিক্ষকদের অনেকেই তাজ্জব হয়ে যান। জনাকয়েক শিক্ষক তৃণমূল কাউন্সিলারের হাত ধরে বসানোর চেষ্টা করলেও তিনি এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়ে চেয়ারম্যানকে আরও শাসাতে থাকেন। শিক্ষকের বদলি প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভের নামে রঞ্জন শীলশর্মার এদিনের ব্যবহার ফের তাঁর 'থুতু কাণ্ড'-কে মনে করিয়ে দিল। তৃণমূল কাউন্সিলারের 'দাদাগিরি'র প্রমাণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন দিলীপ রায়। যদিও নিজের বক্তব্য বা ব্যবহারের বিষয়ে রঞ্জন কোনওরকম অনুশোচনা করতে রাজি হননি।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার খড়িবাড়ি সার্কেলে কর্মরত শিক্ষক মহম্মদ ইরশাদকে গত ছয় মাসে দু'বার 'অ্যাটাচমেন্ট' বদলি করা হয়েছে। কিন্তু সেই বদলির প্রক্রিয়া ও সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে

এরপর দশের পাতায়

কথার লড়াই

- **রঞ্জন :** কেন ট্রান্সফার করেছেন আপনি?
- **দিলীপ :** হ্যাট, ট্রান্সফার আমি করেছি?
- **রঞ্জন :** এই একদম হ্যাট করবেন না। হ্যাট করলে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব মেইন রোডে। খবরদার হ্যাট করবেন না।
- **দিলীপ :** আপনি একজন টিচার। আপনি সঠিকভাবে কথা বলুন।
- **রঞ্জন :** চুপ। আপনি কেন আমাকে হ্যাট বলছেন?
- **দিলীপ :** একদম রাগাবেন না আমাকে। আমি ঘাস খেয়ে চলি না।

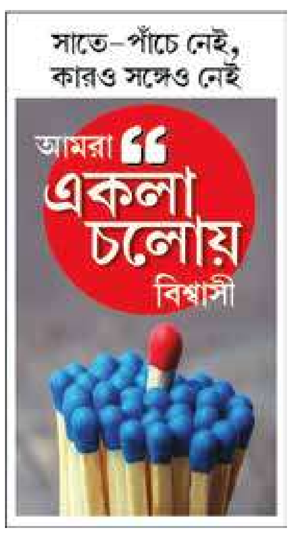

এডিশন স্পেশাল

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি খারিজ
» সাতের পাতায়

১২৫ কোটির চুক্তিতে সৌরভ
» আটের পাতায়

একলা দেখলেই তাড়া, কুকুরের কামড়ে ভয়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : পথকুকুরদের চিকিৎসা এবং নির্বীজকরণের জন্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম হাসপাতাল তৈরি করছে। তবে তাতে শিলিগুড়ি শহরে পথকুকুরদের দাপট কমবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, পরিকাঠামো তৈরি হলেও শহরের পথকুকুরদের নির্বীজকরণের জন্য কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসক নেই। কালিম্পং থেকে পশু চিকিৎসককে ডেকে মাঝেমধ্যে শিলিগুড়িতে নির্বীজকরণ করানো হয়। কিন্তু নিয়মিত নির্বীজকরণ না হওয়ায় শহরে পথকুকুরদের দাপট বাড়ছে। অভিযোগ, প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে পথকুকুরদের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রতিদিন ১৫০-১৮০ জনকে অ্যান্টি র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন (এআরভি) দিতে হচ্ছে। গত সাতদিনে জেলা হাসপাতালে প্রায় ১২০০ জনকে এআরভি দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে হাসপাতালে এআরভি'র সংকট হতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। সুপার চন্দন ঘোষের অবশ্য আশ্বাস, 'আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত এআরভি রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৫০ জনকে এআরভি দেওয়া হচ্ছে।' ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, 'একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে মিলে শিলিগুড়িতে পথকুকুরদের নির্বীজকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাদের উপযুক্ত প্রতিষেধকও দেওয়া হবে।' পথকুকুরদের নির্বীজকরণে চিকিৎসক সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় পথকুকুরদের দাপটে বাসিন্দারা অতিষ্ঠ। শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে প্রায়ই পথকুকুরের ধাওয়ায় সাইকেলচালক, বাইকচালকরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে রাতের দিকে সমস্যা অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। একা রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সময় অনেককেই কুকুরের কামড় খেতে হয়েছে। রবীন্দ্রনগর, ঘোগোমালি, চয়নপাড়া, হাকিমপাড়া, হায়দরপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকা, সুকান্তপল্লি, অশোকনগর, আশ্রমপাড়া, পাঞ্জাবিপাড়া, বাবুপাড়া, শক্তিগড়, চম্পাসারির মতো এলাকাগুলিতে পথকুকুরদের বেশ দাপট। শক্তিগড় স্কুল মাঠের কাছে দীর্ঘদিন ধরেই দুটি পথকুকুর পথচলতিদের কামড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে গেলেই বাইকের পেছনে ছুটে পায়ে কামড় বসিয়ে দিচ্ছে।

রথখোলার বাসিন্দা সুপ্রতিম দাস কাজ সেরে প্রতিদিন রাত ১১টা নাগাদ বাড়িতে ফেরেন। মাঝেমধ্যে পথকুকুরদের পাল্লায় পড়ে তিনি অতিষ্ঠ। কোর্ট মোড় থেকে পুরনিগমের সামনের রাস্তায় তিনি বহুবার কুকুড়ের তাড়ার মুখে পড়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাতে মাঝে মাঝেই বাড়ি আসার জন্যে রাস্তা পরিবর্তন করি। কোর্ট মোড় থেকে পুরনিগমের রাস্তায় কুকুর দেখে মাঝে মাঝে বাগরাকোটের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করি। কিন্তু সেখানেও কুকুর থাকে। সেগুলির কামড় খেতে খেতে কতবার যে বেঁচে গিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।' সুকান্তপল্লির বাসিন্দা সন্দীপ সরকারের বক্তব্য, 'বাড়ির বয়স্ক ও ছোটদের নিয়ে খুবই ভয় হয়।'

পুরনিগমের উদ্যোগ তাঁদের সমস্যা মেটাবে বলে সুপ্রিম, সন্দীপরা আশায় রয়েছেন।

এক সপ্তাহে ১২০০ জনকে এআরভি

ছবি - এআই

বাড়ছে উদ্বেগ

- পথকুকুরদের চিকিৎসা এবং নির্বীজকরণে হাসপাতাল গড়ছে পুরনিগম
- কিন্তু নির্দিষ্ট চিকিৎসক না থাকায় পথকুকুরদের নির্বীজকরণ প্রক্রিয়ায় সমস্যা
- হালে শিলিগুড়িতে পথকুকুরদের দাপট অনেকটাই বেড়েছে, অনেককেই কামড় খেতে হচ্ছে
- সমস্যার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুরনিগম আশ্বাস দিয়েছে

সন্ধ্যায় চাপড়ামারিতে চিতাবাঘ দর্শন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : রাস্তার মাঝ বরাবর রাজকীয় মেজাজে শুয়ে চিতাবাঘ। রবিবার রাত ৮টা নাগাদ জলপাইগুড়ির পর্যটক গৌরব দেখে ও ভাস্কর সরকার ঝালংয়ে বেড়াতে যাওয়ার পথে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। চাপড়ামারির জঙ্গলের রাস্তায় রেলগেটের কিছুটা আগে ওই ঘটনা ঘটে। ওইভাবে যে রাস্তার উপর বুনোটিকে দেখা যাবে তা দুই বন্ধু স্বপ্নেও ভাবেননি। সেই সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর থেকে হাতির গাছের ডাল ভাঙারও শব্দ আসছিল বলেও তাঁরা জানিয়েছেন। দূর থেকে বিশাল সাইজের চিতাবাঘটিকে দেখেই ভাস্কর গাড়ির গতি কমিয়ে দেন। মোবাইল বের করে সেই দৃশ্যের ভিডিও করেন তাঁরা। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেও খুব বেশি সময় লাগেনি।

বন দপ্তরের খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'চাপড়ামারি হোক কিংবা অন্য জঙ্গল, প্রতিটি জায়গাই হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ, হরিণ, সম্বরদের মতো জন্তুদের আদি বাসস্থান। তাই এদের আনাগোনা প্রায়ই লেগে থাকে।'

রাজকীয় মেজাজে শুয়ে চিতাবাঘ। রবিবার রাতে চাপড়ামারির রাস্তায়।

টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি পদে থাকা গৌরবের কথায়, 'চিতাবাঘটির যেন মেজাজই আলাদা ছিল। আমাদের গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও তার নো কেয়ার ভাব। এই ধরনের দৃশ্যই তো আমাদের ডুয়ার্সের অহংকার।'

চিতাবাঘটিকে দেখে পরে ওই দুজন ঝালং যাওয়াই বাতিল করেন। ফের তাঁরা জলপাইগুড়িতে ফিরে আসেন। গৌরব আরও বলেন, 'এর আগেও লাটাগুড়ির জঙ্গলের রাস্তাতেও আমরা এরকম দুটি চিতাবাঘকে একসঙ্গে দেখেছিলাম। তবে রবিবার রাতের বুনোটি দেখার অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা। এদিকে রাস্তায় চিতাবাঘ শুয়ে আছে। তার সঙ্গেই আবার পাশে হাতির গাছের ডাল ভাঙার শব্দও ভেসে আসছিল। প্রকৃতপক্ষে এলাকাটি তো বুনোদেরই। আমরাই বরং অনুপ্রবেশকারী।'

তাই তিনি সমস্ত চালককে অনুরোধ করেছেন তাঁরা যেন জঙ্গলের রাস্তায় অত্যন্ত ধীরগতিতে গাড়ি চালান।

বক্সায় চারটি হোয়াইট রাম্পড শকুনছানার জন্ম

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্র থেকে বড় সাফল্য পেল বক্সা টাইগার রিজার্ভ। প্রজননকেন্দ্র থেকে এই প্রথম মুক্ত প্রকৃতির কোলে প্রজনন করে ডিম থেকে শকুনের চারটি বাচ্চা জন্মাল। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ২২ মাইল এলাকায় গভীর জঙ্গলে একটি বড় গাছের মগডালের বাসায় চারটি হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুনের ছানা জন্ম নিয়েছে। যদিও ডিম ফুটে বের হওয়ার পরেই একটি ছানার মৃত্যু হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বাকি তিনটি শকুনছানা প্রকৃতির মাঝেই বেড়ে উঠছে। দূর থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ সেগুলির উপর নজরদারি চালাচ্ছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন এবিষয়ে বলেন, 'খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে প্রকৃতির কোলে ডিম ফুটে তা থেকে শকুনছানা জন্ম নেওয়া রাজ্য তথা দেশের মধ্যে খুবই বিরল ঘটনা। তাই এটি বক্সা টাইগার রিজার্ভের একটা বড় সাফল্য। তিনটে হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুনছানা গভীর জঙ্গলে রয়েছে। ওদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।'

এই মুহূর্তে বক্সার রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্রে মোট ১৭৭টি শকুন রয়েছে। এর মধ্যে হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুন ১১১টি, স্লেন্ডার বিল্ড ২০টি এবং লংবিল্ড প্রজাতির ৪৬টি শকুন রয়েছে। অপূর্ব আরও জানান, শেষ অর্থবর্ষে এই প্রথম ওই চারটি শকুন প্রকৃতির মধ্যে জন্মেছে। ৯০-এর দশকে ডাইকোফ্লেনাক সহ আরও কয়েকটি ব্যথানাশক ওষুধ প্রয়োগ করায় গবাদিপশুর মৃত্যুর পর সেই মৃতদেহে বিষক্রিয়া ঘটে। সেই মাংস খাওয়ার ফলে শকুনের দেহেও ওই বিষ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ফলে পরিবেশ থেকে শকুন নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করে। এরপর শকুন প্রায় হারিয়ে যায়। তারপরেই কেন্দ্র এবং রাজ্য যৌথভাবে শকুন সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছিল। শকুনের সংখ্যা বাড়াতে রাজাভাতখাওয়ায় একটি প্রজননকেন্দ্র তৈরি হয়। ২০০৬ সাল থেকে কেন্দ্রটি চালু হয়েছিল।

বক্সার আকাশে উড়ছে শকুন।

২০১৯-'২০ সাল থেকে এই প্রজননকেন্দ্রের শকুন প্রকৃতিতে ছাড়া শুরু হয়। ২০২৩-'২৪ সালে ৩১টি হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুন বক্সার প্রকৃতির কোলে ছাড়া হয়। প্রকৃতির পাশাপাশি গত অর্থবর্ষে এই প্রজননকেন্দ্রের খাঁচার ভিতরেও ডিম ফুটে আরও ১১টি শকুনছানা জন্ম নিয়েছে। প্রকৃতিতে ছাড়া সমস্ত শকুনের গতিবিধির উপর নজর রাখতে স্যাটেলাইট রেডিও কলার লাগিয়ে দিয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ।

আজ টিভিতে

কেমন কাটবে রাইয়ের আগামী দিন? **মিঠি ঝোরা** রাত ১০.১৫ **জি বাংলা**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ আশা ও ভালোবাসা, দুপুর ২.০০ অভাগিনী, বিকেল ৫.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ১০.০০ জীবন যুদ্ধ, ১২.৩০ মিনি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আপন পর, ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ নবাব নন্দিনী, বিকেল ৪.১৫ প্রতিকার, সন্ধে ৭.১৫ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.১৫ রণক্ষেত্র, ১.০০ দেবদূত
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ ঘাতক, সন্ধে ৭.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ১০.০৫ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারণ কবি মুকুন্দদাস
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.৪০ রক্ষা বন্ধন, ২.৫৮ বিজয় : দ্য মাস্টার, সন্ধে ৬.১৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.৩০ ওয়ারিয়র, ১১.৩০ পাওয়ার প্লে
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১২.৫৩ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৩.৪০ হোগি পেয়ার কি জিত, সন্ধে ৬.১৯ ডেয়ারিং রাখওয়ালা, রাত ৮.০০ রাউডি রক্ষক, ১১.০৬ রিটার্ন অফ রাজু
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.০৫ রাজি, বিকেল ৩.২৭ তুফান, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ গল্লি বয়, ১১.৪২ কহানি-টু
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৩৫ এক্স মেন: ফার্স্ট ক্লাস, বিকেল ৩.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ৫.১৫ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ, সন্ধে ৬.৪৫ স্পাইডার ম্যান, রাত ৮.৪৫ রকি, ১০.৪০ চাইল্ডস প্লে

বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম
রাত ১০.০৫ **জলসা মুভিজ**

গল্লি বয় রাত ৯.০০
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য বুক অফ লাইফ
বিকেল ৪.২৯ **রমেডি নাউ**

জীবন যুদ্ধ রাত ১০.০০ **জি বাংলা সিনেমা**

বেড়ে গেল পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নম্বর
শিক্ষকের অভাবে দুর্দশা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২১ এপ্রিল : কোর্টের নির্দেশের পরও চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষকরা স্কুলে আসছেন না। এরই মাঝে স্কুলের তিনটি সামেটিভ পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দিয়েছে পর্ষদ। এতে চাপ বাড়ছে ছাত্রছাত্রীদের ওপর। পাঠক্রম পরিবর্তন না হলেও নম্বর বাড়ায় বাড়ছে প্রশ্ন সংখ্যা। এর জন্য বাড়াতে হবে ক্লাসের সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবেই চাকরি বাতিলের জেরে স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা কমায় কীভাবে ক্লাসের সংখ্যা বাড়বে, তা নিয়ে দিশেহারা স্কুলগুলি।

আগে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামেটিভ পরীক্ষা হত যথাক্রমে ১০, ১৫ ও ৫০ নম্বরের। অর্থাৎ মোট ৭৫ নম্বরের। সেখানে বর্তমানে নতুন নম্বর বিভাজনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে যথাক্রমে ২০, ৩০ ও ৫০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। অন্যদিকে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আগে যেখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামেটিভ যথাক্রমে ১৫, ২৫ ও ৭০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১১০ নম্বরের হত, এখন সেখানে ৩০, ৫০ ও ৭০ নম্বর অর্থাৎ মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। সেইসঙ্গে এবছর থেকে পর্ষদ স্কুলগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সার্বিক রিপোর্ট কার্ড (হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড) করতে বলেছে। এই সার্বিক প্রগতিপত্রে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে শিক্ষাবর্ষে তার আচরণগত মূল্যায়ন থেকে শুরু করে বিগত কোনও সামেটিভে কোনও দুর্বলতা থাকলে তা নির্ণয় করে সেই দুর্বলতা কতটা কাটিয়ে ওঠা গেল, সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে।

এই নির্দেশিকার পরই চাপ বেড়ে গিয়েছে স্কুলগুলির। তার ওপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে চাকরি বাতিল। সিলেবাস শেষ হওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্লাস কতটা হবে তা নিয়ে পড়ুয়াদের মতোই অভিভাবকরাও চিন্তিত। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া অনুষ্কা দেবনাথের কথায়, 'সারা বছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কিংবা ভোটের জন্য দীর্ঘ সময় ক্লাস বন্ধ থাকে। বাকি সময়ে যতটুকু ক্লাস হয় তাতে সিলেবাস শেষ হয়ে ওঠে না। তার ওপর এবছর থেকে প্রতিটি সামেটিভে নম্বর বেড়ে যাওয়ায় আরও বেশি প্রশ্ন থাকছে। তার জন্য বেশি ক্লাসের প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে স্যরদের মুখে চাকরি বাতিলের খবর শুনছি, তাতে সিলেবাস শেষ হওয়া নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।' একই বক্তব্য এক অভিভাবক রমা রায়েরও।

পর্ষদের নতুন নির্দেশে চিন্তায় পড়েছে দিনহাটা মহকুমার স্কুলগুলিও। যেমন নয়ারহাট হাইস্কুলে পড়ুয়া অনুপাতে শিক্ষক থাকার কথা ছিল ৫০ জন। সেখানে ৩০ জন শিক্ষক দিয়েই স্কুল চলছিল। তার ওপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সাতজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। বর্তমানে সেখানে শিক্ষক সংখ্যা ২৭। প্রধান শিক্ষক তাপস সরকার বলেন, 'সামেটিভে নম্বর বাড়ায় প্রশ্নের সংখ্যা বাড়াটাই স্বাভাবিক। ফলে আরও বেশি ক্লাস প্রয়োজন। শিক্ষক সংকটের জেরে সেই ক্লাস করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

একই সমস্যায় ওকরাবাড়ি আলাবক্স হাইস্কুলও। তাদের পাঁচজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেব বলেন, 'শিক্ষক সংকটে সমস্যা তো কিছুটা হবেই। বিশেষ করে এবছর সার্বিক প্রগতিপত্র তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা বাড়বে।'

এদিকে, নতুন নম্বর বিভাজন ব্যবস্থায় শিক্ষকের সংকট যে সমস্যা তৈরি করবে তা মেনে নিয়েছেন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) জয়ন্ত অধিকারী। তাঁর কথায়, 'চাকরি বাতিলের জেরে বেশ কয়েকটি স্কুলে শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে সমস্যা কিছুটা হবে। তবে আইনি জটিলতা কাটলে সমাধান হতে পারে।'

নতুন সমস্যা

- আগে পঞ্চম শ্রেণির তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন হত মোট ৭৫ নম্বরের, এখন থেকে হবে মোট ১০০-তে
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আগে তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন মোট ১১০ নম্বরের। এখন ১৫০ নম্বরের হবে
- সেইসঙ্গে এবছর থেকে পর্ষদ স্কুলগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সার্বিক রিপোর্ট কার্ড (হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড) করতে বলেছে

নীলগাই উদ্ধার

বাগডোগরা ও ফাঁসিদেওয়া, ২১ এপ্রিল : ঘোষপুকুরের কাছে মতিধর চা বাগানে রবিবার একটি পূর্ণবয়স্ক নীলগাইয়ের দেখা মেলে। ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করতে গেলে অসফল হন। সোমবার সকালে ফের ওই নীলগাইয়ের দেখা মেলে চা বাগানে। দুপুরের দিকে নীলগাইটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরে সেটিকে কার্সিয়াং বন বিভাগের পানিঘাটা রেঞ্জের ফুটহিল বনাঞ্চলে ছেড়ে দেন বনকর্মীরা। ঘোষপুকুর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল বলেন, 'আমাদের অনুমান নীলগাইটি নেপাল থেকে এসেছে।'

পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে শোকের ছায়া উত্তরে

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : রোমান ক্যাথোলিকদের শীর্ষ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে উত্তরবঙ্গের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও। সোমবার ভ্যাটিকান সিটি থেকে পোপের প্রয়াণের নিশ্চিত খবর পৌঁছানো মাত্রই উত্তরের নানা জেলার চার্চগুলিতে শুরু হয় বিশেষ প্রার্থনা। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায় বাইবেল পাঠের আয়োজন করা হয়। যিশুর চরণে পোপের ছবি রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন চার্চে সমবেত হওয়া প্রত্যেকেই। মোমবাতিও জ্বালানো হয় চার্চগুলিতে।

জলপাইগুড়ির ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার ক্যাথিড্রালের বিশপ ক্লেমেন্ট তিরকির ভিকার জেনারেল বা সহকারী ফাদার দয়া কিশোর বারোয়া বলেন, 'প্রভু যাতে আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণা সইতে পারার শক্তি প্রদান করেন, সেই প্রার্থনাই তাঁর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।' ১ মে ওই মহাচার্চের বিশপ পদে অভিষেক হতে চলেছেন ফাদার ফেবিয়ান টোপ্পোর। তিনিও এদিন গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। নাগরাকাটার চম্পাগুড়ির শতাব্দীপ্রাচীন সেক্রেড হার্ট চার্চের ফাদার সমীর তিরকি বলেন, 'আজ সন্ধ্যার প্রার্থনার পর পোপের স্মৃতিতে মঙ্গলবারও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।' মালবাজারের চার্চ আওয়ার লেডি অফ রোজারির প্রবীণ সদস্য তেজকুমার টোপ্পোর কথায়, 'পোপের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।' নর্থবেঙ্গল অল ডুয়ার্স ক্রিশ্চান মাইনরিটি অর্গানাইজেশনের সভাপতি সন্তোষ গুরুং বলেন, 'এ আমাদের চরম দুঃখের মুহূর্ত।' পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন লাতিন আমেরিকান। এরপর নয়া পোপ এশিয়া থেকে কেউ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারত, রাঁচি, দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো কোনও স্থানের কার্ডিনালদের কেউ ওই সর্বোচ্চ আসনে আসবেন কি না, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন অনেকে।

Kendriya Vidyalaya Gc Crpf Siliguri

It is hereby informed that some vacancies are available in OBC (NCL) Category for class-1 for session (2025-26). The registration form can be downloaded from Vidyalaya website https:// crpfsiliguri.kvs.ac.in/ Parents may submit registration form along with all supporting documents. Last date to submit the Registration form is 25/04/2025, 1:40 PM. For detailed information, see the Vidyalaya website : **www.crpfsiliguri.kvs.ac.in.**

PRINCIPAL

NOTICE
State of West Bengal
VS
Dhiren Chandra Dutta

This is for information that first Appeal No 23 of 2024 filed before the Hon'ble Circuit Bench Jalpaiguri challenging the decree and Judgment dated 17.08.2009 passed by the Additional District & Session Judge, District Court Darjeeling in respect of Misc. case 61/95. Accordingly several notices were issued but no one appeared on behalf of opposite party. This matter is running since long and the same is pending before the Jalpaiguri Circuit Bench, High Court Calcutta. So kindly ensure the presence on behalf of decree holder and respondent.

Ram Chandra Guichait
Advocate High Court,
Calcutta.

Notice Inviting Tender (NIT)
ABRIDGED NIT-01 of 2025-2026

Sealed Tender in two bid system is invited for Demolishing two nos. Defunct Structure at RRSS, OAZ, UBKV, Mathurapur, Malda. Last date of submission is 12/05/2025 upto 2.00 p.m. Visit www.ubkv.ac.in for details.

Sd/-
Registrar (Actg.)
Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Pundibari, Cooch Behar

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road,
Hakim Para, Siliguri - 734001
NIet No.- 01-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of Work Sl No - 1 to 6
Start date of submission of bid : 22.04.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 28.04.2025 (server clock)
Date & time Schedule for Bids of Work Sl No - 7&8
Start date of submission of bid : 22.04.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 05.05.2025 (server clock)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP
District Engineer
Siliguri Mahakuma Parishad

NOTICE

Ref: Notice : No.-01/ SRMC/2025-2026, Memo No. 215/SRMC dated 21/04/2025 (2nd Call) on behalf of Siliguri Regulated Market Committee (SRMC) invites for distribution of 25 nos. of Stall at Bhalomanshi Hat of Phansidewa Block under Siliguri Regulated Market Committee.
Last Date of Submission of E.O.I : 13.05.2025 up to 2:00 P.M.

Sd/-
Secretary
Siliguri RMC

আনন্দ বিহার টার্মিনাল ও যোগবাণীর মধ্যে সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্ম ঋতু-২০২৫-এর সময় যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নং- 04094 আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৪-০৪-২০২৫ থেকে ১০-০৭-২০২৫ পর্যন্ত = ১২টি ট্রিপ (প্রত্যেক বৃহস্পতিবার)

ট্রেন নং- 04093 যোগবাণী থেকে ২৬-০৪-২০২৫ থেকে ১২-০৭-২০২৫ পর্যন্ত = ১২টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)

দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতি	—	২৩.৫৫	আনন্দ বিহার টার্মিনাল	১৬.০০	—	রবি
শুক্র	০৯.০০	০৯.১০	লখনউ	০৭.৩৫	০৭.৪৫	
শনি	০৪.১০	০৪.২০	কাটিহার জং.	১২.২০	১২.৩০	শনি
	০৪.৫৩	০৪.৫৫	পূর্ণিয়া	১১.০৮	১১.১০	
	০৫.৩৮	০৫.৪০	আড়াড়িয়া	১০.১৮	১০.২০	
	০৬.৩০	০৬.৩৫	ফোর্বেসগঞ্জ	০৯.৫০	০৯.৫৫	
	০৭.৩০	-	যোগবাণী	——	০৯.৩০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজ: গাজিয়াবাদ, কানপুর সেন্ট্রাল, উন্নাও জং., সুলতানপুর জং., জৌনপুর সিটি, বারাণসী জং., আউনরিহার জং., গাজিপুর সিটি, বালিয়া, সুরাইমানপুর, ছাপরা জং., হাজিপুর জং., শাহপুর পাটোরি, বারাউনি জং., বেগুসরাই, খাগরিয়া জং. ও নওগাছিয়া।

গঠন: শয়ন শ্রেণি (পনেরো), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (তিন) এবং এসএলআর (দুই) = ২০টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।
যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

বিক্রয়

শিশাবাড়ি সরুগাঁও (জটেশ্বর থেকে 2 Km পশ্চিমে দূরত্ব) 7.5 বিঘা রেকর্ডেড ধানিজমি বিক্রয় হইবে। M : 7063082033. (C/116069)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছর বয়স্ক সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9800745510.(C/116185)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেটিভ, কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 8250106017. (C/116069)

•

কোম্পানিতে কাজ করার জন্য 10 জন ছেলে চাই, বেতন 11,000/- ও সিকিউরিটি গার্ড চাই, বেতন 12,500/-। (M) :- 97755 39686. (C/116070)

•

Black & Biege Bistro requires Manager, Coock, Helpers for a Siliguri based Cafe near Don Bosco More, PBR Tower. Call : 8240125779, 9123601543. (C/116070)

অ্যাফিডেভিট

আমার পাসপোর্ট নং M 8746513 নাম ভুল থাকায় গত 25-03-25 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ratan Chandra Ray এবং Ratan Chandra Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বড়রাংরস, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114691)

•

I, Kumar Chhetri, S/o. Late Harka Bahadur Chhetri, R/o Deokota Toll, PO & PS: Jaigaon, Dist : Alipurduar, hereby cancel & revoke the mutual agreement executed between myself, my wife & daughter, vide SI. No 24/23, dated 30.05.2023, authenticated before Notary Public, GC Sikder, Alipurduar by executing a new affidavit before the Notary Public, Alipurduar, vide SL No. 368, dated 17.04.2025. (C/115533)

Affidavit

I Mani Kumar Limboo, son of Late Harka Bahadur Limboo, resident of Bagdogra Darjeeling. I declare that my wife Smt. Tara Limboo her DOB is 20.10.1990 as per affidavit No.939 date- 07.03.2025 in the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st class 2nd i.e court at Siliguri. That DOB of my wife Tara Limboo has been wrongly recorded in my service book/document, pension documents & my aforesaid P.P.O as 20.10. 1989 in place of 20.10.1990. (C/116186)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Wanted Teacher

Wanted Teacher for Fine Arts, Qualification- Master's Degree in Fine arts (Drawing/Painting), Fluency in English & Hindi is must, apply with C.V along with copies of Testimonials in PDF format to the below mention email id within 4 days

hbv_slg@yahoo.com

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শারীরিক কারণে বেশকিছু অর্থ ব্যয় হবে। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃষ :** রাজনৈতিক নেতারা বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশেযাত্রার যোগ। **মিথুন :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। **কর্কট :** নতুন চাকরিতে যোগ দিতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে বেশকিছু ঋণ নিতে হতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **কন্যা :** নতুন কোনও জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বলুন। **তুলা :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। পেটের অসুখে সমস্যা। **বৃশ্চিক :** পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধানে আজ আলোচনা। নতুন চাকরির সুযোগ। **ধনু :** পথে চলতে সাবধান থাকুন। আগুন ব্যবহারে সাবধান। **মকর :** প্রেমের সম্পর্কে মান অভিমানের পালা চলবে। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। **কুম্ভ :** সন্তানের পড়াশোনার জন্যে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। **মীন :** পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল, ২০২৫, ৮ বহাগ, সংবৎ ৯ বৈশাখ বদি, ২৩ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৫, অঃ ৫।৫৭। মঙ্গলবার, নবমী দিবা ১।০। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৮।৪। শুভযোগ অপরাহ্ণ ৫।৫। গরকরণ দিবা ১।০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।২২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৮।৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৭।৫১ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১।০ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৫০ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১২।২২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ৮।৪৭ গতে ৯।৫০ মধ্যে বৃশ্চিকলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।৫৬ গতে ১২।২২ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – নবমীর একোদ্দিষ্ট এবং দশমীর সপিণ্ডন। বসুন্ধরা দিবস। বিশ্ব দিবস (২২ এপ্রিল)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩। ২৭ গতে ৫।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রংটংয়ে থমকে হর ঘর জলপ্রকল্পের কাজ। -সংবাদচিত্র

তিনধারিয়ায় জলের হাহাকার

রণজিৎ ঘোষ

তিনধারিয়া, ২১ এপ্রিল : বৃষ্টি হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রাণ ফিরছে না ঝোরাগুলির। নেই সরকারিভাবে পানীয় জলপ্রকল্পের সুবিধা। ফলে বৈশাখেই জলের জন্য হাহাকার কার্সিয়াংয়ের তিনধারিয়া, রংটং, চুনাভাটির বিস্তীর্ণ এলাকায়। যাঁদের সাধ্য রয়েছে, তাঁরা অনেক দূর থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল কিনে নিয়ে আসছেন। কেউ আবার খোলাবাজার থেকে জলের জার কিনে পান করছেন। কিন্তু পানীয় জলই তো একমাত্র প্রয়োজন নয়, দৈনন্দিন সংসারের অন্যান্য কাজকর্ম করতেও প্রচুর জলের প্রয়োজন। প্রয়োজন মেটাতেই এখন নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষের। অভিযোগ, অনেকদিন ধরে পানীয় জলপ্রকল্প হচ্ছে, হবে শুনছেন সকলে। কিন্তু সেই সুবিধা ঘরে পৌঁছাবে, কেউ জানেন না। পার্বত্য এলাকায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে রয়েছে ক্ষোভ। কেউ বলেছেন, 'দায়িত্বপ্রাপ্তরাই সব টাকা খেয়ে নিচ্ছেন। উন্নয়নের কাজ হবে কীভাবে?' কার্সিয়াং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনু ছেত্রীর অবশ্য বক্তব্য, 'হর ঘর জলপ্রকল্পে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। বন দপ্তরের ছাড়পত্র পেতে কিছুটা দেরি হচ্ছে। আগামী এক বছরের মধ্যে প্রতিটি এলাকায় জল পৌঁছে যাবে।'

১১০ নম্বর (সাবেক ৫৫ নম্বর) জাতীয় সড়ককে কেন্দ্র করে ২৫টির মতো গ্রাম রয়েছে। প্রতিটি গ্রামের মূল সমস্যা জল। এলাকায় জলের উৎস ঝোরাগুলি শুকিয়ে যাওয়ায়, বহু দূর থেকে টাকার বিনিময়ে ঝোরার জল নিয়ে আসতে হচ্ছে। দিনমজুর, ছোট জমিতে কৃষিকাজ করে সংসার চালানো পরিবারগুলি তাই দিশেহারা। জল কিনে প্রতিদিন সংসারের কাজকর্ম চালানো শুধু কষ্টকরই নয়, অসম্ভব। মিঠাইদাড়া গ্রামের বাসিন্দা রবি সুনদাস, সুসমা খাওয়াস, অমল সুনদাসরা বললেন, অতীতে এখানে পিএইচই-র পানীয় জলপ্রকল্প ছিল। ঝোরার জল এনে জলাধারে সংরক্ষণ হত। দু'বেলা এলাকায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। পাঁচ-ছয়টি বাড়ি মিলে একটি জায়গায় পানীয় জলের স্ট্যান্ডপোস্টও ছিল। পানীয় এবং সংসারের সমস্ত কাজে জলের সমস্যা হত না। কিন্তু ২০০০ সালে একজন এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালে বাকি একজন অবসর নেন। কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। জলপ্রকল্পটিও বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকেই জলসংকট চলছে।

১৭ মাইল, তিনধারিয়া বাজার, ক্রিকেট বাজার এলাকা ঘুরে দেখা গেল, হর ঘর জলপ্রকল্পের জলাধারই নেই। জলকষ্ট এতটাই যে এখানকার বাসিন্দারা বাড়ির কাপড় ধোয়ার জল ফেলে না দিয়ে তা রেখে দিচ্ছেন টয়লেটে ফ্ল্যাশ করার জন্য। মানিক দাস, শোভা সুব্বারা বলছেন, অনেক দূরের নয়া কামান (নতুন চা বাগান) এলাকার ঝোরা থেকে পাইপের মাধ্যমে জল আসছে। মাসে পরিবার পিছু ৬০০ টাকা। এত টাকা দেওয়া খুব কষ্টকর। কিন্তু নিরুপায় অবস্থা। ওই জল ফুটিয়ে সকলেই পান করছেন। এখানকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, হর ঘর জলপ্রকল্পের কথা অনেকদিন ধরে শুনেছেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পারছেন না। সব টাকা নেতাদের পকেটে গিয়েছে, অভিযোগ তাঁদের।

রংটং এলাকায় আবার হর ঘর জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তিনধারিয়া সমষ্টির সভাসদ নওরাজ ছেত্রী জলকষ্টের কথা স্বীকার করে বলেন, 'এখানে পানীয় জলের কাজের টেন্ডার নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। নতুন করে টেন্ডার করা হয়েছে। এই মাসেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

বঞ্চিত গ্রাম

- জলের অভাবে সিংহভাগ ঝোরা শুকিয়ে কাঠ
- হর ঘর জলপ্রকল্পের নাম শুনলেও সুবিধা থেকে বঞ্চিত গ্রামগুলি
- জল কিনতে দিশেহারা পাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা
- প্রকল্পের টাকা নেতাদের পকেটে, উঠছে অভিযোগ

দুষ্কর্মের জাল পাতা শিলিগুড়িতে...

ভিনরাজ্যে প্রতারণায় ধৃত

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ত্রিপুরায় প্রতারণা করে পালিয়ে শিলিগুড়িতে চলে এসেছিল এক মহিলা। ভেবেছিল ভিনরাজ্যের পুলিশ হয়তো তার আর খোঁজ পাবে না। যদিও শেষরক্ষা হল না। ত্রিপুরার আরকে পুর থানার পুলিশ শিলিগুড়িতে এসে গ্রেপ্তার করল প্রিয়াংকা রায় নামের সেই মহিলাকে।

প্রিয়াংকার বিরুদ্ধে ভুয়ো নথি দেখিয়ে ব্যাংক লোন নিয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। টাকা আত্মসাতের পরে ওই মহিলা শিলিগুড়ির সমরনগরে তার শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নেয়। তদন্ত করতে করতে শেষমেশ আরকে পুর থানার পুলিশ রবিবার ভোরে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছায়। এরপর প্রধাননগর থানার সহযোগিতায় সমরনগর এলাকা থেকে ওই অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে ত্রিপুরার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারির মাসের ৯ তারিখ স্থানীয় একটি ব্যাংকের তরফে আরকে পুর থানায় একটি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, মাস কয়েক আগে ওই মহিলা ব্যাংক থেকে ২৫ লক্ষ টাকার লোন নেয়। তারপর একের পর এক মাস পার হয়ে গেলেও কোনও কিস্তি আর শোধ করেনি। নড়েচড়ে বসে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। খোঁজখবর করতেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে, মর্টগেজ হিসেবে ওই মহিলা যে সমস্ত কাগজপত্র দিয়েছিল, সব ভুয়ো।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ দায়েরের পরেই ওই মহিলা শিলিগুড়ির সমরনগরে শ্বশুরবাড়িতে এসে গা-ঢাকা দেয়। তাকে পাকড়াও করতে অবশেষে আরকে পুর থানার পুলিশ প্রধাননগর থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর প্রধাননগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

২৫০ কোটির কর জালিয়াতি

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ব্রোকার এজেন্সির মাধ্যমে শহর শিলিগুড়িতে দিব্যি কাজ চালাচ্ছে ভুয়ো জিএসটি রেজিস্ট্রেশনের ফার্ম। এমন ফার্মের মাধ্যমে ২৫০ কোটি টাকার জালিয়াতির হদিস পেয়েছেন কেন্দ্রীয় জিএসটি দপ্তরের শিলিগুড়ি কমিশনারেটের আধিকারিকরা।

কেন্দ্রীয় জিএসটি দপ্তর সূত্রে খবর, ব্রোকার এজেন্সিগুলো বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ইনভয়েস তৈরি করার বরাত নিচ্ছে। আর সেই ভুয়ো জিএসটি রেজিস্ট্রেশনের ফার্ম থেকে ভুয়ো ইনভয়েস তৈরি করে দিয়ে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বিক্রি করছে। এই প্রতারণার ঘটনায় ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের একটি ফার্মের সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন জিএসটি আধিকারিকরা। শিলিগুড়ি থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ওই ব্যক্তির নাম বুদো রাজকুমার। তাঁর কাছ থেকে শিলিগুড়ির ভুয়ো জিএসটি রেজিস্ট্রেশনের ফার্মের ইনভয়েস পাওয়া গিয়েছে।

ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। কেন্দ্রীয় জিএসটির শিলিগুড়ির কমিশনার ডঃ জীতেশ নাগোরি বলেন, 'জালিয়াতির সূত্র ধরে আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ফার্মের থেকে ৩৪ কোটি টাকা উদ্ধার করতে পেরেছি। ৩৫টিরও বেশি ফার্ম তৈরি করে এই র‍্যাকেট কাজ করছে। আমাদের তদন্ত চলছে।'

রাজকুমারের সংস্থার বিরুদ্ধে ছয় কোটি ছয় লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে আসা হয়েছে। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী অখিল বিশ্বাস বলেন, 'বিচারকের এদিনের নির্দেশের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাব। আমার মক্কেল ওই কোম্পানির ফিন্যান্স ম্যানেজার। মক্কেলের কোম্পানির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেটা মিথ্যা।'

সাধারণ মানুষ বিভিন্ন লোনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নথিপত্র জমা দিয়ে থাকে। এই নথিগুলোকেই হাতিয়ার করে ব্রোকিং এজেন্সিগুলো ভুয়ো জিএসটি রেজিস্ট্রেশনের ফার্ম তৈরি করে ফেলছে। এরপর ভুয়ো ইনভয়েস তৈরি করছে। জিএসটি নিয়ম অনুসারে, কোনও সামগ্রী বিক্রি হলে তখনই ইনভয়েস তৈরি করা যায়। এখানে কিছু বিক্রি হচ্ছে না।

ধরা যাক, একজন ১০০ টাকার সামগ্রী কিনল। জিএসটি নিয়ে তার ১১২ টাকা হল। এবারে সে ২০০ টাকায় ওই সামগ্রী বিক্রি করল। অর্থাৎ জিএসটি নিয়ে সে ২২৪ টাকায় ওই সামগ্রী বিক্রি করল। এক্ষেত্রে আগে থেকে সে যে ১২ টাকা জিএসটি দিয়ে রেখেছিল, সেটাই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট। ভুয়ো ইনভয়েস বানানোয় সেই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ক্ষেত্রেই কোটি কোটি টাকা জালিয়াতি হচ্ছে।

অন্য পেশার আড়ালে সক্রিয় অপরাধীরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : বিভিন্ন কাজের ছুতোয় শহরে আসছে বহিরাগতরা। আর তারপর জড়িয়ে পড়ছে নানারকম দুষ্কর্মে। কখনও কুড়ানির পেশার আড়ালে দোকানের টিন কেটে ঢুকে চুরির অভিযোগ উঠে এসেছে। আবার কোনও ক্ষেত্রে কনসালটেন্সির কাজের আড়ালেই বাইক চুরির অভিযোগ উঠেছে। রাস্তা নির্মাণে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এসে চুরির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কেউ কেউ।

শহর শিলিগুড়িতে সম্প্রতি বিভিন্ন অপরাধে একাধিক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ দেখে এধরনের প্যাটার্নই সামনে আসতে শুরু করেছে। আর এসবের পর শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাইরে থেকে আসা ব্যক্তিদের কাজে নেওয়ার আগে তাঁদের সম্পর্কিত তথ্য যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, 'দুষ্কৃতীরা সবসময়ই কোনও না কোনও পেশার আড়ালে থেকে অপরাধমূলক কার্যকলাপের চেষ্টা করে। আমাদের কাজই হল ওই দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা ও তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া।'

শিলিগুড়িতে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে দোকানের টিন কেটে চুরির অভিযোগ উঠছে। এবারে সেই ঘটনার তদন্তে নেমে প্রধাননগর থানার পুলিশ দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ওই দুই মহিলার নাম রিংকি দেবী ও ঊষা দেবী। পেশায় তারা কুড়ানি। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, শুধু এই দুজনই নয়, এধরনের ঘটনার পেছনে মহিলা কুড়ানিদের একটা অংশ চক্র হিসেবে কাজ করছে। পুলিশ সূত্রে আরও খবর, রবিবার ওমপ্রকাশ গুপ্ত নামের এক ব্যক্তি প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই থানা এলাকায় তাঁর একটি ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান রয়েছে। ওমপ্রকাশ জানান, গত ১৩ এপ্রিল তিনি দোকান করে বাইরে গিয়েছিলেন। রবিবার ফিরে এসে দেখেন, দোকানের টিন কেটে ভেতরে ঢুকেছে চোর। এরপর বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ রিংকি ও ঊষাকে গ্রেপ্তার করে। রিংকি ও ঊষার গ্যাংয়ের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আবার কনসালটেন্সির কাজের আড়ালে বাইক চুরির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল শোয়েব আখতার। কনসালটেন্সি সেন্টারে কাজের সূত্র ধরেই শোয়েবের সঙ্গে পরিচয় হয় দাগাপুরের বাসিন্দা কুণাল রায়ের। গত নভেম্বর মাসে ভক্তিনগর থানায় কুণাল অভিযোগ দায়ের করে জানান, গত জুলাই মাসে কিছুক্ষণের জন্য লাগবে বলে জানিয়ে তাঁর বাইক নিয়েছিল শোয়েব। তারপর উধাও হয়ে যায়। আর শোয়েবও ফেরেনি। বাইকও পাওয়া যায়নি। কয়েক মাস ধরে বাইক বা শোয়েবের কোনও খোঁজখবর না মেলায় শেষমেশ অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হয়েছিলেন কুণাল। এরপর বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে শেষমেশ সোমবার ভোর রাতে শিসাবাড়ি এলাকা থেকে শোয়েবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইসলামপুর থেকে বাইকটি নিয়ে আসা হয়েছে।

কয়েকদিন আগে পেলকুজোতে এক বাড়িতে চুরির অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ওই দুজন রাস্তা নির্মাণে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এসেছিল। তারপর চুরির ফন্দি আঁটে।

বারবার এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় উদ্বিগ্ন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'দেখা যাচ্ছে, এই দুষ্কৃতীরা বেশিরভাগই বাইরে থেকে শহরে এসেছে। তাই কাউকে ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এখন ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে বাড়িওয়ালাদের। আমাদেরও এব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করতে হবে।'

সতর্কতা

- কাউকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে সতর্ক থাকতে হবে
- কাউকে চাকরি দেওয়ার আগেও তার সম্পর্কে খুঁটিয়ে জেনে নিতে হবে
- প্রয়োজনে বাইরে থেকে আসা লোকজন সম্পর্কে তথ্য পুলিশকে জানিয়ে রাখতে হবে

দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ২১ এপ্রিল : চোপড়া থানার ধুলিয়াগছ এলাকায় সোমবার এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম চন্দন তিরকি (৩০)। মৃতের এক কাকা জয়াকিম কেরকেট্টা বলছেন, 'মাসখানেক আগে চন্দনের বৌ অভিমান করে বাপের বাড়ি চলে যাওয়াতে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। এদিন বাড়িতেই সম্ভবত তার হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যু হয়েছে।' তবে তরুণের অন্য আত্মীয়দের দাবি, তিনি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিলেন।

সেতু সংস্কারের দাবিতে আমরণ অনশন

গজলডোবা, ২১ এপ্রিল : তিস্তা ব্যারেজ সেতুর জরুরি সংস্কার অবিলম্বে শুরুর দাবিতে গজলডোবা ট্রাক মালিক সংগঠনের ২৮ জন সদস্য আমরণ অনশনে বসলেন। সোমবার ১০ নম্বর গজলডোবায় পূর্ত সড়কের ধারে মঞ্চ বেঁধে আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হয়। যদিও তার আগেই এদিন বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা সেতুর জরুরি সংস্কারের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। অনশন মঞ্চ থেকে দু'কিলোমিটার দূরে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে এবিষয়ে কোনও স্পষ্ট বার্তা না পেয়ে আন্দোলনকারীরা অনশন কর্মসূচি জারি রাখেন।

চাপে পড়ে দুপুরে তিস্তা ব্যারেজ সাব-ডিভিশনের এসডিও হাসিবুল ইসলাম ও মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক অনশন মঞ্চে পৌঁছান। হাসিবুল অনশন মঞ্চে ঘোষণা করেন, 'ব্যারেজের সেতু সংস্কারের কাজের ওয়ার্ক অর্ডার গত ১৭ এপ্রিল ইস্যু হয়েছিল। এদিন থেকে কাজ শুরু হয়েছে। কাজের জন্য আনুমানিক ব্যয় এক কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আগামী ১৪০ দিনের মধ্যে কাজটি শেষ করতে হবে। কাজ শেষ হলে সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হবে। খুব শীঘ্রই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের একটি দল তিস্তা ব্যারেজ সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে।'

তিস্তা ব্যারেজ সেতুর একটি ডেক বেহাল হওয়ায় গত বছর ৪ অক্টোবর থেকে ছয় টনের বেশি ভারী যানবাহন (বিশেষ করে বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার) চলাচলের ওপর জলপাইগুড়ির জেলা শাসক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সেতুর দু'পাশে দুটি হাইট বার লাগানো হয়। পাশাপাশি পুলিশি নজরদারিও চালু হয়। প্রশাসনের এই নির্দেশ জারি হতেই বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পারের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ে। বিকল্প ঘুরপথে পরিবহণ খরচ বেড়ে যাওয়ায় ডাম্পার মালিকরা ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েন। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক ডাম্পার মালিক গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। আবার কেউ অন্যত্র ভাড়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। পরোক্ষভাবে গজলডোবার স্থানীয় বাজারঘাটে যার প্রভাব পড়েছে।

এদিকে তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট বার্তা পেয়ে এদিন দুপুর দুটো নাগাদ আন্দোলনকারীরা আমরণ অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। এদিন গজলডোবা ট্রাক মালিকদের সংগঠনের সভাপতি রঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'সেতুর জরুরি সংস্কারের নামে তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের গত ছয় মাস ধরে টালবাহানার ফলে প্রচুর মানুষ আর্থিক সংকটে পড়েছেন। ডাম্পার চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় অর্থনীতিতে চরম প্রভাব পড়েছে। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে এদিন আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছি। ১৪০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। এরপর সেতুর ওপর দিয়ে ভারী যান চলাচলের অনুমতি মিলবে বলে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বস্ত করেছে।'

তিস্তা ব্যারেজ সেতু সংস্কারের দাবিতে গজলডোবায় আমরণ অনশন।

দেখি কে আগে যেতে পারে। সোমবার তিনধারিয়ায় টয়ট্রেন ও বাইকের 'রেস'। ছবি : রণজিৎ ঘোষ

ছেলের সাক্ষ্যে বাবার মৃত্যুদণ্ড

সাজা ঘোষণার পর সুজিতকে আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : বছর দুয়েক আগে চোখের সামনে বাবার হাতে মাকে খুন হতে দেখেছিল সে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এই মামলার সে-ও একজন সাক্ষী। সেই ছেলের সাক্ষ্যতেই স্ত্রীকে খুনের দায়ে সুজিত দে ভৌমিককে ফাঁসির সাজা দিল আদালত। সোমবার জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত জেলা আদালতের তৃতীয় কোর্টের বিচারক বিপ্লব রায় এই সাজা ঘোষণা করেন। ঘটনার দিন থেকে দুই বছরের মাথায় এই সাজা ঘোষণা হল। মৃতার নাম মিতালি দে ভৌমিক। বাড়ি ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত ধরলাগুড়ির সরকারপাড়া এলাকায়।

আদালতের এই রায়ে খুশি মিতালির মা, বোন সহ পরিবারের সদস্যরা। সুজিত অবশ্য এদিনও দাবি করেছে, সে নির্দোষ। তার আইনজীবী উদয়শংকর সরকার জানান, মক্কেলের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য মাঝেমধ্যেই স্ত্রীর ওপর মানসিক অত্যাচার চালাত সুজিত। এদিকে মিতালি জানতে পারেন, তাঁর স্বামী নদিয়ার এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। ২০২৩ সালের জুন মাসের ২০ তারিখ ঘটনার দিনকয়েক আগেই মারা যান মিতালির বাবা। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্যই সেই সময় বাপের বাড়ি এসেছিলেন মিতালি এবং তাঁর দিদি চৈতালি। সেই সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন সুজিত। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এক-দু'দিন বাদে ২০ তারিখ সকালে সুজিতকে ওই মহিলার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে দেখে ফেলেন মিতালি। দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়ার সময় সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের আট বছরের পুত্রসন্তান। বচসা চলাকালীন একটি কুড়ুল দিয়ে সুজিত তাঁর স্ত্রীর মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে। মেয়ের চিৎকার শুনে পাশের রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেন মিতালির মা কল্পনা সরকার এবং ৮৫ বছরের দিদিমা হিরণবালা সরকার। অভিযোগ, কুড়ুল দিয়ে সেই সময় শাশুড়ি এবং দিদিশাশুড়িকেও আঘাত করে সুজিত। তিনজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে এলে চিকিৎসক মিতালিকে মৃত ঘোষণা করেন। কল্পনা এবং হিরণবালা দীর্ঘদিন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

আদালতের চোখে এটি একটি বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা। সুজিত নিজের পছন্দে মিতালিকে বিয়ে করলেও স্ত্রীর প্রতি তাঁর কোনও ভালোবাসা ছিল না। শুধু তাই নয়, ছেলের সামনে স্ত্রীকে খুন করার পাশাপাশি আরও দুজনকে সে খুনের চেষ্টা করেছিল।

জলপাইগুড়ি

ঘটনার পর মিতালির দিদি চৈতালি ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে খুন এবং খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হন সুজিত। মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী প্রসেনজিৎ দেব বলেন, 'মামলায় অভিযুক্তের ছেলে সহ মোট ১৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। বিচারক এদিন অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা দিয়েছেন।'

এদিন আদালতের বাইরে বেঞ্চে বসেছিল মিতালির ছেলে। বিচারক যখন সুজিতকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন তখন সে দৃশ্যতই খুশি। মিতালির মা কল্পনা বলেন, 'আদালতের রায়ে মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে।'

মিয়াজাকি আম দেখতে বাড়ছে ভিড়

"মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির মাধ্যমে আমরা এই আমের ফলন বাড়াব। ইতিমধ্যেই এই ফার্ম থেকে আমরা গত বছর ৪১ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেছি।

-মুস্তাক আহমেদ
ফার্মের ডিরেক্টর

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ এপ্রিল : আমবাঙালির খুব প্রিয় আম। এ নিয়ে বাঙালির যে কত পাগলামি আছে তা গুনে বলা মুশকিল। নকশালবাড়িতে এমনই এই আম-প্রেমের দেখা মিলেছে। মনের মতো আমের দেখা পেতে অনেকেই সেখানেই ভিড় জমাচ্ছেন। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা তো বটেই সেখানে বাইরের বাসিন্দারাও রয়েছেন। আমের সঙ্গে সেলফি তুলে অনেকেই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিচ্ছেন। আকর্ষণের মূল কেন্দ্রে সাতভাইয়া সিএডিসি ফার্মের মিয়াজাকি আম। জাপানের এই আম এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বিরল এবং দামি আম হিসেবেই পরিচিত। আন্তর্জাতিক বাজারে এক কিলো মিয়াজাকির দাম প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। ক্ষেত্রবিশেষে এই দাম অনেক সময় বেড়ে তিন লক্ষ টাকাতেও পৌঁছে যায়। নকশালবাড়িজুড়ে এখন এই আমই এখন বেশ চর্চায়। স্কুল, কলেজ পড়ুয়া থেকে আমজনতা, সকলে একবার হলেও এই আম দেখতে একবার এলাকায় ঢুঁ মারছে। আম গাছের নিরাপত্তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তিত। ইতিমধ্যে গোটা এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ফার্ম

জালে ঘেরা আমের গাছ। নকশালবাড়ির ফার্মে। -সংবাদচিত্র

নকশালবাড়ির এই ফার্ম চাষবাসের জন্য বরাবরই বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের অন্তর্গত নকশালবাড়ি সাতভাইয়া সিএডিসি ফার্ম ২১ বিঘা জমিতে বিস্তৃত। ফার্মের এক কৃষক বলেন, 'কয়েক বছর ধরে এই আম চাষ করা হলেও আগে সেভাবে সাফল্য আসেনি। এবছর ফার্মে এই আমের ফলন ধরেছে। যা সকলকেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা রুটিন মেনে আমের দেখভাল করছি।' সপ্তাহ দেড়েক আগে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এখানে পরিদর্শনে এসে আম দেখে ফার্মের কর্মচারীদের প্রশংসা করেন। তারপর থেকেই এই আম নিয়ে তাঁদের কাজকর্ম আরও বেড়েছে।

আম গাছগুলি ফার্মের অফিসঘরের সামনের বাগানে লাগানো হয়েছে। প্রতিটি গাছের চারদিকে সবুজ রঙের মোটা চাদরের জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। চাইলেও বাইরে থেকে কেউ সেই জাল ভেদ করে ভেতরে হাত ঢোকাতে পারবে না। প্রতিটি গাছেই আম ধরেছে। নকশালবাড়ি কলেজের পড়ুয়া মহেশ সিংহ সোমবার সাতভাইয়া ফার্মে মিয়াজাকি আম দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, 'ইউটিউবে এই আম সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাই কলেজ শেষ করেই বন্ধুদের সঙ্গে দেখতে এসেছি। কৃষকরা এই আম চাষ করলে তাঁদের আর্থিক উন্নতি হবে।' ফার্মের ডিরেক্টর মুস্তাক আহমেদ বললেন, 'মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির মাধ্যমে আমরা এই আমের ফলন বাড়াব। ইতিমধ্যেই এই ফার্ম থেকে আমরা গত বছর ৪১ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেছি। আশা করি, এবছর মিয়াজাকি আম আমাদের আরও সাফল্য এনে দেবে।'

অনশনের মধ্যেই পাতা তোলা শুরু পানিঘাটায়

পানিঘাটা, ২১ এপ্রিল : বন্ধ পানিঘাটা চা বাগানে সোমবার পাতা তোলা শুরু হল বটে, কিন্তু শ্রমিকদের বিরোধ মিটল না। একদল শ্রমিক কমিটি গড়ে পাতা তোলা শুরু করেছেন। আরেকদল পানিঘাটা বাজারের পাশে অনেকদিন ধরে রিলে অনশন করছেন বাগানটি নতুন মালিককে হস্তান্তরের দাবিতে। সোমবার পাতা তোলা শুরুর সময় অবশ্য দু'পক্ষের মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি।

অনেকদিন পর কাজে ফিরতে পেরে বেজায় খুশি কুমারী তামাং, রিতা টোপ্পোরা। পাতা তুলতে তুলতে কুমারী বলেন, 'যাঁরা অনশন করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। তাঁরা দাবি করতেই পারেন। কিন্তু কবে মালিক আসবেন, কবে বাগান খুলবে আর আমরা কাজ পাব এই অপেক্ষায় থাকলে না খেয়ে আমাদের দিন কাটাতে হবে।'

তাঁর কথায়, 'চা পাতা তুলে যত টাকা পাব, তাতে সপ্তাহে একদিন হলেও বাজারের ব্যাগ ভরে বাড়িতে আনতে পারি।' রিতার বক্তব্য, 'কাজ যতদিন বন্ধ ছিল, ততদিন অন্য বাগানে কাজে যেতে হত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলেও ঠিকমতো মজুরি পেতাম না। এই বাগান বাড়ির পাশে। মজুরি কম হলেও কাজ করে শান্তিতে বাড়ি ফিরতে পারি।'

অনশনকারীদের অন্যতম কিশোর প্রধান অবশ্য বলছেন, 'আমরা চা বাগানের জমি চাই না, মালিক চাই।' দুই পক্ষের এই বিবাদ এবং এদিনের পাতা তোলা নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি মিরিকের বিডিও শ্রেয়সী মাইতি। তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে যা বলার জেলা শাসক বলবেন।' কিন্তু বারবার চেষ্টা করা হলেও দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল ফোনে সাড়া দেননি।

২০১৫ সালের অক্টোবরে ঋণে জর্জরিত হয়ে পানিঘাটা চা বাগান ছেড়ে মালিক পালিয়ে যান। তখন থেকে বাগানটি বন্ধ। এ নিয়ে হাইকোর্টে মামলাও চলছে। ইতিমধ্যে এক দশক পার হয়ে গেলেও বাগানটি চালু করার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। হঠাৎ কর্মহীন বাগানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের অনেকে ইতিমধ্যে কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় চা বাগানটি জঙ্গলে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেয়ে শ্রমিকদের একাংশ লকডাউনের পর জঙ্গল সাফাই করে একটি কমিটি গড়ে নিজেরাই চা পাতা তুলে বাইরে বিক্রি করতে থাকেন। অপরপক্ষের সঙ্গে অশান্তিতে গত নভেম্বর থেকে এতদিন পাতা তোলা বন্ধ ছিল। অনড় অপরপক্ষের দাবি, নতুন মালিক দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে।

বাগান খোলার জন্য রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের দাবিতে প্রতিদিন প্রায় ৪০-৫০ জন শ্রমিক-কর্মচারী ওই রিলে অনশনে অংশগ্রহণ করছেন। অন্যদিকে, সোমবার পাতা তোলা শুরু করলেন প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক। ঝামেলা এড়াতে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সোমবার সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল পুলিশ। চা বাগানের প্রতিটি সেকশনেই প্রথম দিন শান্তিপূর্ণভাবে চা পাতা তোলা হয়েছে।

২৪ ঘণ্টায় ৪ জন নাবালিকা উদ্ধার

ফালাকাটা, ২১ এপ্রিল : প্রেমের টানে ফালাকাটার এক গ্রাম থেকে পালিয়ে সোজা হায়দরাবাদে চলে গিয়েছিল এক নাবালিকা। কিন্তু স্বপ্নেও কল্পনা করেনি তার জন্য কী উপহার নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রেমিক। অবশেষে ফালাকাটা পুলিশের চেষ্টায় অন্য জায়গায় পাচারের আগে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল। আরেক নাবালিকা প্রেমিকের সঙ্গে চলে গিয়েছিল কলকাতার একটি অন্ধগলিতে। প্রেমের টানে ঘরছাড়া এমন চারজন নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন এক বিবাহিতাও। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের সকলকে উদ্ধার করে সোমবার হোমে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের ভূমিকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন পরিবারের অভিভাবকরা।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া সহ নানা কারণে প্রেমে পড়েই নাবালিকাদের পালানোর ঘটনা ঘটছে। আবার বিবাহিত মহিলারাও পালাচ্ছেন। সোমবার আমরা এমন ৫ জনকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। তবে এইসব ঘটনা যাতে কমে তার জন্য স্কুল, কলেজ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেও আমরা সচেতনতা শিবির শুরু করব।'

ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, গত এপ্রিল মাসের ৮, ১০ এবং ১৮ তারিখ চার নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। আবার গত সপ্তাহে এক মহিলা তার দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে পরপুরুষের হাত ধরে চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ জমা পড়ে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবন যেমন।। কলকাতার রাস্তায় ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের বিভূতিভূষণ নন্দী।

নভেম্বরে চম্পাসারির মাদ্রাসা থেকে উধাও

নাবালক উদ্ধার, থেকে গেল রহস্য

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : গত বছর নভেম্বর মাসে চম্পাসারির মাদ্রাসা থেকে উধাও হওয়ার পাঁচ মাস পর বিহারের দলসিং সরাই রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার হল সতেরো বছরের এক নাবালক। তাকে কি কেউ অপহরণ করেছিল? নাকি অন্য কোনও চক্রে ফেঁসে গিয়েছিল ভক্তিনগর থানা এলাকার ওই নাবালক? প্রশ্ন উঠছে। তার বাবার দাবি, 'ছেলে কিছু বলতে পারছে না। কিছুই মনে করতে পারছে না।' সোমবার ছেলেটিকে হোমে পাঠানো হয়েছে।

ছবি : এআই

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালক নিখোঁজ হওয়ার মাসখানেক পর একটি অপরিচিত নম্বর থেকে পরিবারের কাছে ফোন এসেছিল। বাবার দাবি, 'সেদিন ফোন করে ছেলে বলেছিল, একটি বাড়ির শৌচালয় থেকে সে ফোন করছে। সে ভালো নেই।' সেই ফোন নাকি মুর্শিদাবাদের একটি গ্রাম থেকে এসেছিল। বিষয়টি পুলিশকে জানানোর পর মুর্শিদাবাদে গিয়েছিল প্রধাননগর থানার একটি দল। টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে সেখানকার একটি গ্রামের পুকুরের সামনে গিয়ে পৌঁছায় পুলিশ, দাবি বাবার। পরবর্তীতে পুলিশ জানতে পারে, ওই সিম হুগলির এক ব্যক্তির নামে রয়েছে।

নাবালকের বাবা বলেন, 'পুলিশ ওই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, ওই সিম একবছর আগেই হারিয়ে গিয়েছে।' সেই সময় সিম উদ্ধার হলেও নাবালকের আর কোনও হদিস পায়নি পুলিশ।

সম্প্রতি ছেলেটির বাবাকে ফোন করে বিহারের বাসিন্দা তাঁদের এক আত্মীয় জানান, নাবালককে তিনি দলসিং সরাই রেলস্টেশনে দেখতে পেয়েছেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করেন। পরিবারের তরফে বিষয়টি প্রধাননগর থানায় জানানো হলে পুলিশ এদিন ওই নাবালককে হোমে পাঠায়। আইসি বাসুদেব সরকারের বক্তব্য, 'পরিবারের লোকেরা ছেলেটিকে থানায় নিয়ে এসেছেন। তাকে হোমে পাঠানো হয়েছে।'

নাবালকের বাবা বলছেন, 'ঘটনাটি ঘটে গতবছর পাঁচ নভেম্বর। মাদ্রাসা থেকে ওইদিন আমাকে জানানো হয়, ছেলে ভোরবেলা পালিয়ে গিয়েছে।' এরপর বহু খোঁজাখুঁজি করেও হদিস না পেয়ে ছয় তারিখ প্রধাননগর থানায় মিসিং ডায়েরি করেন তিনি। মাসখানেক পর তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। ছেলেটির বাবার কথায়, 'ফোনের সূত্র ধরে মুর্শিদাবাদ পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে প্রধাননগর থানার একটি দল সেখানকার একটি গ্রামে যায়। আমরাও সঙ্গে যাই। একটা বাড়ির কাছে আসার পর ফোন হঠাৎ সুইচড অফ হয়ে যায়। পরদিন ফের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে একটি পুকুরের সামনে গিয়ে পৌঁছায় পুলিশ। যদিও তখন ছেলের খোঁজ মেলেনি।'

ওই নাবালকের হঠাৎ উধাও হওয়া, তাকে আবার হঠাৎ করে খুঁজে পাওয়া, ফোন করতে অন্যের সিম কার্ডের ব্যবহার- পরতে পরতে যেন রহস্য।

ধোঁয়াশা

- নভেম্বর মাসে চম্পাসারির মাদ্রাসা থেকে উধাও নাবালক
- পাঁচ মাস পর বিহারের দলসিং সরাই রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার
- তাকে কেউ অপহরণ করেছিল? নাকি কোনও চক্রে ফেঁসেছিল? প্রশ্ন উঠছে
- নাবালকের উধাও হওয়া, তাকে হঠাৎ করে খুঁজে পাওয়া, ফোন করতে অন্যের সিম কার্ডের ব্যবহার- পরতে পরতে যেন রহস্য

নাও বাইয়া।। *সোমবার কোচবিহারের মানসাই নদীতে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ*

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। সোনাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা দেখলেন মনজুর আলম।

ওষুধ লেখেন নার্স

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

সোনাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আবাসন যেন ভূতুড়ে বাড়ি।

চোপড়া, ২১ এপ্রিল : একমাত্র চিকিৎসক ছুটিতে গেলে রোগীদের ওষুধ লিখে দেন নার্স। এমনই ছবি অহরহ দেখা যায় চোপড়ার সোনাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে চিকিৎসক মাত্র একজন। নার্সিং, গ্রুপ-ডি স্টাফও ১ জন করে। একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রয়েছেন। তবে তিনি সপ্তাহে তিনদিন বসেন। স্বল্প সংখ্যক কর্মী দিয়ে বর্তমানে টেনেটুনে চলছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সোমবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, নার্স চিরকুটে ওষুধ লিখছেন। আর গ্রুপ-ডি স্টাফ কাউন্টার থেকে ওষুধ দিচ্ছেন। কারণ জানতে চাওয়া হলে স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছেন, একমাত্র ডাক্তার ৪ দিনের ছুটিতে। তাই তাঁদেরই সব সামলাতে হচ্ছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স মিঠু করের বক্তব্য, 'কর্মী বলতে আমি, চিকিৎসক এবং একজন গ্রুপ-ডি স্টাফ। কেউ একজন ছুটি নিলেই কাজে সমস্যা হয়।' ফার্মাসিস্ট কোথায়? তিনি জানালেন, এখানকার ফার্মাসিস্টকে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডিউটি দেওয়া হয়েছে। সেকারণে গ্রুপ-ডি স্টাফকেই ওষুধ দেওয়ার দায়িত্ব সামলাতে হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধামিগছ এলাকায় থাকা সোনাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শুধু আউটডোর পরিষেবা চালু রয়েছে। সোনাপুর ও হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ এর ওপর নির্ভরশীল। প্রতিদিন গড়ে ১৫০-২০০ রোগী আসেন। কিন্তু দিনে মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টা এখানে পরিষেবা মেলে। পার্শ্ববর্তী বিহার সীমানা লাগোয়া এলাকা থেকেও অনেক রোগী এখানে আসেন। বিহারের ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা সোনিয়া রাজভর জানালেন, তাঁদের বাড়ি থেকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র কাছে। সেকারণে তাঁরা প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এখানে আসেন। ডাক্তার থাকলে রোগীদের প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়। অন্যসময় চিরকুটে ওষুধ লিখে দেওয়া হয়। একই কথা জানালেন সারদা দেবী নামে আরেক মহিলা। ছেলেকে নিয়ে এদিন ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা বাবুল আলম। তিনি বলছেন, 'এদিন ডাক্তার না থাকায় শুধু ওষুধ নিয়ে ফিরতে হচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ছুটির দিন বাদে সকাল দশটা থেকে একটা পর্যন্ত মাত্র একজন ডাক্তার রোগী দেখেন। তারপর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ফাঁকা হয়ে যায়। ঠিকঠাক পরিষেবা না মেলায় সাধারণ মানুষকে ছুটতে হয় দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে। সাধারণ রক্ত পরীক্ষারও ব্যবস্থা নেই এখানে। বাসিন্দাদের বক্তব্য, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দিক প্রশাসন।

তবে শুধু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবই নয়, এর পাশাপাশি আরও কিছু সমস্যা রয়েছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সীমানা প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। অভিযোগ, সন্ধ্যা নামতেই চত্বরে বসছে জুয়া ও নেশার আসর। চুরিও হয়েছে এর আগে। বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সবক'টি আবাসন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সেসব ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ আবার সেখানে জ্বালানি কাঠ রেখেছেন। এর পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার ঢুকছে।

রোগীরা যখন নানা অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তখন বিএমওএইচ ডাঃ রণজিৎ সাহার দাবি, 'সমস্যা নেই।'

তাঁর বক্তব্য, 'সোনাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আউটডোর পরিষেবা চালু আছে। পরিত্যক্ত আবাসনে স্থানীয়দের দু-একজন কিছু জিনিসপত্র রেখেছেন। এই বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। একইসঙ্গে চত্বর থেকে বালি-পাথর সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।'

সমস্যা

- চোপড়ার সোনাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক মাত্র একজন
- নার্সিং, গ্রুপ-ডি স্টাফও ১ জন করে
- একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রয়েছেন। তবে তিনি সপ্তাহে তিনদিন বসেন
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাচীর ভেঙে পড়েছে
- অভিযোগ, সন্ধ্যা নামতেই চত্বরে বসছে নেশার আসর

ভুয়ো নম্বরের বাইকে জরিমানা

বক্সিরহাট, ২১ এপ্রিল : অসম-বাংলা সীমানায় ভুয়ো নম্বর প্লেট লাগানো মোটরবাইকের সংখ্যা বাড়ছে। জরিমানা এড়াতে বাইকগুলিতে ভুয়ো নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, নাকি সেগুলি চোরাই বাইক তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে পুলিশ। সম্প্রতি ট্রাফিক আইন ভাঙায় বেশকিছু বাইকচালককে জরিমানা করে পুলিশ। সেক্ষেত্রে নম্বর প্লেটের ছবি তুলে বাইকের মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় চালান। পরে দেখা যায় যাঁদের চালান পাঠানো হয়েছে তাঁরা সংশ্লিষ্ট সময়ে ঘটনাস্থলে ছিলেন না। তাঁদের বাইকের সঙ্গে চালানে ব্যবহৃত বাইকের ছবিও মিলছে না। বক্সিরহাট থানায় গত কয়েকমাসে এরকম সাতটি অভিযোগ জমা পড়ার পর তাজ্জব বনে যায় পুলিশ। কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাইকের মালিকের বাড়ি অসমে, কোথাও মালিক শিলংয়ের।

চোরাকারবার বা অন্য কোনও বেআইনি কাজে বাইকগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা নিয়েও সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ।

তরুণ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

ইসলামপুর, ২১ এপ্রিল : ইসলামপুর থানার ইলুয়াবাড়ি তিস্তা ক্যানাল সংলগ্ন ভাতগাঁও এলাকায় রবিবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় মহম্মদ মুস্তাক (৩২) নামে একজনের। রাতে বিদ্যুতের খুঁটির উপর উঠলে ৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক তারের স্পর্শে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে কী কারণে তিনি বিদ্যুতের খুঁটির ওপর উঠেছিলেন, তা জানা যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহতের অলংকার কিনে ধৃত ২

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২১ এপ্রিল : গলা কেটে নৃশংসভাবে শুধু খুন নয়, ওই ব্যক্তির শরীর থেকে সোনার অলংকার খুলে বিক্রি করেছিল দুষ্কৃতী। আর সেই সোনা কেনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হতে হল বাবা-ছেলেকে। সোমবার বিকেলে বাগডোগরার সোনার ব্যবসায়ী গৌতম প্রসাদ এবং তার ছেলে সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করেছে সুকনা তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। এদিন ধৃতদের বাড়ি থেকে একটি সোনার আংটিও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাকি সোনার গয়না উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

গুলমা এলাকায় ৭ মার্চ এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির গলাকাটা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে খুন হওয়া ব্যক্তি দীনেশ লামা (৬৬), বাড়ি পানিঘাটার কাছে পুটুংয়ে। দীনেশের পরিবারের তরফ থেকে পুলিশের কাছে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

পরিবারের লোকদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পারে, দীনেশের কাছে সঞ্জয় গোলে নামের একজন সাড়ে ৫ লাখ টাকা পায়। সেই টাকা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে ১৩ এপ্রিল পুটুংয়ের সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে। আদালতের মাধ্যমে ৭ দিনের হেপাজতে নিয়ে সঞ্জয়কে জেরা করে পুলিশ। জেরায় সঞ্জয় পুলিশের কাছে স্বীকার করে খুনের পর গলার সোনার চেন, দুটি আংটি এবং দুটি মোবাইল ফোন সে নিয়েছিল। রবিবার গাড়িধুরা থেকে মোবাইল ফোন দুটি উদ্ধার হয়। সোমবার বিকেলে সুকনা পুলিশ বাগডোগরার মসজিদপাড়ায় গৌতমের সোনার দোকানে এবং শ্রীকলোনির বাড়িতে হানা দেয়। বাড়ি থেকে একটি আংটি উদ্ধার হয়। সুকনা তদন্ত কেন্দ্রের ওসি বন্দনা প্রধান বলেন, 'বাগডোগরার সোনার ব্যবসায়ী গৌতম এবং তার ছেলের

বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি আংটি উদ্ধার করা হয়েছে। একটি আংটি এবং চেন গলিয়ে দিয়েছে বলে ধৃত বাবা এবং ছেলে জানিয়েছে। মোবাইল ফোন দুটি গাড়িধুরায় জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাঁধ নির্মাণ

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল থাকা ভুলভুলাইয়া ঝোরায় বাঁধ নির্মাণ অবশেষে শুরু হল। তবে বাঁধ নির্মাণ শুরু হলেও আদতে ঝোরাটি তার বেহাল দশা কতটা কাটিয়ে উঠতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ স্থানীয়রা গত কয়েক বছর ধরে ওই ঝোরায় দেদারে আবর্জনা ফেলছেন। তবে ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন অবশ্য বলছেন, 'আপাতত আমাদের প্রথম পর্যায়ের কাজ হচ্ছে। এরপর পরবর্তী পর্যায়ের কাজ হবে। প্রথম পর্যায়ে দুই কোটি দশ লক্ষ টাকা দিয়ে কাজ হচ্ছে।' এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'শুধু বাঁধ সংস্কার করলেই হবে না, স্থানীয়দেরও ঝোরায় আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে।'

বিজেপির মিছিল

ফাঁসিদেওয়া, ২১ এপ্রিল : সোমবার বিকেলে বিজেপির জালাস নিজামতারা মণ্ডলের তরফে লিউসিপাকড়িতে মিছিল এবং পথসভা করা হল। সেখানে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মিছিলটি রাঙ্গাপানি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে পখরি বাজার পরিক্রমা করে। পরে লিউসিপাকড়ি মোড়ে পথসভা করা হয়। বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'মুর্শিদাবাদের ঘটনার প্রতিবাদে আমরা আন্দোলনে নেমেছি।' নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও এদিন সরব হন বিজেপি নেতারা।

দুর্ঘটনায় কিশোরের মৃত্যু

চোপড়া, ২১ এপ্রিল : চোপড়া থানার দামোদরখুরি এলাকায় রবিবার রাতে টোটো ও বাইকের সংঘর্ষে এক কিশোর বাইক আরোহীর মৃত্যু হল। মৃতের নাম সলেমান আলি (১৩)। বাড়ি দলুয়া সরস্বতী এলাকায়। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইকে দাসপাড়া যাওয়ার পথে সে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাইকচালক তরুণও গুরুতর জখম হন। সলেমনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যজন বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অন্তর্বিভাগ চালু

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে সোমবার ইউরোলজির অন্তর্বিভাগ চালু হল। মোট ৩০টি শয্যা, প্রয়োজনীয় নার্স ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়ে বিভাগটি চালু হয়। মেডিকেল সুপার সঞ্জয় মল্লিক জানিয়েছেন, পুরুষদের জন্য ২০টি ও মহিলাদের জন্য ১০টি শয্যা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে অপারেশনের পর ইউরোলজির রোগীদের নতুন অন্তর্বিভাগে রাখা হবে।

ক্যানালে দেহ

চোপড়া, ২১ এপ্রিল : চোপড়া থানার ভোলাগছ এলাকায় তিস্তা ক্যানালে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার স্থানীয়রা ক্যানালের জলে দেহ ভাসতে দেখে ভিড় জমান। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। চোপড়া থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গোরু চুরি

চোপড়া, ২১ এপ্রিল : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাদরাগছ গ্রামে একটি বাড়ি থেকে গোরু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বাড়ির মালিক কৃষ্ণ সিংহ বলছেন, 'রবিবার রাতে আমার গোয়াল থেকে তিনটি গোরু চুরি হয়।' চুরির বিষয়টি এদিন চোপড়া থানার পুলিশের নজরে আনা হয়।

জোড়া সেতু বেহাল মাঝিয়ালি-ঘিরনিগাঁওয়ে

চোপড়া, ২১ এপ্রিল : চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি সেতুর বেহাল দশা। একটি সেতু রয়েছে ঘিরনিগাঁওয়ের গোড়াইতবস্তি থেকে মুলুকডাঙ্গি যাওয়ার রাস্তায়। অপরটি মাঝিয়ালি-দাসপাড়া রুটের খুঁজালুগছে ডোক নদীর উপর। দুটি সেতুরই বেহাল দশা। যে কোনও সময় ঘটতে পারে বিপদ। সেকারণে বর্ষার আগে নড়বড়ে সেতু দুটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ ব্যাপারে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক বলছেন, 'সেতু সংস্কারের বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।'

ঘিরনিগাঁওয়ের সেতুটি দীর্ঘদিন বেহাল। একদিক বসে গিয়েছে। সেতুর উপরে তৈরির হয়েছে গর্ত। তাতে জল জমে থাকছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, সেতুর একাংশ ভেঙে গিয়েছে। লোহার রড বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার পরও সেতু সংস্কারের ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে প্রায় ১০-১২টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। এক দশকের বেশি সময় থেকে সেতুটি বেহাল। ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।'

অন্যদিকে, খুঁজালুগছে ডোক নদীর সেতুরও করুণ দশা। সেটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। পিচের চাদর, পাথর উঠে একাধিক জায়গায় বেরিয়ে এসেছে লোহার রড। প্রতিদিন বহু মানুষ এই সেতু দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন। সামান্য বৃষ্টিতে সেতুর গর্তে জল জমে থাকে। তখন ভোগান্তি পোহাতে হয় সকলকে। ওই পথে নিত্য যাতায়াত করেন সহদেব শর্মা। তাঁর অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন থেকে সেতুটি বেহাল। এতে আমজনতার সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু এব্যপারে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।'

দাসপাড়া ও মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্যার বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। মাঝিয়ালির উপপ্রধান নরেশ সিংহ বলছেন, 'তিস্তা প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়াররা কয়েক মাস আগে সেতুটি পরিদর্শন করেছেন।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিকের বক্তব্য, 'এলাকায় তিস্তা খাল রয়েছে। তিস্তা প্রোজেক্ট থেকেই সেতুটি করা হয়েছিল। বেহাল দশার কথা আধিকারিকদের নজরে আনা হয়েছে।'

বাসিন্দারা অবশ্য এতকিছু শুনতে নারাজ। তাঁরা চান, সেতু সংস্কারে দ্রুত পদক্ষেপ করা হোক।

সংস্কার দাবি

- একটি সেতু রয়েছে ঘিরনিগাঁওয়ের গোড়াইতবস্তি থেকে মুলুকডাঙ্গি যাওয়ার রাস্তায়
- অপরটি মাঝিয়ালি-দাসপাড়া রুটের খুঁজালুগছে ডোক নদীর উপর
- দুটি সেতুরই বেহাল দশা
- যে কোনও সময় ঘটতে পারে বিপদ
- সেকারণে বর্ষার আগে নড়বড়ে সেতু দুটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা

ঘিরনিগাঁওয়ে এই বেহাল সেতুটি সংস্কারের দাবি উঠেছে।

স্ত্রীর বিয়ে

১১ বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে স্ত্রীকে প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন নদিয়ার সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর মন রাখতে স্বামীর এই কাণ্ডের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ড

হাওড়ার ডোমজুড়ে একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কী কারণে আগুন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

খুন

নেতাজিনগরে অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন মৃতার স্বামী। ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত অভিযুক্তকে হেপাজতে রাখার নির্দেশ আদালতের।

রহস্যমৃত্যু

খড়গপুর আইআইটিতে ফের রহস্যমৃত্যু পড়ুয়ার। মহারাষ্ট্রের ওই তরুণ চতুর্থ বর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড নেভাল আর্কিটেকচার বিভাগের পড়ুয়া ছিলেন। নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিদ্যুৎ যাবে ২৩ জেলায়

শালবনির বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১৫ হাজার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

শালবনি, ২১ এপ্রিল : আগামী দিনে রাজ্যে আর বিদ্যুতের কোনও ঘাটতি থাকবে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দালদের ১৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে রাজ্যের ২৩টি জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে। এখানে ১৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হবে। সোমবার শালবনিতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাসে এসে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন এখানে ৮০০ মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিট হচ্ছে। আগামী দিনে আরও দুটি ইউনিট এখানে তৈরি করা হবে।' বাম আমলকে খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে বলা হত লোডশেডিংয়ের সরকার আর নেই দরকার। আগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টাই লোডশেডিং থাকত। এখন আর কোনও লোডশেডিং হয় না। বিদ্যুৎব্যবস্থার এই উন্নতি করতে আমাদের সরকার ৭৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। ৭৫০টি সাবস্টেশন তৈরি করেছে।'

বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাসে শালবনীতে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন সজ্জন জিন্দাল এবং অরূপ বিশ্বাসও।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিন্দালগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল, জিন্দাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন সংগীতা জিন্দাল, সজ্জনের ছেলে পার্থ জিন্দাল, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব), মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া প্রমুখ। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে সজ্জন জিন্দাল বলেন, 'শালবনিতে ফিরে আসাটা সবসময়ই আমাদের কাছে খুবই আনন্দের। আমি ১০ বছর আগে এখানে এসেছিলাম। আবার ১০ বছর পরে এলাম। গত ১০ বছরে রাজ্যে যে উন্নতি হয়েছে, তা দেখে আমি অভিভূত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন নেত্রী লাখে একটা পাওয়া যায়। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি আর বাংলার প্রতি বিশ্বাস আমাদের এখানে বিনিয়োগ করতে এবং আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহ জুগিয়েছে।' এদিনই শালবনিতে ২ হাজার একর জমির ওপর একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কেরও শিলান্যাস করা হয়েছে।

এদিন বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা বলছেন এই রাজ্যে উন্নয়ন হয়নি, তাঁদের বলব আপনারা এসে দেখে যান। আমাদের গত সাতটি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ১৯ লক্ষ কোটির লগ্নির প্রস্তাব এসেছিল। তার মধ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে। মনে রাখবেন, ইউ ক্যান ক্রিটিসাইজ মি, ইউ ক্যান নট ইগনোর মি।' ঘাটালের সাংসদ দেব বলেন, 'রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা আমাদের অবাক করে দিয়েছে। শুধু সমালোচনা করে লাভ নেই। আমরা সবাইকে বলব আপনারা আসুন। নিজেরা দেখে যান।' সৌরভ তাঁর ভাষণে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যে প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে। আমরা মনে করি, আরও বেশি মানুষ এই রাজ্যে আসবেন। এখানে আরও বেশি বিনিয়োগ করুন।'

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে যে দাবি করেছেন তার তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বলে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। শালবনিতে জিন্দালদের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে সজ্জন জিন্দালকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জিন্দালদের বৈঠকে সৌরভ।

লগ্নির আশ্বাস না দিলেও সৌরভকে নিয়ে আশা

শালবনি, ২১ এপ্রিল : শিল্পজগতে তাঁর প্রবেশ নিয়ে বহুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। স্পেনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক বা বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি এবং এই রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে তাঁর আভাস দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন, সোমবার শালবনিতে জিন্দালদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হয়তো সৌরভকে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। কিন্তু বিনিয়োগ নিয়ে কোনও কথা বললেন না ঠিকই, তবে সজ্জন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ক্রমাগত কথা বলে যাওয়া এবং সজ্জন জিন্দালের ছেলে পার্থ জিন্দালকে যেভাবে তিনি নানা বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, তাতে অনেকেরই ধারণা, সৌরভ হয়তো খুব দ্রুত নতুন ভূমিকায় আসতে পারেন।

সোমবার শালবনিতে জিন্দালদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সৌরভ যে আসবেন, তা আগেই জানা গিয়েছিল। এদিন সড়কপথে কলকাতা থেকে শালবনিতে পৌঁছে যান সৌরভ। তারপর মঞ্চের পিছনের হ্যাঙারে সজ্জন জিন্দাল ও তাঁর ছেলে পার্থ জিন্দালের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেন। বেলা দেড়টার কিছু পরেই হেলিকপ্টারে কলকাতা থেকে শালবনি পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সজ্জন জিন্দালদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। ততক্ষণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর মঞ্চে এসে পার্থ জিন্দালের পাশেই বসেন সৌরভ। খুব চাপা স্বরে তাঁদের মধ্যে কথা বলতে দেখা যায়। কখনও কখনও সেই আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন সংগীতা জিন্দালও। সৌরভের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হয়েছে, তিনি কোনও পরামর্শ দিচ্ছিলেন পার্থকে। পার্থ এবং সংগীতা জিন্দাল দু-জনেই সৌরভের ওই পরামর্শকে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাচ্ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন মুখ্যমন্ত্রী সহ সকলেই নেমে যাচ্ছেন, তখন সজ্জন জিন্দালের সঙ্গেও সৌরভকে কোনও বিষয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। তাই এদিন সৌরভের উপস্থিতি সকলেরই নজর কেড়েছে।

শিল্পী মণীন্দ্রর পাশে শুভেন্দু

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : চাকরি চুরি নিয়ে গান লেখার জন্য প্রশাসনের কোপে পড়েছেন কোচবিহারের মাথাভাঙার রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাওয়াইয়া শিল্পী মণীন্দ্র বর্মন। অভিযোগ, সমাজমাধ্যম থেকে তাঁর এই গান না মুছে ফেলার জন্য কোচবিহারের এসপি ও মাথাভাঙার আইসি তাঁকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেন। এই ঘটনায় মণীন্দ্রকে শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, তাঁকে আইনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন শুভেন্দু।

সোমবার বিধানসভার বাইরে মণীন্দ্রকে পাশে নিয়ে কোচবিহারের পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'কোচবিহারের এসপিকে চ্যালেঞ্জ করছি, মাথাভাঙার আইসিকে সতর্ক করে বলছি, ক্ষমতা থাকলে একবার ওঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে দেখান। প্রকাশ্যেই জানাচ্ছি, মণীন্দ্র আমার কাছে আছেন, থাকবেন। ক্ষমতা থাকলে কিছু করে দেখান।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, মমতার পুলিশ চারবার মণীন্দ্রর বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে তাঁকে হুমকি দিয়েছে। সমাজমাধ্যম থেকে ওই গান না সরিয়ে দিলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে ধমক দিচ্ছে। তাঁরা বিষয়টার দিকে নজর রেখেছেন। যেহেতু এখনও পুলিশ প্রশাসনের থেকে মণীন্দ্রকে কোনও আইনি নোটিশ বা এফআইআর দায়ের করা হয়নি, তাই তাঁরা অপেক্ষা করছেন। তেমন কিছু হলে কোচবিহারের এসপি এবং মাথাভাঙার আইসি'র বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ফের অস্বস্তিতে জ্যোতিপ্রিয়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ফের অস্বস্তিতে পড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর হস্তাক্ষর পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করল ইডি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন মেয়েকে একটি চিঠি লিখেছিলেন বলে দাবি ইডি'র। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ওই চিঠিতে র‍্যাশন দুর্নীতি সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের হিসেব লেখা হয়েছিল। এই সূত্রে এবার তদন্তের স্বার্থে চিঠির লেখার সঙ্গে তাঁর হস্তাক্ষর মিলিয়ে নিতে চাইছে ইডি। আদালতের সম্মতির পরই জ্যোতিপ্রিয়র হস্তাক্ষরের নমুনা ও স্বাক্ষর সংগ্রহের তোড়জোড় শুরু করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। তবে আদালতের এই সম্মতির পর তাঁর চাপ আরও বাড়তে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অধ্যাপকের প্রয়াণ

নিউজ ব্যুরো

২১ এপ্রিল : দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (এনআইটি) সিনিয়ার অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ বসাক শেষপর্যন্ত মারা গেলেন। ১৫ এপ্রিল এনআইটিতে থার্মিট ওয়েল্ডিং নিয়ে গবেষণার সময় বিস্ফোরণে তিনি ঝলসে গিয়েছিলেন। বি-টেক ফাইনাল ইয়ার পড়ুয়া আকাশ মাঝিও জখম হন। তাঁদের প্রথমে এনআইটির নিজস্ব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে দুর্গাপুরের গান্ধি মোড় এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে তাঁকে এয়ার-অ্যাম্বুল্যান্সে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়।

তালিকায় 'না' পর্ষদের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : সোমবার চাকরিহারা শিক্ষকদের এসএসসি ভবন অভিযানের ওপর নজর ছিল সবার। তবে একই সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সোমবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে বিকাল সাড়ে ৪টেয় বৈঠক ছিল চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের।

পর্ষদ সভাপতি প্রফেসর রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করার পরেও বের করা হল না যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা। শিক্ষাকর্মীদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে আইনি সুরক্ষা চাওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি।

সোমবার দীর্ঘ বৈঠকের পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষাকর্মীদের জানিয়ে দেয়, যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা এখন প্রকাশ করা যাবে না। এই অবস্থায় 'যোগ্য গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি অধিকার মঞ্চ'-এর তরফে করুণাময়ী মোড়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনের সামনে অবরোধ শুরু হয়।

এবার বিদ্ধ প্রাক্তন সাংসদ

ফের যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্বস্তি সিপিএমে

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ব্রিগেডে জনসমাগম নিয়ে উচ্ছ্বাসের মধ্যেই দলীয় নেতার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্বস্তিতে পড়েছে সিপিএম। সিপিএমের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে এর আগেও যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। এবার দলীয় নেত্রীকে অশ্লীল বার্তা পাঠানোর অভিযোগ উঠল আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণী ওই সিপিএম নেত্রী মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার। জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে আগেই জেলা সিপিএমকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে এই মুহূর্তে বিষয়টি দলের রাজ্য কমিটির অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিতে বিচারাধীন রয়েছে। সেই রিপোর্ট এলে তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরে লবির অভিযোগ করেছেন অভিযুক্ত বংশগোপাল।

অভিযোগ যে হয়েছে, মানছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি জানান, বিষয়টি এখন দলের ইন্টারন্যাল কমপ্লেন কমিটির বিবেচনায় আছে। সেই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকের ফাঁকে সদস্যদের মধ্যে কানাঘুষোয় বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। এতে দলের বিড়ম্বনা বাড়ছে, স্বীকার করছেন অনেকেই।

ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলির ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনের সময় বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে ব্রিগেডের পরের দিন অর্থাৎ সোমবার থেকে সমাজমাধ্যমে বংশগোপাল চৌধুরী ও ওই সিপিএম নেত্রীর কথোপকথনের চ্যাট প্রকাশ্যে আসে। সমাজমাধ্যমে স্ক্রিন শট, অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়। সিপিএম নেত্রীর বক্তব্য, তিনি দলের একজন বড় নেতা হিসেবে বংশগোপালকে শ্রদ্ধা করতেন। একসময় সাংগঠনিক বিষয়ে তথ্য দেওয়ার কথা বলে পরে ফেসবুক মেসেঞ্জারে কু-বার্তা পাঠানো শুরু করেন সিপিএম নেতা। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই বার্তা চরম সীমায় পৌঁছোয়। নভেম্বর মাসে তিনি জেলা সিপিএমে অভিযোগও করেছিলেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বংশগোপাল। তাঁর দাবি, এর নেপথ্যে লবি কাজ করছে। তাঁর দলের বা বাইরের কেউ সেই লবিতে কাজ করে তাঁকে বিপাকে ফেলতে চাইছেন। ওই সিপিএম নেত্রী তাঁর থেকে সুযোগসুবিধা চেয়েছিলেন। তা না দিতে পারায় কুৎসা রটানো হচ্ছে। এর আগেও সিপিএমের একাধিক তরুণ নেতা সহ অনেকের বিরুদ্ধে এই সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে।

দায়িত্ব বাড়ল মীনাক্ষীর

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রাজ্য কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির পর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতেও জায়গা পেলেন সিপিএমের যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে ১৫ জন সদস্যের নতুন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করা হয়। আর তাতেই নতুন দুজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুনের তালিকায় রয়েছে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ হোসেন। ফলে দলে তাঁর আরও দায়িত্ব বাড়ল। রাজনৈতিক মহলের মতে, ব্রিগেডের মঞ্চে তরুণ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মীনাক্ষীর বক্তব্য রাখা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মীনাক্ষী বক্তা হিসেবে না থাকায় দলের অন্দরেই সমালোচনা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিগেডের পরের দিনই তাঁকে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান দিল সিপিএম। এর ফলে দলের বৃদ্ধতন্ত্রের ভাবমূর্তি ও মীনাক্ষীর গুরুত্ব কমে যাওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দিতে চেয়েছে আলিমুদ্দিন।

তিন মামলায় শিরে সংক্রান্তি রাজ্যের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : অতীব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মামলা নিয়ে এখন প্রায় শিরে সংক্রান্তি রাজ্য সরকারের। যা শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে চরম কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অন্ধকার ভবিষ্যতের আলোর কোনও ঠিকানা সোমবার পর্যন্ত খুঁজে পায়নি রাজ্য সরকার। তারই মধ্যে আবার প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানির মুখোমুখি হতে হচ্ছে রাজ্যকে আগামী সপ্তাহেই। মামলার শুনানি হওয়ার কথা ২৮ এপ্রিল সোমবার।

এখানেই শেষ নয়, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বহু প্রতীক্ষিত ডিএ মামলার শুনানির সম্ভাবনা। প্রায় দু-বছর ধরে চলা এই মামলা নিয়ে এতদিন কম টানাপোড়েন হয়নি আদালত ও রাজ্য সরকারের মধ্যে। মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে সরকারের আর্জি খারিজ হওয়ার পর মূল মামলার শুনানি নিঃসন্দেহে নবান্ন প্রশাসনের প্রেসার বাড়াচ্ছে। এই তিন মামলার ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে রাজ্য সরকারের চিন্তার জটকে আরও জটিলতর অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলেই সোমবার নবান্ন প্রশাসনের একেবারে শীর্ষ অন্দরমহলের খবর। তিন মামলাকে নিয়েই এই মুহূর্তে কৌতূহল চরমে উঠেছে।

২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ওপর রিভিউ পিটিশনে যাওয়া নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। এরই মাঝে আগামী সোমবার প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি এসে পড়ায় কপালে ভাঁজ রাজ্য সরকারের। ৭ এপ্রিল মামলার শুনানি থাকলেও বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণে মামলা থেকে সরে যাওয়ায় মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হয়। আবার ২৮ এপ্রিল মামলার শুনানি ধার্য করেছে কলকাতা হাইকোর্টে।

তার মাঝেই আবার মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানির সম্ভাবনা রাজ্য সরকারের চিন্তায় জট পাকাচ্ছে। প্রায় দু-বছর ধরে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবার উঠতে পারে শুনানিতে।

বেআইনি নির্মাণে ক্ষুব্ধ বিচারপতি

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। পাঁচতারা, সাততারা হোটেলের কায়দায় চলা হোমস্টে গুলি বন্ধ করতে রাজ্যকে দায়িত্ব সহকারে পদক্ষেপ করতে বললেন বিচারপতি। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আদালতে জানান, সংরক্ষিত অঞ্চলের কোর এলাকা ছাড়াও বনাঞ্চলে ইকোসেনসিটিভ জোনে বেআইনি নির্মাণ চলছে।

হোমস্টের আদলে হোটেল চলছে। এর ফলে প্রাকৃতিক চরিত্র বদলে যাচ্ছে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালে মুখ্যসচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬৯টি বেসরকারি হোটেল ও ২০টি সরকারি হোটেল ছিল। এর মধ্যে রাজ্য সরকারি হোটেলগুলি বন্ধ করলেও বেসরকারি হোটেলগুলি এখনও চলছে। বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা এলাকাগুলিতে যান। পরিদর্শন করুন। পদক্ষেপ করুন। পাঁচতারা, সাততারা হোটেলের কায়দায় হোমস্টে চলবে এটা হতে পারে না। রাজ্যকে দায়িত্ব নিয়ে এগুলি বন্ধ করতে হবে।' তবে এদিন রাজ্যের তরফে আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয় ২৮ এপ্রিল।

গরম থেকে বাঁচতে নিজের পোষা কাকাতুয়াকে স্নান করাচ্ছেন এক মহিলা। উত্তর কলকাতায়। - রাজীব মণ্ডল

রাজ্যপালকে দেখতে হাসপাতালে মমতা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের শারীরিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও উদ্বেগ কাটেনি। সোমবার সকালে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন রাজ্যপাল। তারপরই তাঁর ইসিজি করা হয় এবং তাঁকে আলিপুরের সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জেলা সফরে যাওয়ার আগে অসুস্থ রাজ্যপালকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাজ্যপালকে দেখে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যপালকে দেখতে এসেছিলাম। হঠাৎ করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দেখে এলাম।' বিকেলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেখে আসেন। এদিকে রাজভবনের ওএসডির থেকে রাজ্যপালের খবরাখবর নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে শুভেন্দু তাঁর আরোগ্য কামনা করেন। তবে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

নয়া ইনিংসেও আগের অবস্থানে অনড় দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : প্রায় সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎই দাম্পত্য জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন ষাটোর্ধ্ব দিলীপ ঘোষ। বঙ্গ বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন সভাপতি তবু তাঁর আগের সিদ্ধান্তেই অটল রয়েছেন এখনও। পার্টি দায়িত্ব না দিলে তিনি আর রাজনীতিতেই থাকবেন না। জনসেবা আর চাষবাস নিয়েই থাকবেন। 'চাষার ব্যাটা' বলে আগেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস শুরু করেছেন গ্রাম বাংলায় তাঁর জেলায়। পার্টিতে কাজের দায়িত্ব না থাকলে সেখানেই বেশি সময় দেবেন। সোমবার দিলীপ ঘোষই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে একান্তে জানালেন তাঁর মনের কথা। বললেন, 'রাজনীতিই করতে হবে এমন মাথার দিব্যি তো দিইনি। সমাজে কাজ করার তো অনেক কিছু আছে। মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ করব। পার্টি দায়িত্ব না দিলে অন্য কিছু তো করবই। এর থেকে কেউ তো আমায় আটকাতে পারবে না।'

একসময় বঙ্গ বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ দলের কোনও পদে না থেকেও সোমবার পর্যন্ত পার্টির কাজে প্রকাশ্যে সক্রিয় আছেন। নতুন দাম্পত্য জীবনকে পাশে রেখেই নিয়মিত পার্টির মিটিং-মিছিল করছেন। তবে তাঁর পূর্বস্থানে অটল থেকেই। অবস্থান তিনি বদল করবেন না কিছুতেই। এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে দলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। খুব সম্ভবত আগামী এক পক্ষ কালের মধ্যে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যাবে। এই সম্ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ রাজনীতিক দিলীপ কি আবার পরোক্ষে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন? এই প্রশ্নে অবশ্য 'ঠোঁটকাটা' বলে পরিচিত দিলীপ একগাল হেসে জানালেন, 'আমি কোন রাখঢাক করে কিছু বলি না। আগেও যা বলেছি এখনও তো সেটাই বলছি। মনের কথা বলতে পারব না। কাজ না করতে পারলে পার্টির কাজে থাকা কেন? আমি তো পার্টির কাজে পরীক্ষিত। সুযোগ দিয়েছিল পার্টি। যতটা করার করেছি। রাজ্য বিজেপি সভাপতির দৌড়ে আমি প্রতিযোগী নই। ওটা তো সেরে এসেছি। পার্টি ভালোভাবেই তা জানে। পার্টি আবার কাজের দায়িত্ব দিলে করব। এই নিয়ে কোনও চাপ সৃষ্টি করার মতো মানসিকতা আগেও ছিল না, এখনও নেই। তাছাড়া আমাদের দলটা আর পাঁচটা দলের মতো নয়। যা করার তা সব খতিয়ে দেখে সময়মতোই তা করে।'

শুভদৃষ্টির সময় দিলীপ ঘোষ। - ফাইল চিত্র

সংঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, আছে ও থাকবে। এই নিয়ে দিলীপ বলেন, 'সংঘের প্রচারক হিসাবে তিনি আর নেই। তবে আরএসএসের সৈনিক হিসাবে তিনি কাজ করে যাবেন। তাঁর নতুন দাম্পত্য জীবনের ইনিংস শুরুর পর সংঘের শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই টেলিফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এতদিনের সম্পর্ক, এটাই তো স্বাভাবিক। সংঘপ্রচারক থেকে সংঘই আমায় রাজনীতিতে আনে। তাঁদের কথাতেই ভোটে দাঁড়িয়েছি। জিতেছি আবার সর্বশেষ লোকসভা ভোটে তাঁদের কথায় দাঁড়িয়ে হেরেওছি। সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না!'!

সহধর্মিণী রিঙ্কু মজুমদার (বর্তমানে ঘোষ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ সটান বলে দিলেন, 'ভালোই আছে। পার্টির কাজের ব্যাপারে ও আগে যেমন ছিল এখনও আছে। একটু-আধটু রাজনীতি নিয়ে কথা হয় না বললে ভুল হবে। হয়তো বটেই।' তবে তাঁর ব্যস্ততার জীবনে নতুন সহধর্মিণী আসায় নিজের ৮৩ বছরের বৃদ্ধা মায়ের ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন যে দিলীপ, তাঁর কথাবার্তাতেই তা প্রায় স্পষ্ট।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ বৈশাখ ১৪৩২

ব্রিগেডের সার কথা

ব্যাক টু বেসিক যেন। মূলে ফিরতে মরিয়া সিপিএম। প্রান্তিক মানুষের সংগঠন, আন্দোলনে তাই নতুন করে নজরের বার্তা ব্রিগেডে। ঘুরে দাঁড়াতে মুখ বদলের পরীক্ষানিরীক্ষাও। সাধারণত মঞ্চ আলো করে থাকা নেতারা ব্রিগেডে রইলেন দূরে। ধবধবে সাদা ধুতি বা পাজামা-পাঞ্জাবি কিংবা লাল পাড়-সাদা শাড়ির বদলে ব্রিগেডে উত্তাপ ছড়াল লাল শাড়ির বন্যা টুডুর সৌজন্যে। বন্যা যেন সিপিএমের মূলে ফেরার প্রতীক।

শুধু বন্যা নন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের প্রাধান্য দেওয়া হল। কেতাদুরস্ত, ধোপদুরস্ত, শহুরে পরিশীলিত উচ্চারণের বদলে মেঠো ভাষা, মেঠো ভঙ্গিমা গুরুত্ব পেল বেশি। মঞ্চে বসে থাকা নেতাদের বাইরে দর্শকাসনে ও মিছিলে পা মেলানো মানুষের অধিকাংশের গায়েগতরে খাটার ছাপ। তৃণমূল, বিজেপির দ্বিমেরুর আঁচ কাটিয়ে কিছু লোক যে গ্রামেগঞ্জে, শহরের বস্তিতে থেকে গিয়েছেন, সিপিএমের ব্রিগেড যেন তারই প্রদর্শনী। দলের বহু দূরের অতীতের প্রতিচ্ছবি যেন।

সেকালে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তের পাশাপাশি সিপিএম রাজনীতির ভাষ্য ছিলেন মহম্মদ ইসমাইল কিংবা উত্তর দিনাজপুরের বাচ্চা মুন্সি। ২০১১-তে ক্ষমতা হারানোর পর সিপিএমে ক্ষয় শুরু হয়েছিল। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপির রাজত্ব শুরু হওয়ার পর 'বাম থেকে রাম'-এর নতুন প্রবণতা বাস্তব হয়ে ওঠে। যার অভিঘাতে সংসদীয় রাজনীতিতে তীব্র ধাক্কা লাগে সিপিএমে। কেরল বাদে সেই রাজনীতিতে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে দলটি।

আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বারবার। আন্দোলনের কৌশল, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট, কিছুদিন আইএসএফের সঙ্গে সখ্য ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা সিপিএমকে কোনও আশার আলো দেখাতে পারেনি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হলেও একদা দলের দাপুটে নেতা সম্প্রতি প্রয়াত আবদুল রেজ্জাক মোল্লার 'কালো চুলের তাজা ছেলে'-র ফর্মুলা মেনে যুব সংগঠনকে সামনে রেখেও সিপিএম চেষ্টা কম করেনি। সেই চেষ্টায় সামনে উঠে এসেছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। কিন্তু দলের খরা কাটেনি।

ছাত্র-যুবর ভিড় আগের চাইতে বাড়লেও ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। নতুন তরুণ প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ায় রাগ-ক্ষোভ উগরে দিলেও গ্রাম, শহরে অতীতের ভোটব্যাংক নিম্নবিত্তদের সমর্থন ফেরাতে পারেনি। প্রান্তিক মানুষের মধ্যে গিয়ে সংগঠন, আন্দোলন গড়ে তোলার চেয়ে তরুণ বাহিনী টিভিতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি স্বচ্ছন্দ ছিল। অধুনা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব- রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরোয় মুখ বদল হলেও সংগঠন পুনরুদ্ধারের কোনও লক্ষণ এখনও দৃশ্যমান নয়।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক, খেতমজুর, বস্তিবাসী, শ্রমিক ইত্যাদি প্রান্তিক মানুষকে সামনে রেখে এক নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত ঘটল ব্রিগেডে। মুষ্টিবদ্ধ হাতে যুগপৎ তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে শপথ-গর্জন শোনা গেল বটে সেখানে, কিন্তু তাতে ভোট রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা পাওয়ার নিশ্চয়তা তৈরি হল না। লক্ষ্য ঘোষণা করলেই হয় না, লক্ষ্যপূরণ কোন পথে, সেই দিশাটা স্পষ্ট করা দরকার। ব্রিগেডের খামতি সেখানেই।

খেতমজুর আন্দোলনের নেত্রী, নিজে খেতমজুর বন্যা কিন্তু সঠিক জায়গাটার দিকে আলো ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, ভোটের রাজনীতি আর মাঠের লড়াই আলাদা। মাঠের আন্দোলন না করে ভোটমুখিনতায় অগ্রাধিকার যে সোনার পাথরবাটি- সেই বার্তাই যেন দিতে চেয়েছেন হুগলির গুড়াপের সাধারণ ঘরের, সাধারণ চেহারার মহিলাটি। ব্রিগেড কিন্তু কোন পথে সেই মাঠের লড়াই, তা স্পষ্ট করতে পারেনি।

ভিড় যতই বেশি হোক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের নেতাদের মতো এই প্রজন্ম যদি প্রান্তিক মানুষের আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে না পারে, তবে এই নতুন পরীক্ষাও সিপিএমের ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্রিগেডের দু'দিন পর ঘটনাচক্রে আজ লেনিনের জন্মদিন। দিশাহীনতার পাঁক সিপিএমকে এখনও ছাড়েনি। নিছক ভোটচক্রের কলুষ গায়ে থাকলে 'পথে এবার নামো সাথী' গানের ভাষা হয়েই থেকে যাবে। বন্যার ডাক নিষ্ফল হবে।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছো। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

- শ্রীশ্রী রবি শংকর

নমোর বানপ্রস্থ যাত্রার সম্ভাবনা এবং

নরেন্দ্র মোদির ৭৫ হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা বিজেপিতে। প্রশ্ন, তাঁর জন্য কি নিয়ম পালটাবে আরএসএস?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

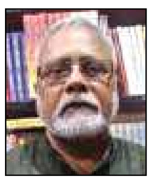

বছর চারেক আগে বাংলারই প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ মজার ছলে বলেছিলেন, 'সাহেব সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখেন, সেদিন কোনও কাগজেই তাঁর কোনও ছবি ছাপা হয়নি, তাহলে উতলা হয়ে ওঠেন।'

এই 'সাহেব' যে কে বিজেপি মহলে সবাই জানেন। কথাটি মজার ছলে যিনি বলেছিলেন, তাঁর কপালে আর রাজ্যসভার শিকেটি ছেঁড়েনি।

মজার বিষয়, বিজেপির 'সাহেব' নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির ভবিষ্যৎ নিয়েও এখন চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি কি ২০২৯ অবধি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, নাকি এই বছরই তাঁকে বানপ্রস্থে পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা করছেন মোহন ভাগবত? নাকি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন সংবিধান পালটে। অনেক ক্ষমতা নিয়ে। বিজেপির অন্দরে, দিল্লির রাজনৈতিক মজলিশে চর্চা এখন এ নিয়েই। তার আগে আর একবার ফিরে যাই ওই সাংসদের বলা কথাটির খেই ধরে।

এটা অনস্বীকার্য যে, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি বা অতীতে বিজেপির তারকা নেতারা যা পারেননি বা যা করেননি, সেই কাজটি মোদি অনায়াসে দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। কাজটি কী? কাজটি এই যে, সুপরিকল্পিত প্রচারের মাধ্যমে নিজের এমন ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন, যাতে মনে হয় মোদি ব্যতীত বিজেপি বৃথা। সংগঠনের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা বাজপেয়ী-আদবানি বা সংঘ পরিবারের অন্য কেউ করেননি, সেই কাজটি সংঘের শতবর্ষের ইতিহাসে একমাত্র মোদি করেছেন। তাতে সফলও হয়েছেন।

যিনি নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় এত তৎপর, এত কুশলী, এটাই স্বাভাবিক যে প্রচারের আলোর বাইরে তিনি কখনও ছিটকে যেতে চাইবেন না। তিনি চাইবেন না আদবানির মতো মার্গদর্শকের তকমা নিয়ে অন্তরালে চলে গিয়ে নিভৃত জীবনযাপন করতে। বরং তিনি চাইবেন প্রচারের আলোয় জীবনটা অতিবাহিত করতে। আর তা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর পদটি বড়ই দরকার।

সংঘ পরিবারে একটি অবশ্য পালনীয় নিয়ম রয়েছে। পঁচাত্তর বছর বয়স পূর্ণ হলে প্রশাসন অথবা দলীয় পদে আসীন থাকা চলবে না। পদটি ছাড়তে হবে। আদবানির মনে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা থাকলেও, শুধুমাত্র সংঘের এই একটি নিয়মের কারণে তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির অন্তরালে চলে যেতে হয়েছিল। সংঘের এই একটি নিয়মের দোহাই পেড়ে মোদি-শা'রা তাঁকে সাড়ম্বরে বিদায় জানিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে মোদি পঁচাত্তর পূর্ণ করছেন। এখন তাঁকেও আদবানির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয় কি না তা দেখার জন্য বিজেপির অন্দরে নীতিন গড়করিরা অপেক্ষায়।

গুঞ্জনটা বেড়েছে সম্প্রতি মোদির নাগপুর সফর এবং সেই সফরে সরসংঘচালক ভাগবতের সঙ্গে একান্ত আলোচনার পর। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গত এগারো বছরে এই প্রথম মোদি নাগপুরে সংঘের সদর দপ্তরে যাওয়ার সময় করে উঠতে পেরেছেন। সেখানে সংঘের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। ভাগবতের সঙ্গে একান্তে বৈঠক সেরেছেন। এগারো বছরে যিনি সময় পেলেন না, হঠাৎ এই বছরই তাঁকে নাগপুরে কেন সংঘের সদর দপ্তরে ছুটে গিয়ে সরসংঘচালকের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে, তা নিয়ে সব মহলের কৌতূহল থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে বৈঠক নিয়ে না মোদি, না ভাগবত, কেউই মুখ খোলেননি।

কেউ মুখ না খুললেও ছিটকে ছাটকে বিজেপি এবং সংঘের অন্দরমহল থেকে কিছু খবর বাইরে আসছেই। যেটুকু খবর বাইরে এসেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে দুটি বিষয় নিয়ে সরসংঘচালকের সঙ্গে মোদির একান্ত আলোচনা হয়েছে। প্রথমটি বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি পরিবর্তন সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি...।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডাকে এবার সভাপতির পদ ছাড়তেই হবে। সংঘ পরিবার সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কে হবেন তা অনেকটাই নির্ভর করে আরএসএসের সবুজ সংকেতের ওপর। আর গোলটা সেখানেই বেধেছে।

মোদি-শা চান নাড্ডার পরে বিজেপির সভাপতির পদে এমন ব্যক্তিই বসুন, যিনি তাঁদের তালে তাল দিয়ে চলবেন। এক কথায় ইয়েস ম্যান। সংঘ তা চাইছে না। সংঘ চাইছে এমন ব্যক্তিই সভাপতি পদে বসবেন, যিনি মোদি-শা'র ক্রীড়নক নন, বরং সংঘের নির্দেশমতো দল পরিচালনা করবেন। নাগপুরের বৈঠকে সভাপতি পদের সম্ভাব্য ব্যক্তিকে নিয়ে ফয়সালায় পৌঁছোতে পারা গিয়েছে কি না সেটা ধোঁয়াশা।

মোদি-শা চাইছেন নাড্ডার পরে বিজেপির সভাপতির পদে এমন ব্যক্তিই বসুন, যিনি তাঁদের তালে তাল দিয়ে চলবেন। এক কথায় ইয়েস ম্যান। সংঘ তা চাইছে না। সংঘ চাইছে এমন ব্যক্তিই সভাপতি পদে বসবেন, যিনি মোদি-শা'র ক্রীড়নক নন, বরং সংঘের নির্দেশমতো দল পরিচালনা করবেন। নাগপুরের বৈঠকে সভাপতি পদের সম্ভাব্য ব্যক্তিকে নিয়ে কোনও ফয়সালায় পৌঁছোতে পারা গিয়েছে কি না সেটা ধোঁয়াশা। এই ধোঁয়াশার ভিতর একটি রফাসূত্রের ইঙ্গিত কেউ কেউ দিচ্ছেন। কী সেটি? শেষপর্যন্ত হয়তো সংঘের মনোনীত ব্যক্তিকেই সভাপতি পদে মেনে নেবেন মোদি-শা। পরিবর্তে সংঘও মোদি-শা'র একটি অনুরোধ মেনে নেবে। কী সেই অনুরোধ? ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ২০২৯ সাল পর্যন্ত মোদিকেই প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালিয়ে যেতে অনুমতি দেবে সংঘ।

কিন্তু এ নিয়েও নানা তর্কবিতর্ক, নানা সন্দেহ সংশয়। ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বলছেন, মোদি-শা এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এই প্রস্তাবটি সংঘের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সংঘ যে এই প্রস্তাবটি মেনে নেবে সে ইঙ্গিত এখনও দেয়নি। মোদি-শা'র ঘনিষ্ঠ মহলের যুক্তি, এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে মোদির মোকাবিলা করার মতো ব্যক্তিত্ব বিরোধী দলগুলির ভিতরে নেই। ভোটদাতাদের ভিতর মোদির যে গ্রহণযোগ্যতা সেটা বিজেপির অন্য নেতার নেই। কাজেই ২০২৯ পর্যন্ত মোদি প্রধানমন্ত্রিত্বে থাকলে চতুর্থবার বিজেপির জিতে ক্ষমতায় আসা অনেক সুগম হবে। এই সময়কালের ভিতর মোদির বিকল্প হিসেবেও কাউকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। সেপ্টেম্বরে মোদিকে বিদায় নিতে হলে এত অল্প সময়ে বিকল্প নেতাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করাও কষ্টকর। বিজেপির পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সেটি ভালো না-ও হতে পারে।

কিন্তু এই যুক্তিতে চিঁড়ে ভিজবে কি না, সে নিয়ে কেউই নিশ্চিত নন। মোদি যেমন সাফল্যের সঙ্গে সংগঠনকে ছাপিয়ে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, সেটি তাঁর পক্ষে যে ক্ষতিকরও, দলে মোদি-ঘনিষ্ঠরা এখন বুঝতে পারছেন। রাজনাথ সিং-নীতিন গড়করি-শিবরাজ সিং চৌহানের মতো নেতারা আগেই এই সর্বগ্রাসী ভাবমূর্তি তৈরিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন। গত কয়েক বছরে 'হিন্দুত্বের আইডল বয়' যোগী আদিত্যনাথও মোদির ওপর ক্ষুব্ধ। এমনকি, মোদির দক্ষিণহস্ত হিসাবে পরিচিত অমিত শা'র ভিতরও নাকি ইদানীং একটু অসন্তুষ্টি লক্ষ করা যাচ্ছে।

সংগঠনের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মোদির প্রবণতা সংঘ কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। সংঘ অতীতেও কখনও চায়নি, এখনও চায় না সংগঠনকে ছাপিয়ে ব্যক্তি প্রধান হয়ে উঠুক। সংঘ মনে করে, সংগঠনকে ছাপিয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে উঠলে সংগঠনে ব্যক্তিপুজো এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য। ভবিষ্যতে যার খেসারত সংগঠনকে দিতে হয়। সরসংঘচালক ভাগবত এর আগে বিভিন্ন সময়ে ঠারেঠোরে এই সতর্কবার্তা বিজেপিকে দিয়েছেন। এমনকি বিজেপির সঙ্গে সংঘের সমন্বয় বৈঠকেও সংঘের পক্ষ থেকে এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গত নির্বাচনে সংঘ সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে না নেমে বিজেপিকে বুঝিয়েও দিয়েছে, মোদি-নির্ভরতা তাদের ত্যাগ করতে হবে।

সংগঠনের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মোদির এই প্রবণতা সংঘের সঙ্গে মোদির দূরত্ব বাড়িয়েছে। সে দূরত্ব যে মোদি নাগপুরে ছুটে গেলেই ঘুচে যাবে এমনও নয়। বরং মোদির ভিতর সংঘ সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে অনেকদিন থেকেই- রাজনৈতিকভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যাওয়ার ভয়।

নাগপুরের বৈঠকের পর গড়করি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় যোগী। সক্রিয় আরও কেউ কেউ। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের কাছে এমন খবরও পৌঁছেছে যে, নরেন্দ্র মোদির জন্য সংঘ তার এতদিনের প্রচলিত নিয়মে পরিবর্তন আনতে রাজি হচ্ছে না। আদবানির পথই হয়তো মোদির পথ হবে শেষপর্যন্ত। যে কারণেই 'সাহেব' হয়তো এখন একটু লো প্রোফাইলে চলছেন।

যদি তাই হয় তাহলে মোদির পর কে? এই প্রশ্নে হাসতে হাসতে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির এক সদস্য বললেন, 'কে তা জানি না। তবে অমিত শা নন, এটুকু বলতে পারি।' সে এক অন্য কাহিনী...।

(লেখক প্রবন্ধকার)

আজ

১৯১৬

কিংবদন্তি অভিনেত্রী, গায়িকা কানন দেবীর জন্ম আজকের দিনে।

২০১৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি।

আলোচিত

চলতি সপ্তাহেই রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হতে পারে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলে মস্কোর উপর থেকে আর্থিক, বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করব। তারপর দু'দেশই আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়বে। সমৃদ্ধিশালী হবে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

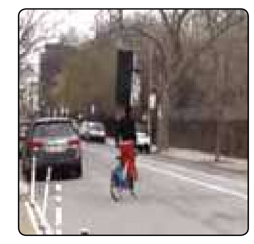

গ্যাব্রিয়েল ডেভিস একজন হেভিওয়েট হেড ব্যালেন্সার। নানা স্টান্ট দেখিয়ে ভাইরাল হয়েছেন। ব্রুকলিনের রাস্তায় সাইকেল চালানোর সময় মাথায় ডাবল ডোর ফ্রিজ নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ফ্রিজ মাথায় দু'হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে প্যাডল করছেন।

ভাইরাল/২

মধ্যপ্রদেশের হাসপাতালে অসুস্থ স্ত্রীকে এনেছিলেন এক সত্তরোর্ধ্ব। তাঁরা যখন লাইনে দাঁড়িয়ে, তখন এক চিকিৎসক তাঁদের আক্রমণ করেন। বৃদ্ধকে চড় মারেন, টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান। লাঞ্ছিত বৃদ্ধের স্ত্রী। বরখাস্ত চিকিৎসক।

জনমন

জনমত

শিলিগুড়ি হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগ প্রয়োজন

সম্প্রতি এক রবিবারের বিকেলে আমি হার্ট অ্যাটাক নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হই। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, আমার মেজর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাঁরা আমাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এখানেই চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত নিই। তাঁরা জানান, হাসপাতালে কোনও কার্ডিওলজিস্ট নেই। তাও আমি বলি, অন্তত এক রাত আমি মেডিসিনের তত্ত্বাবধানে থাকতে চাই। হাসপাতালের উন্নতমানের চিকিৎসা আমাকে এক রাতের মধ্যে এতটাই সুস্থ করে তোলে যে, পরের দিন সকালে বাসে করে মেডিকেলে ভর্তি হতে যাই।

সুপারকে অনুরোধ, শিলিগুড়ি হাসপাতালে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট খোলার ব্যবস্থা করুন। তাহলে অনেক মানুষ আপনাদের ভালো চিকিৎসার সুবিধা পাবেন এবং মেডিকেলে অনর্থক ভিড়ের চাপ কমবে।

কমল ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি।

উত্তরবঙ্গেও চলন্ত ট্রেনে এটিএম চাই

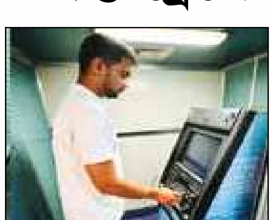

১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল মুম্বই থেকে থানের (৩৪ কিমি দূরত্ব) মধ্যে সর্বপ্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। ঠিক তার ১৭২ বছর পর ২০২৫ সালের ১৬ এপ্রিল ভারতীয় রেলে চালু হল চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা। মুম্বই থেকে নাসিক জেলার মানমাড়গামী (২৫৮ কিমি দূরত্ব) পঞ্চবটী এক্সপ্রেস ট্রেনে এই এটিএম পরিষেবা চালু হল। মুম্বই-হিঙ্গোলি জনশতাব্দী এক্সপ্রেসেও এই এটিএম পরিষেবা পাওয়া যাবে। চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা চালু হওয়ায় সফরকারী যাত্রীদের কারও আপৎকালীন কিছু নগদ টাকার প্রয়োজন হলে তা পেয়ে যাবেন এবং বেশ উপকৃত হবেন।

ভারতীয় রেলের এই নতুন জনহিতকর উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি, চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা ঠিকঠাকভাবে চালু থাকবে, যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং অদূরভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের দূরপাল্লার মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে এই এটিএম পরিষেবা চালু হবে। ভারতীয় রেলের উন্নয়ন মানে তো ভারতেরও উন্নয়ন।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গুটেনবার্গ বাইবেল, হীরকসূত্র ভোলা কঠিন

আন্তর্জাতিক বই দিবস আগামীকাল। বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকে আতঙ্ক ছড়ালেও, বই চিরন্তন হয়েই থাকবে।

রামকানাই দাস

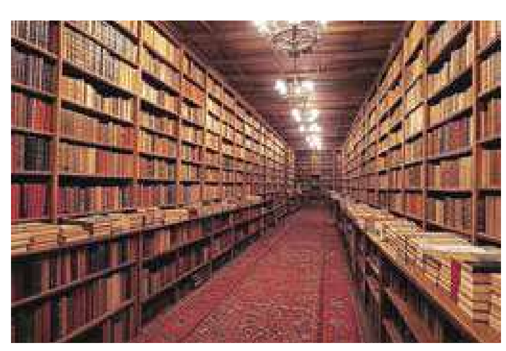

আন্তর্জাতিক বই দিবস প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, আগে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে দিনটা পালন করা হত। অবশেষে ১৯৯৫ সালে ইউনেসকো শেক্সপিয়র এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুদিবস ২৩ এপ্রিল তারিখে 'বিশ্ব বই দিবস' এবং 'কপিরাইট দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই থেকে প্রতিবছর ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে, মানবসমাজে বইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিছিল, বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের মতো নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এই অবসরে, বই দিবস আলোচনার সূত্র ধরে, আমরা বই কাকে বলা যাবে সে সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিতে পারি। বিস্তৃত অর্থে বইয়ের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় একটা কথা। এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে, কাগজে বা অন্য কিছুর পাতলা পৃষ্ঠায়, হাতে লেখা বা মুদ্রিত রূপে সজ্জিত পাতাসমূহের গুচ্ছ। যা একধারে বাঁধা থাকে এবং দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত থাকে, তাকে বই বলা যেতে পারে।

সংজ্ঞা মোতাবেক বইয়ের বাস্তব রূপ ধারণেই অনেক আগে থেকে, লিপি আবিষ্কারেরও আগে মানুষের সাহিত্য সৃষ্টি, বিশেষত ধর্মীয় স্তুতি কথা ও আচরণবিধি সংক্রান্ত প্রচার চলে আসছিল। সেসব তখন মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হত।

খ্রিস্টপূর্ব ৭ম থেকে ৪র্থ শতাব্দী সময়কাল থেকে মানুষ লিপি আবিষ্কার এবং বক্তব্যের লিখিত রূপ দিতে শুরু করে। আদিতে পুস্তকাকারে নয়, বিভিন্ন নির্দেশ বা উক্তি পাহাড়ের দেওয়াল, মাটির পাটা, পাথর, ধাতুর পাত ইত্যাদি মাধ্যমে খোদিত হত। পরবর্তী সময়ে হাতে লেখা পুঁথির প্রচলন হয়। এ ব্যাপারে যুগান্তর ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর। সে সময় থেকে ব্যাপকভাবে মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে।

১৪৫৫ সালে প্রকাশিত তাঁর '৪২ লাইন বাইবেল' বা 'গুটেনবার্গ বাইবেল' বইটি প্রথম মুদ্রিত পুস্তক হিসেবে প্রচারিত। তবে বাস্তবে চিনে এর অনেক আগে থেকেই মুদ্রিত বই প্রকাশ হয়ে আসছিল। এ প্রসঙ্গে সেখানকার সুপ্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক 'হীরকসূত্র'র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি নামই ভোলা কঠিন পৃথিবীর।

সময়ের সঙ্গে বইয়ের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ রূপ অনেক পরিশীলিত, বর্ণময় হয়েছে। তবে বিগত কয়েক বছরে, বিশেষত করোনাক্লিষ্ট দুটি বছরে সহসা বইয়ের প্রচলিত সংজ্ঞা ও ভবিষ্যৎকে যেন এক ঝটকায় ক্রান্তিকালের প্রান্তসীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পাঠকের অঙ্গুলি নির্দেশে মুহূর্তে আবির্ভূতা নিরাকার মায়াবী আধুনিক বই আজ পরম্পরা প্রচলিত সুগঠিত সাকার জড় বইকে যেন এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে ভালো দিক একটাই। ই-বুক বর্তমানে দিন-দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর সুবিধে অনেক, তাই জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এটা সংরক্ষণের জন্য কোনও লাইব্রেরি বা ঘরের প্রয়োজন হয় না। যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। প্যাকিং খরচ বা পরিবহণ খরচ নেই।

এর পরেও একটা কথা বলা যায়। নতুন সৃষ্টিতে বিকশিত হয়ে সুগঠিত ও সাকার বই বিরাজমান থাকবে বহুকাল। আপন গৌরব আর আভিজাত্যে।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। কৃষি দপ্তরের প্রাক্তন আধিকারিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২১

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতা ৩। ঠান্ডা করা বা শীতলীকরণ ৫। ফুলের কলি বা যে ফুল ফোটার অপেক্ষায় আছে ৬। পাথেয়, পুঁজি বা শেষ অবলম্বন ৭। অলংকরণ বা প্রসাধন ৯। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কল্পিত বৃত্ত ১২। সোনা বা রুপার পাতলা আবরণ ১৩। মুখশ্রী বা শারীরিক গঠন সুন্দর নয়।

উপর-নীচ : ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। প্রবাদে আছে এর জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই ৩। মাছের ফুলকোর ওপরের শক্ত আবরণ ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। খুবই আনন্দিত বা অবেগপ্রবণ ৮। নস্যি রাখার ডিবে বা কৌটো ৯। জ্বলন্ত অঙ্গার বা আগুনের শিখা ১০। শিখধর্মের প্রথম গুরু ১১। রাশিচক্রের বারোটি চিহ্নের একটি।

সমাধান ■ ৪১২০

পাশাপাশি : ১। আরবি ৪। চালিত ৫। পাশা ৭। কাকলি ৮। বশীভূত ৯। বাতায়ন ১১। পালুই ১৩। কুব্জ ১৪। বহর ১৫। দমন।

উপর-নীচ : ১। আঢাকা ২। বিচালি ৩। মতলব ৬। শানিত ৯। বার্তাকু ১০। নড়বড়ে ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিকান সিটি, ২১ এপ্রিল : রবিবার ইস্টারের দিন তিনি সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার বারান্দায় বসে হাসিমুখে আশীর্বাদ করেছিলেন উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে। ঘটনাচক্রে সেদিনই পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। পোপের সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য একান্তে আলোচনাও হয় তাঁর। তখন কে জানত, সোমবার সকালেই জীবনাবসান হবে পোপ ফ্রান্সিসের!

বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটিরও বেশি রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর আধ্যাত্মিক নেতা পোপ ফ্রান্সিস আর নেই। দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি সোমবার (ইস্টার মানডে) সকালে ৮৮ বছর বয়সে মারা যান। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান।

ভ্যাটিকান থেকে এক ভিডিও বার্তায় জানানো হয়েছে, সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে ভ্যাটিক্যানে তাঁর বাসভবন কাসা সান্টা মার্টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পোপ। কার্ডিনাল কেভিন ফারেল ভ্যাটিকান টিভিতে বলেন, 'গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের পবিত্র পিতা ফ্রান্সিস আর আমাদের মাঝে নেই। আজ (সোমবার) সকালে রোমের বিশপ পরমেশ্বর পিতার ভবনে ফিরে গিয়েছেন।'

দীর্ঘদিন ধরে নিউমোনিয়া সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

পোপের মৃত্যুতে শোকাহত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স বলেন, 'বিশ্বাসই হচ্ছে না তিনি নেই। গতকালই তো তাঁর সঙ্গে কত কথা হল!' শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমাজমাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে পুরোনো কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'পোপ ফ্রান্সিস গোটা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে করুণা, নম্রতা এবং আধ্যাত্মিকতার আলোকবর্তিকা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' শোকপ্রাকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পোপ ফ্রান্সিস ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে যেন সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার পরিবর্তে রোমের সান্তা মারিয়া ম্যাজিওরে বাসিলিকায় সমাধিস্থ করা হয়। এছাড়া তিনটি কফিনের বদলে একটি কাঠ ও দস্তার কফিনেই যেন রাখা হয় তাঁকে। প্রয়াত ধর্মীয় নেতার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে শত বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনও পোপ সমাধিস্থ হবেন ভ্যাটিকানের বাইরে।

আর্জেন্টিনার বাসিন্দা জর্জ মারিও বেরগোলিও ২০১৩ সালে ৭৬ বছর বয়সে পোপ নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন প্রথম যিশু সংঘের সদস্য (জেসুইট) যিনি ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্বে আসেন এবং আমেরিকা মহাদেশ থেকে হন প্রথম পোপ। তাঁর বিরুদ্ধে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল।

প্রার্থনা... পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে গির্জায় গির্জায় তাঁকে স্মরণ। সোমবার চেন্নাইয়ে।

ইন্টাররেগনাম (পোপের মৃত্যু-পরবর্তী শূন্য সময়)

- পোপের মৃত্যুর পর ভ্যাটিকানে 'ইন্টাররেগনাম' শুরু হয়।
- ভ্যাটিকানের ক্যামেরলেনগো (কোষাধ্যক্ষ) তিনবার পোপের নাম ধরে ডেকে সাড়া না পেলে মৃত্যুর ঘোষণা করেন।
- আগের যুগে রূপার হাতুড়ি দিয়ে কপালে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হত, যা ১৯৬৩ সালের পর থেকে বন্ধ।
- পোপের অ্যাপার্টমেন্টে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আগে এটি করা হত লুটপাট রুখতে।
- পোপের 'ফিশারম্যান' রিং ও সিল ভেঙে ফেলা হয়, যা তাঁর ক্ষমতার অবসান নির্দেশ করে।

সমাধি

- পোপের মৃত্যুর ৪-৬ দিনের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি বা সমাহিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় (নিয়ম অনুযায়ী)।
- সাধারণত সেন্ট পিটার্স বাসিলিকায় তাঁকে সমাহিত করা হয় (যদি না অন্য কোথাও সমাহিত করার ইচ্ছা থাকে)।
- এরপর শুরু হয় ৯ দিনের শোক পালন।

নতুন পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া (পাপাল কনক্লেভ)

- মৃত্যুর ১৫-২০ দিনের মধ্যে কনক্লেভ (সম্মেলন)-এ অংশ নেন কার্ডিনালরা।
- ৮০ বছরের নীচের বয়সি কার্ডিনালরা ভোট দিতে পারেন। (এই মুহূর্তে ভারতে ৬ জন কার্ডিনাল থাকলেও তাঁদের মধ্যে চারজন ভোট দিতে পারবেন। এঁরা হলেন কার্ডিনাল জর্জ জ্যাকব কুভকাড, অ্যান্থনি পুলা, ক্লিমিস বেসলিওস এবং ফিলিপ নেরি ফেরাও।)
- সিস্টিন চ্যাপেলে গোপন ভোট হয়। ভোটের ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকেন তাঁরা।
- প্রতিবার ভোটের পরে ব্যালট পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
- কালো ধোঁয়া মানে এখনও পোপ নির্বাচিত হননি, সাদা ধোঁয়া মানে নতুন পোপ নির্বাচিত।

পরের পোপ কে, দৌড়ে এশীয়রাও

ভ্যাটিকান সিটি, ২১ এপ্রিল : মুকুট পড়ে আছে, রাজা নেই। ৮৮ বছর বয়সে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করবেন কে? কে হবেন ক্যাথলিক গির্জার পরবর্তী সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা? এই নিয়ে কৌতূহল বিশ্বজুড়ে।

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রথম লাতিন আমেরিকান পোপ। রোমে শোকের আবহেই কার্ডিনালদের গোপন বৈঠকে (প্যাপাল কনক্লেভ) নতুন পোপ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে, এবারই কি প্রথম পোপের গুরুভার অর্পণ করা হবে কোনও কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়কে?

সাধারণত পরবর্তী পোপ বাছাই করা হয় একটি 'কনক্লেভ' বা সম্মেলনের মাধ্যমে। কোনও পোপের মৃত্যুর ১৫-২০ দিনের মধ্যে ওই সম্মেলন শুরু হয়। পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর পরবর্তী পোপ হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন অনেকেই। চলুন, দাবিদারদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত কয়েকজনকে দেখে নেওয়া যাক।

পিটার টার্কসন ৭৬

জন্ম ঘানায়। কেপ কোস্টের এই প্রাক্তন বিশপ আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পোপ হতে পারেন। ২০১৩ সালের পোপ নির্বাচনের সময়ও তাঁর নাম শীর্ষে ছিল। সমকামী সম্পর্ক নিয়ে তিনি মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছেন। আফ্রিকায় কঠোর আইন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সেখানকার সংস্কৃতির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল।

লুইস আন্তোনিও তাগলে ৬৭

ফিলিপিন্সের ম্যানিলার প্রাক্তন আর্চবিশপ তাগলে হতে পারেন প্রথম এশীয় পোপ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্যাথলিক জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, তাই তাঁর নির্বাচন গির্জার বিস্তারে ইতিবাচক বার্তা দিতে পারে।

পিয়েত্রো পারোলিন ৭০

পোপ ফ্রান্সিসের সচিব হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এই কার্ডিনাল। রক্ষণশীল হিসাবে পরিচিত এই ধর্মীয় নেতা সমকামী বিবাহকে মানবতার পরাজয় বলে অভিহিত করেছিলেন ২০১৫ সালে। তবে চিনের সঙ্গে গির্জার বিতর্কিত ২০১৮ সালের চুক্তির জন্য তাঁর ভাবমূর্তি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পিটার এরদো ৭২

হাঙ্গেরির এস্টারগোম-বুদাপেস্টের এই আর্চবিশপ ক্যাথলিক গির্জার রক্ষণশীল শাখার প্রতিনিধি। যদিও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনে যাজকদের ওপর নিপীড়নের সময় প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল তাঁর। বিবাহবিচ্ছিন্ন বা পুনর্বিবাহিতদের পবিত্র কমিউনিয়নে অংশ নেওয়ার বিরোধিতা করেছেন।

হোসে টোলেন্তিনো ৫৯

পর্তুগালের মাদেইরা দ্বীপের এই আর্চবিশপ তুলনামূলকভাবে তরুণ প্রার্থী। তিনি আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে বাইবেল শিক্ষার সংযোগ তৈরির পক্ষে এবং মনে করেন যাজকদের সিনেমা ও সংগীতের সঙ্গেও যুক্ত থাকা উচিত।

মাত্তেও জুপি ৬৯

বোলোনিয়ার এই আর্চবিশপ ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোপের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি খ্রিস্টধর্মের মানবিক দিকটি জোর দিয়ে তুলে ধরেন।

মারিও গ্রেক ৬৮

মাল্টার গোজোর প্রাক্তন বিশপ গ্রেক বর্তমানে বিশপদের সিনোডের সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি গির্জাকে সমকামী ও বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাদের বিষয়গুলি 'নতুনভাবে' দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।

রবার্ট সারাহ ৭৯

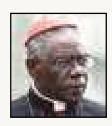

ফরাসি গিনি থেকে উঠে আসা এই অভিজ্ঞ কার্ডিনাল পোপ হলে তিনিও হবেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পোপ। তবে বয়স তাঁর প্রধান প্রতিবন্ধকতা। তিনি বেশ রক্ষণশীল মনোভাবের এবং 'লিঙ্গ ভাবধারা' ও ইসলামিক মৌলবাদের কড়া সমালোচক।

এঁদের মধ্যে কে হবেন পরবর্তী পোপ, সেদিকেই তাকিয়ে বিশ্ববাসী। কোনও কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় নেতা না কি আফ্রিকান, কার শিরে উঠবে ভ্যাটিকানের রাজপাট! নাকি ক্যাথলিক গির্জা আবারও হাঁটবে চেনা পথেই! সময়ই তার উত্তর দেবে। আপাতত অপেক্ষা।

বিচারককে 'দেখে নেওয়া'র হুমকি আসামির

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : 'বাইরে আয়, দেখব কীভাবে জ্যান্ত বাড়ি ফিরিস!' খাস আদালতে দাঁড়িয়ে এভাবেই হুমকি দেওয়া হল এক মহিলা বিচারককে। দোষী সাব্যস্ত আসামির এহেন বেপরোয়া আচরণে হতবাক আদালত।

দিল্লির একটি আদালতে একটি চেক বাউন্স মামলার রায় দেওয়ার পর দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি ও তাঁর আইনজীবী মিলে মহিলা বিচারককে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ২ এপ্রিল, বিচারক শিবাঙ্গী মঙ্গলার আদালতে।

'নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট'-এর ১৩৮ নম্বর ধারার অধীনে বিচারক শিবাঙ্গী মঙ্গলা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চেক বাউন্স মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেন। এরপর আসামিকে জামিনের শর্ত অনুযায়ী ধার্য ৪৩৭এ ধারায় বন্ড জমা দিতে বলা হয়।

রায় শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দোষী আসামি। আদালতে বসেই তিনি বিচারকের দিকে কিছু ছুড়ে মারার চেষ্টা করেন এবং তাঁর আইনজীবীকে বলেন, 'আমি কিছু শুনতে চাই না, যে করে হোক রায় বদল করাও।' এরপর বিচারকের দিকে ঘুরে ওই ব্যক্তি অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গিতে হুমকি দিয়ে বলেন, 'তু হ্যায় ক্যা চিজ, তু বাহার মিল দেখতে হ্যায় ক্যায়সে জিন্দা ঘর জাতি হ্যায়!' ('তুই কী জিনিস? বাইরে দেখা কর, দেখি তুই কীভাবে জ্যান্ত বাড়ি ফিরিস!')

তবে হুমকির মুখেও অবিচলিত ছিলেন মহিলা বিচারক। তিনি তাঁর রায়ে লেখেন, অভিযুক্ত এবং তাঁর আইনজীবী আত্মসমর্পণ না করে বরং তাঁকে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন। তিনি জানান, কোনওরকম ভয়ভীতির কাছে নতিস্বীকার না করে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। তিনি এ নিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানাবেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

এছাড়া দোষী সাব্যস্ত আসামির আইনজীবী অতুল কুমারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। তাতে বলা হয়েছে— কেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে মামলা রেফার করা হবে না, তা লিখিতভাবে জানাতে হবে।

আইইডি বিস্ফোরণে শহিদ জওয়ান

রায়পুর, ২১ এপ্রিল : কেন্দ্র মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে শান্তি প্রস্তাব দিলেও নাশকতা অব্যাহত রেখেছে মাওবাদীরা। সোমবার বিজাপুরে এক শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ছত্তিশগড় সশস্ত্র বাহিনীর এক জওয়ানের। মৃত বছর ২৬-এর মনোজ পূজারি মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুরের টয়না-ফারসেগড় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

সিএএফ-এর ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান মনোজ রাস্তায় তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর পায়ের চাপে বিস্ফোরণ ঘটে। ছত্তিশগড় সরকার এই ঘটনার কড়া নিন্দা করে জানিয়েছে, মাওবাদীদের এটা কাপুরুষোচিত কাজ। যাঁরা গ্রামীণ উপজাতি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়ন ও সংযোগস্থাপনের কাজ করছেন, তাঁদের নিশানা করেছে মাওবাদীরা। ঘটনার পরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী।

মুর্শিদাবাদ হিংসা : মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের একাধিক এলাকা। হিংসার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিষ্ণুশংকর জৈন। সেই মামলার শুনানিতে উঠল শীর্ষ আদালতের 'অনধিকার চর্চা'র প্রসঙ্গ। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, আবেদনকারীর দাবি মানতে গেলে তো রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। আবেদনকারীর আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি গাভাইয়ের পর্যবেক্ষণ, আপনারা কী চাইছেন? আমরা আপনাদের আবেদন কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে লিখিত নির্দেশ দেব? আমাদের বিরুদ্ধে তো ইতিমধ্যে প্রশাসনিক পরিসরে প্রবেশের অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি কোনও কোনও মহল থেকে শীর্ষ আদালতের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তথা সংসদীয় পরিসরে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে সুপ্রিম কোর্টের তরফে সাংবিধানিক বিধিনিয়মের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর বিজেপির একাধিক নেতা পালটা সরব হয়েছেন। গোড্ডার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট অনধিকার চর্চা করেছে। শীর্ষ আদালতই যদি সব বিষয় স্থির করে দেয় তাহলে সংসদ ও বিধানসভার কার্যকারিতা থাকে না।' ওয়াকফ আইনের কিছু অংশের প্রয়োগের ওপর সুপ্রিম স্থগিতাদেশ জারি নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা দীনেশ শর্মা। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর বলেন, 'এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে হবে।' বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা অবশ্য দলের নেতাদের বক্তব্যকে 'ব্যক্তিগত' বলে জানিয়েছেন। তবে দলের তরফে নিশিকান্ত বা দীনেশের বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস গুরুত্বপূর্ণ বিল আটকে রাখার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল তামিলনাড়ু সরকার। সেই মামলার রায়ে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়েছিল, সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ তাঁর দায়িত্ব পালন না করলে আদলত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

এদিকে মুর্শিদাবাদে হিংসা নিয়ে দায়ের হওয়া অপর একটি মামলা এদিন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মামলাটি দায়ের করেন দেবদত্ত মাজিদ নামে একজন। তাঁর আইনজীবী শশাঙ্কশেখর ঝা মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদন জানান।

কিন্তু বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এনকে সিংহের বেঞ্চ জানায়, নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য পেশ করেনি আবেদনকারী পক্ষ। এরপরই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে আরও প্রস্তুতি নিয়ে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে মামলা খারিজের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এদিন মুর্শিদাবাদ হিংসা সংক্রান্ত আরও একটি মামলার শুনানি হয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে।

ওয়াকফ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে তৃণমূলও

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে কংগ্রেস, আরজেডি ও এআইএমআইএম মামলা দায়ের করেছে। এবার তৃণমূল কংগ্রেসও সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে করেছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। কবে মামলা দায়ের করা হবে বা কী পদ্ধতিতে করা হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এর আগেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ব্যক্তিগতভাবে একটি পিটিশন করেছিলেন। এবার দলই আইনি লড়াইয়ে নামতে চলেছে। ওয়াকফ আইন ঘিরে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে বিক্ষোভ ও হিংসার ঘটনায় জাতীয় মহিলা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, কমিশনের প্রতিনিধিদল মুর্শিদাবাদের কিছু এলাকায় ঘুরে স্থানীয়দের দিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করাচ্ছেন, যাতে পরবর্তী সময়ে সেই কাগজে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বয়ান লেখা যেতে পারে। তৃণমূলের দাবি, 'এই পুরো পরিকল্পনার পিছনে বিজেপি ও আরএসএস কাজ করছে এবং পূর্ববর্তী সন্দেশখালি পর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে।' দলের রাজ্যসভার উপদলনেতা সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'জাতীয় মহিলা কমিশন এখন 'কুখ্যাত কমিশন'-এ পরিণত হয়েছে। সন্দেশখালিতে সাদা কাগজে ধর্ষণের অভিযোগের জন্য স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। এবার একই চিত্র দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ ও মালদায়।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রীকে নিয়ে অক্ষরধাম মন্দিরে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স। সঙ্গে সন্তানরা। নয়াদিল্লিতে।

মোদির বাসভবনে বৈঠকে ভান্স

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : চারদিনের সরকারি সফরে সোমবার সকাল ১০টায় দিল্লিতে পা রাখলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। সঙ্গী স্ত্রী ঊষা চিলুকুরি এবং তিন সন্তান। বিমান থেকে নামার সময় জেডি-ঊষার দুই ছেলে ইউয়ান, বিবেক এবং মেয়ে মিরাবেলের পরনে ছিল ভারতীয় পোশাক। ভান্সের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সিনিয়ার ডিরেক্টর রিকি গিল এবং পাঁচ উচ্চপদস্থ আধিকারিক। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতে আসার আগে ভান্সের চলতি ভারত সফর বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

এদিন দিল্লি বিমানবন্দরে ভান্সকে দেওয়া হয় গার্ড অফ অনার। তাঁকে স্বাগত জানান রেল ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। সোমবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্টের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। তার আগে ভান্সের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। সেখানে হাজির ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল।

সূত্রের খবর, বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং ভারত-আমেরিকার সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি। ক্ষমতায় আসার পর পারস্পরিক শুল্কনীতি চালু করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তিন মাসের জন্য সেই শুল্ক স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিন সেব্যাপারেও মোদি ও ভান্সের মত বিনিময় হয়েছে।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের সফর চলাকালীন দুই দেশের মধ্যে 'ট্রাস্ট' অর্থাৎ ট্রান্সফর্মিং রিলেশনশিপ ইউটিলাইজিং স্ট্র্যাটেজিক টেকনলজি নামে একটি নতুন প্রযুক্তি-ভিত্তিক অংশীদারিত্ব ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে।

নজরে বাণিজ্য

দিল্লিতে পা রেখেই সপরিবারে স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম মন্দিরে দর্শনের জন্য যান ভান্স। মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। দেওয়া হয় একটি খোদাই করা কাঠের হাতি, মন্দিরের মডেল ও বই।

মন্দিরের ভিজিটরস বুকে ভান্স লিখেছেন, 'আমার পরিবারকে যে উষ্ণতা ও সৌজন্যের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে তাঁর জন্য ধন্যবাদ। এত সূক্ষ্ম কারুকার্য ও যত্ন নিয়ে তৈরি এই মন্দির ভারতের গর্ব। আমাদের সন্তানরা এখানে খুব উপভোগ করেছে। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।'

তাঁর কনভয়ের যাতায়াতের কারণে দিল্লির বহু এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও গুরগাঁওয়ের নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন অনেকে।

তবে ভান্স পরিবার মন জয় করে নিয়েছে ভারতীয়দের। তাঁদের তিন সন্তানের পোশাক নজর কেড়েছে সমাজমাধ্যমে। ৮ বছরের ইউয়ান এবং ৫ বছরের বিবেক পরেছিল হলুদ ও ধূসর কুর্তা-পাজামা, আর ৩ বছরের মিরাবেল পরেছিল সবুজ আনারকলি ও এমব্রয়ডারি করা জ্যাকেট।

ঊষা ভান্স লাল রঙের লম্বা পোশাকের ওপর সাদা ব্লেজার পরেছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন নেভি-ব্লু সুটে। ২২ এপ্রিল সকাল ৯টায় তিনি রাজস্থানের আম্বার দুর্গ পরিদর্শন করবেন এবং বিকেল ৩টায় রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে বক্তৃতা দেবেন ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে। ২৩ এপ্রিল আগ্রা সফরের পর জয়পুর ফিরে সিটি প্যালেস দর্শন করবেন। ২৪ এপ্রিল সকালে আমেরিকা ফিরে যাবে ভান্স পরিবার।

জেডি ভান্সের স্ত্রী ঊষা চিলুকুরি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ঊষার বাবা রাধাকৃষ্ণ ও মা লক্ষ্মী দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ঊষার বাবা রাধাকৃষ্ণ মাদ্রাজ আইআইটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মা লক্ষ্মী মলিকিউলার বায়োলজিস্ট। তবে চারদিন ভারতে থাকলেও অন্ধ্রপ্রদেশে যাওয়ার কোনও কর্মসূচি তাঁদের নেই।

খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ, ইঙ্গিত ট্রাম্পের

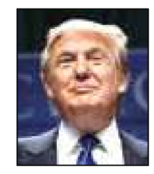

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামাতে মরিয়া ট্রাম্প। যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে বহুদিন থেকে আলোচনা চালাচ্ছেন তাঁর বিশ্বস্ত কূটনীতিকরা। অন্যদিকে নানাভাবে টালবাহানা চালাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সাফল্য অধরা। তাতে ট্রাম্পের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার উপক্রম। যুদ্ধবিরতি না হলে ইউক্রেনের বিরল খনিজসম্পদ আমেরিকার হাতে আসবে না। এই পরিস্থিতিতে রবিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইঙ্গিত, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি এই সপ্তাহে হতে পারে। ট্রাম্প এও বলেছেন, চুক্তি কার্যকর হলে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে আমেরিকা। তখন রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করতে পারবে। সূত্রের খবর, ইউক্রেন থেকে দখল করে নেওয়া ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে মান্যতা দিতে পারে ট্রাম্প সরকার। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করতে পারেন তিনি।

বস্টনে বিস্ফোরক রাহুল

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : বিদেশ সফরে গিয়ে মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে বিজেপি জোটের বিপুল জয় নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধি। রবিবার আমেরিকার বস্টনে প্রবাসী ভারতীয়দের এক অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, মহারাষ্ট্রে ভোটদাতাদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ভোট পড়েছে। বিধানসভার ভোটগ্রহণের দিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ৬৫ লক্ষ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের পরিসংখ্যান দিয়ে জানায় দু-ঘণ্টায় নাকি ৬৫ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছেন। এটা বাস্তবিক অসম্ভব ব্যাপার।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতার মতে, এত বিপুল সংখ্যায় ভোট পড়লে ভোটকেন্দ্রগুলির বাইরে লম্বা লাইন চোখে পড়ত। কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। রাহুলের কথায়, 'একজন ভোটারের ভোট দিতে ৩ মিনিট সময় লাগে। এই হিসাবে রাত ২টো পর্যন্ত বুথের বাইরে ভোটারদের লাইন থাকার কথা। কিন্তু সেটা ছিল না।' কমিশনের বিরুদ্ধে রাহুলের অভিযোগ, 'আমরা ওদের (নির্বাচন কমিশন) কাছে ভোটগ্রহণের ভিডিওগ্রাফি চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই আবেদন শুধু ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, আইনও বদলে ফেলা হয়েছে। যাতে আমাদের পক্ষে ভিডিওগ্রাফি চাওয়া সম্ভব না হয়।' তিনি বলেন, 'খুব পরিষ্কার যে ভারতের নির্বাচন কমিশন আপস করেছে। গোটা প্রক্রিয়ায় নিশ্চিতভাবে কিছু গলদ ছিল।'

'আপস করেছে কমিশন'

বস্টনে রাহুল গান্ধি। সঙ্গী স্যাম পিত্রোদা।

বিদেশে রাহুলের বক্তব্য আলোড়ন ফেলেছে ভারতে। তবে নির্বাচন কমিশন নয়, কংগ্রেস নেতাকে জবাব দিয়েছে বিজেপি। শুধু নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ খারিজ করাই নয়, রাহুল ও প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে শাসকদল। বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র সোমবার বলেন, 'ইডি পদক্ষেপের কারণে আপনি নির্বাচন কমিশনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। এতে কিছুই হবে না। ইডি আপনাকে রেহাই দেবে না। কারণ ওরা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে।'

সম্বিতের হুঁশিয়ারি, 'ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা চলছে। আপনি রেহাই পাবেন না। আপনার মা সহ আপনাকে অপরাধ মামলায় গ্রেপ্তার করা হবে। আপনারা জেলে যাবেন।' বিজেপি নেতা আরও বলেছেন, 'আপনি বিশ্বাসঘাতক। শুধু বিদেশের মাটিতে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্রকে অপমান করেননি, বরং ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আপনি এবং আপনার মা দেশের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আপনি এবং আপনার মা পার পাবেন না।'

পাটানি নন তিনি, সত্যিই এক পাটরানি

খুশবু পাটানিকে চেনেন? এমনিতে না-ও চিনতে পারেন, তবে পদবি দেখলে নিশ্চয়ই বুঝবেন। তিনি দিশা পাটানির কেউ। ঠিকই ধরেছেন, দিশার বোন তিনি। সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন একসময়। মেজর ছিলেন। তবে এখন শুধুই দেশের কাজ করে চলেন খুশবু।

বোনের মতো ডাকসাইটে সুন্দরী। তবু সিনেমায় কোনও দিন যাননি। বরং সমাজ তাঁকে অনেক বেশি টানে। খুশবু থাকেন লখনউতে। সেখানে বরেলিতে তাঁর বাড়ি। সকালে বাড়ি থেকে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন খুশবু। আর তখনই তাঁর কানে আসে কান্নার আওয়াজ। বাড়ির পিছন থেকে একটা ছোট্ট মেয়ের গলায় কান্নার আওয়াজ আসছে না?

খুশবু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে যান। গিয়ে দেখেন, একটি শিশু মাটিতে শুয়ে কাঁদছে, মুখে আঘাতের চিহ্ন। শিশুটিকে একটু শান্ত করেই খুশবু প্রথমে নিজের বাড়িতে আনেন এবং তাঁর শুশ্রূষা করেন। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ শিশুটিকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও গোটা ঘটনাটি পোস্ট করেন খুশবু পাটানি। পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, পুলিশ-প্রশাসন সকলকেই ট্যাগ করে লেখেন, 'যাকে রাখে সাইয়া, মার সাকে না কোই।

আশা করি, কর্তৃপক্ষ ওর সঠিক দেখভাল করবে। দয়া করে দেশের কন্যা সন্তানদের রক্ষা করুন! কতদিন চলবে এইসব? ও যাতে সঠিক পরিবারে যায় এবং ওর ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয়, তা নিশ্চিত করব আমি।'

সার্কেল অফিসার পঙ্কজ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কে ওই শিশুটিকে ফেলে গিয়েছে, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

রাগি বাস্কেটবল কোচের ভূমিকায় আমির

মুক্তির জন্য তৈরি হচ্ছে 'সিতারেঁ জমিন পর'। অনেকদিন পর আবার আমির খান অভিনয়ে ফিরছেন এবং এই ছবিতে তাঁর চরিত্র নিয়ে চর্চাও শুরু হয়েছে সেই ২০২৩ থেকেই, যখন ছবির কথা ঘোষণা হল। তখনই এক সাক্ষাৎকারে চরিত্রটি নিয়ে তিনি কথা বলেছিলেন, সেটিই সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডলে আবার শেয়ার করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'শুনতে সিতারেঁ জমিন পর তারে জমিন পর-এর সিক্যুয়েল, কিন্তু থিম অনুযায়ী এটি প্রথমটির থেকে ১০ পা এগিয়ে। প্রথমটি আপনাদের কাঁদিয়েছিল, এটি হাসাবে। এখানে আমার চরিত্রের নাম গুলশন। সে বাস্কেটবল কোচ। অসম্ভব রাগি। বাড়িতে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে। সিনিয়র কোচকে মারে। তারে জমিন পর-এ আমি মানে নিকুম্ভ খুব সংবেদনশীল শিক্ষক ছিল, যার সঙ্গে একজন ডিসলেক্সিক ছাত্রের অসাধারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে আমি মানে গুলশন কীভাবে পরিবর্তিত হয়, কীভাবে তার চারপাশের লেকজন তাকে প্রকৃত একজন মানুষ হয়ে উঠতে শেখায়, তাই দেখা যাবে। সিতারেঁ জমিন পর স্প্যানিশ ছবি ক্যাম্পিয়ন বা চ্যাম্পিয়ন অবলম্বনে নির্মিত। হলিউডেও এই ছবি হয়েছে। আর এস প্রসন্ন পরিচালিত সিতারেঁ জমিন পর-এ আমিরের সঙ্গে আছেন দর্শিল সাফারি, জেনেলিয়া দেশমুখ প্রমুখ।

একনজরে সেরা ৫

লড়ছে জাট

'কেসরি চ্যাপ্টার ২' আছে, তবু নিজের শক্তি নিয়ে সানি দেওল-রণদীপ হুডা অভিনীত 'জাট' লড়াই করছে। ১০ দিন আগে মুক্তি পেয়ে জাট বিশ্বজুড়ে ৭০ কোটির ব্যবসা করেছে। কেসরি-র পর ছবি একটু থমকেছে। তবে কেসরি দারুণ ব্যবসা করছে না। আশা করা যায়, আগামীতে জাট তার নিজস্ব গতিতেই ফিরবে।

এবার বিচার

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে ইউ টিউবার রণবীর এলাহাবাদিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর পাসপোর্ট সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত শেষ। ২৮ এপ্রিলের শুনানিতে জানা যাবে এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কমেডিয়ান সময় রায়না এক শিশুর মেরুদণ্ডের জটিল অসুখ নিয়ে যে কু-মন্তব্য করেছিলেন তারও পর্যালোচনা করবে কোর্ট।

এলেন যশ

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'-এ রাবণ হয়েছেন কন্নড় অভিনেতা যশ। চলতি সপ্তাহে তাঁর একার অংশের শুটিং শুরু করবেন। শুটিং শুরু করার আগে তিনি সব সময় মন্দিরে পুজো দেন। এবার উজ্জয়িনীতে শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন। টক্সিক ছবির শুটিং সম্প্রতি শেষ করে রামায়ণ শুরু করছেন যশ।

মোদি বায়োপিক

নীরব মোদির বায়োপিক হচ্ছে। গুলাক ছবির পরিচালক পলাশ বাসওয়ানি এই ছবিরও পরিচালক। ডায়মন্ড মুঘল 'নীরব'-এর উত্থান এবং এখন তার পলাতক জীবনের কথা ছবিতে আসবে। ছবির গুরুত্ব আরও বেড়েছে সম্প্রতি নীরবের কাকা মেহুল চোকসির গ্রেপ্তারের পর। প্রথম সারির অভিনেতাদের সঙ্গে 'নীরব' হবার জন্য কথা হচ্ছে।

আবার ফেলুদা

সত্যজিৎ রায়ের রয়েল বেঙ্গল রহস্য উপন্যাস নিয়ে নতুন সিরিজ পরিচালনা করছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সোমবার তার শুটিং শুরু হল। টোটা রায়চৌধুরি, কঙ্কন মিত্র ও অনির্বাণ চক্রবর্তীকে যথাক্রমে ফেলুদা, তোপসে ও জটায়ুর চরিত্রে দেখা যাবে। মহীতোষ সিংহ রায়ের চরিত্রে আছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী।

টাকা নিয়ে আন্দোলন? তীব্র রোষ সুদীপ্তার

টালিগঞ্জে কান পাতলেই নাকি 'অ্যাপিয়ারেন্স ফি'র কথা শোনা যাচ্ছে। আরজি কর কাণ্ডে যে সব তারকারা আন্দোলন করতে রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নাকি ফোন নিয়েছেন, কিংবা টাকা নিয়েছেন। জর্জিয়া থেকে ফোনে এ কথা জানিয়েছেন পরিচালক অরিন্দম শীল। তিনি অবশ্য বলেছেন, এই অভিযোগ তাঁর নয়। কান পাতলে নাকি এ কথা শোনা যাচ্ছে। টালিগঞ্জের লোকেরাই এ কথা বলে বেড়াচ্ছেন।

অরিন্দম শীল কথাগুলো বলার পরেই তাঁর নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডলে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। অরিন্দম শীলকে উদ্দেশ্য করে সুদীপ্তা লিখেছেন, 'আমি টালিগঞ্জেই কাজ করি। এই মুহূর্তে টালিগঞ্জের একটি স্টুডিওর সাজঘরে বসে লিখছি। আমি এই অঞ্চলে কান পেতে এরকম কিছু শুনতে পাইনি আজ অবধি। হয়তো সঠিক লোকজনদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, তাই।

সে যাই হোক, আমিও টালিগঞ্জের শিল্পী, আমিও মহিলা এবং ওই আন্দোলনে আমিও রাস্তায় হেঁটেছি। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত অপমানজনক লাগছে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

এই অভিযোগ যেহেতু তুমি করেছ, সেহেতু সেইসব মহিলা শিল্পীর নাম প্রকাশ্যে জানানোর দাবি রাখছি। নতুবা এই অভিযোগ এই সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমেই প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

দাদাগিরি ছেড়ে সৌরভ ১২৫ কোটির চুক্তিতে

জি বাংলা ছাড়ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে চ্যানেলের জনপ্রিয় কুইজ শো দাদাগিরি-তে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। ৪ বছরের জন্য স্টার জলসার সঙ্গে ১২৫ কোটি টাকার চুক্তি করেছেন তিনি। এই চ্যানেলের বিগ বস ও নতুন কুইজ শো-তে তাঁকে দেখা যাবে ২০২৬ সালের জুলাই মাস থেকে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে, আমি নিয়েছি। নতুন কিছু করার নেশা আমাকে তাড়া করে সব সময়। তাই নতুন চ্যানেলে নতুন ভূমিকায় এলাম।' তিনি দাবি করেছেন টাকা নয়, কাজের জন্যই কাজ করেন। সৌরভের কথায়, 'দর্শক আমায় দেখতে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে টিভির সামনে বসেন। আমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান সপ্তাহের শেষে ভালো রেটিং পায়, নির্মাতাদের আনন্দ হয়। এসব দেখলে টাকার কথা মনে পড়ে না।'

উজ্জ্বল নিকম হবেন রাজকুমার রাও

বিশিষ্ট আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমের বায়োপিকে গোড়া থেকেই কথা ছিল নামভূমিকায় থাকবেন আমির খান। এখন রাজকুমার রাও উজ্জ্বল হবেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রযোজক দীনেশ ভিজানের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক কথা হয়েছে, তিনি রাজিও আছেন। তবে এখন ভুলচুক মাফের মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। এরপর বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে পরিচালিত একটি ছবিতে স্পোর্টসম্যান হবেন তিনি, তাই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশেষ প্রস্তুতি দরকার তাঁর। এসবের পর উজ্জ্বল নিকমের পালা আসবে।

সূত্রের খবর, আমির উজ্জ্বল হবেন ধরে নিয়ে চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল এবং সেটা ছিল মূলত একটি কোর্টরুম ড্রামা। এখন রাজকুমারের নিজের স্টাইলের কথা মনে রেখে চিত্রনাট্যকে আরও মাটির কাছাকাছি এবং আরও ওজনদার করা হবে। প্যানডেমিকের আগে থেকেই ছবির প্রস্তুতি শুরু হয়। একাধিক লেখক চিত্রনাট্য লেখেন, আমিরের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনাও হয়। কিন্তু আমির অভিনয় থেকে সরে এই ছবিতে শুধুমাত্র প্রযোজক হিসেবেই থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।

একসঙ্গেই বিবাহবার্ষিকী সারলেন অ্যাশ-অভি

গত এক বছর ধরে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিবাহবিচ্ছদের কথা শুনিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া। সেই আম্বানিদের বিয়েবাড়িতে একসঙ্গে না যাওয়ার পর থেকেই এই জল্পনা বাড়ে। তবে মেয়ে আরাধ্যার স্কুলের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে গিয়েছিলেন এই দম্পতি। মেয়ের জন্মদিনও একসঙ্গে উদযাপন করেন, সে খবরও পাওয়া গিয়েছিল। এবার আর একটি ঘটনায় বিচ্ছেদের চর্চায় জল ঢাললেন ওঁরা। ১৮তম বিবাহবার্ষিকী ওঁরা একসঙ্গে উদযাপন করলেন। আরাধ্যাও ছিল। বরাবরই ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখেন অভি-অ্যাশ। ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব সপাটেই দেন ওঁরা। দুজনই বদ্ধিদীপ্ত। এবারেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন এই দম্পতি—একসঙ্গে বিয়ের দিন আনন্দ করলেন, মুখ বন্ধ করলেন নিন্দুকের।

যিশু কি আদৌ সিরিয়াস নন?

'হোয়াই সো সিরিয়াস' ফিল্মস নিয়ে আসলে যিশু সেনগুপ্ত যে কতখানি সিরিয়াস, তার প্রমাণ মিলছে হাতেনাতে। শহরের অনেক জায়গায় বেশ বড় বড় করে হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। সেখানে বিরাট করে যিশু এবং সৌরভ দাসের ছবি। এর আগে কোনও প্রোডাকশন সংস্থা এভাবে যে নিজেদের বিজ্ঞাপন করেছে, এমনটা দেখা যায়নি।

যিশু কিন্তু করছেন। জবাব দিচ্ছেন কাউকে? নাকি নীলাঞ্জনার হাউসের সঙ্গে শুরু থেকেই ভীষণ কঠিন এক প্রতিযোগিতা শুরু করলেন? জানা নেই। অবশ্য এর আগে কোনও বলিউডি মুখ টলিউডের প্রোডাকশনের সঙ্গে যোগ দেননি। এবার মহেশ ভাট আসাটা যিশুর সংস্থার জন্য একটা গণ্ডিভাঙা এফেক্ট নিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই। সেই জন্যই হয়তো এমন জমিয়ে প্রচার।

তবে প্রচারের সঙ্গে যে নামগুলো জড়াচ্ছে, তা দেখলেও চক্ষু চড়কগাছে উঠবে, সন্দেহ নেই। জানেন কার নাম এসেছে? রোহিত শেট্টি। রোহিত শেট্টি প্রোডাকশনের সঙ্গে যিশুর প্রোডাকশন কাজ করবে কিনা, জানা নেই। যিশু নিজে সেই প্রোডাকশনে থাকবেন কিনা, তাও জানা নেই। তবে একটা বড়সড় যে কিছু হতে চলেছে, সেই বিষয়টা নিশ্চিত। কী ঘটবে? নাহ, এখনই উত্তর খুঁজে লাভ নেই। হোয়াই সো সিরিয়াস?

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

ট্যাংক, পাউচ দিয়ে সামাল দেবে পুরনিগম

কাল পানীয় জলের ফের ভোগান্তি শহরে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ফের নির্জলা থাকবে শিলিগুড়ির একাংশ। এবার শহরের ১০টি ওয়ার্ডে পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। তবে সূত্রের খবর, শুধু ১০টি ওয়ার্ডই নয়, আরও বেশ কয়েকটি

ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। ওই তালিকায় রয়েছে পুরনিগমের ৫ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ড। আগামী ২৩ এপ্রিল শহরের ওই ওয়ার্ডগুলিতে পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হবে বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে। এই সময়কালে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পানীয় জলের ট্যাংক ও জলের পাউচের ব্যবস্থা করবে পুরনিগম।

ঝংকার মোড়ের পাম্পিং স্টেশনে ২২ তারিখ রাত থেকে কাজ করবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। সে কারণেই পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হবে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, '২৩ তারিখের জন্য আমরা এক লক্ষ জলের পাউচের ব্যবস্থা করছি। পাশাপাশি শহরে ৩৫টি পানীয় জলের ট্যাংকও ঘোরানো হবে।'

পানীয় জলের সমস্যার কথা শুনেই পুরনিগমের সমালোচনায় মুখর হয়েছে বিরোধী শিবির। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'সব নাটক চলছে। একদিকে বলছে ডিপ টিউবওয়েল করছি। জলের অভাব নেই। কিন্তু প্রতিবারই দেখা যায়, শহরে পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ থাকলেই সাধারণ মানুষকে জল কিনে খেতে হয়।' এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে আশঙ্কা করছেন তিনি।

ঝংকার পাম্পিং স্টেশনে ২২ তারিখ রাত থেকেই কাজ শুরু করবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। ওই পাম্পিং স্টেশন থেকে রিজার্ভারে যে জল তোলা হয়, সেই জল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৫ থেকে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ কলেজপাড়া, হাকিমপাড়া, সুভাষপল্লি, ফুলেশ্বরীর মতো এলাকায় সাপ্লাই দেওয়া হয়। মাঝেমাঝে ৫ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকাতেও ওই রিজার্ভার থেকেই জল দেওয়া হয়। এর আগে একাধিকবার জলকষ্টে ভুগতে হয়েছে শহরবাসীকে।

তিস্তায় বাঁধ নির্মাণের সময় দীর্ঘদিন ক্যানালের লকগেট খোলা রাখায় ফুলবাড়িতে প্রকল্প পর্যন্ত তিস্তার জলই পৌঁছায়নি। তাই তখন শহরবাসীকে দীর্ঘদিন জল দিতে পারেনি পুরনিগম। সে সময়ে শহরে ট্যাংকার ঘুরিয়ে ও পাউচ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিল পুরনিগম। কিন্তু ওই সময় রীতিমতো ল্যাজেগোবরে পরিস্থিতি হয়েছিল। এমন অবস্থা হয়েছিল পরিস্থিতি সামাল দিতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হস্তক্ষেপ করতে হয়। বাইরে থেকে পাউচ তৈরির মোবাইল ভ্যান ও অন্য জেলা থেকে জলের ট্যাংক আনা হয়েছিল। তাই এবার আগাম এক লক্ষ পানীয় জলের পাউচের ব্যবস্থা করে রেখেছে পুরনিগম। যে ওয়ার্ডগুলিতে পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হবে, সেই এলাকাগুলিতে ২৩ তারিখ সকাল থেকেই ট্যাংক রাখবে পুরনিগম। একেকটি ওয়ার্ডে একাধিক ট্যাংক ঘোরানো হবে বলে পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তর সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

কোথায় হবে সংকট

আগামী ২৩ এপ্রিল ১৫ থেকে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে জল সরবরাহ বিঘ্নিত হবে

৫ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডেও পরিষেবা প্রভাবিত হতে পারে

পুরনিগম এক লক্ষ জলের পাউচের ব্যবস্থা করছে। ৩৫টি জলের ট্যাংকও থাকবে

ইসলামপুরে মধুচক্র

কাজের টোপ দিয়ে তরুণীদের আনছেন তরুণীরাই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২১ এপ্রিল : ইসলামপুর শহরের পিডব্লিউডি মোড়ে রাত তখন প্রায় ১২টা। শিলিগুড়ির এক তরুণী নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে খাবারের এক হোটেলে আশ্রয় নেন। হোটেল মালিক ছিলেন মহিলা। তিনি নিজের মেয়ের মতো আগলে রেখেছিলেন ওই তরুণীকে।

দিন ২০ আগের ঘটনা। পাশের হোটেলের মালিক তথা শহরের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কর্ণধার পায়েল পাইনও ওই তরুণীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পায়েলের কথায়, 'ওই তরুণীকে কাজ দেওয়ার টোপ দিয়ে এখানে আনা হয়। অন্য এক তরুণীর হাত ধরেই তিনি ইসলামপুরে আসেন। এখানে আসার পর এক তরুণ তার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ শুরু করলে কোনওক্রমে পালিয়ে হোটেলে এসে আশ্রয় নেন।' পায়েলের সংযোজন, 'পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে ওই তরুণীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।'

ইসলামপুর শহরে মধুচক্রের রমরমা নিয়ে বিভিন্ন মহল এমনিতেই উদ্বিগ্ন। একাধিক হোটেল ও লজ নিয়েও কানাঘুষো চরমে। ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন (ফিটো), ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশন মধুচক্র নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল 'মধুচক্রের কারবার রুখতে পুলিশের আরও সক্রিয়তা বাড়ানো উচিত' বলে মন্তব্য করেছেন। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস মধুচক্রের বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

ইসলামপুর শহরে মধুচক্রের রমরমা কারবার নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি 'লেডি গ্যাংয়ের' দাপট নিয়ে মধুচক্রের পর্দাফাঁস করে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তারপর থেকে নড়েচড়ে বসেছিল প্রশাসন। কয়েক মাস আগেও এই ইস্যুতে পুলিশের কড়া অবস্থান চক্রের পান্ডাদের গর্তে ঢুকে থাকতে বাধ্য করেছিল। ফের এই চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

শহরের বেশ কিছু লজ ও হোটেলে ঘণ্টা প্রতি ভাড়ায় 'ক্লায়েন্ট' নিয়ে ঢুকছে চক্রের তরুণীরা। হাতেগরম মোটা টাকা উপার্জনের লোভে লজ ও হোটেলগুলির একাংশ এই অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। শহরের বিভিন্ন ঠেকে ও আড্ডায় কান পাতলেই এই নিয়ে চর্চা শোনা যাবে। দার্জিলিং জেলার বিধাননগর, শিলিগুড়ি, বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মধুচক্রের ফাঁদে পড়ে তরুণীরা ইসলামপুরে আসছেন। এই কালাকারবারের আড়ালে নারী পাচারচক্র সক্রিয় কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

শহরের হোটেল ও লজগুলিকে আবাসিকদের রেকর্ড রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশকর্তারা। সম্প্রতি শহরের তিস্তাপল্লি সংলগ্ন এলাকার একটি হোটেলে এক ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যু হয়। যে মহিলা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিনিই ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন। ওই ঘটনার পর লজ ও হোটেলগুলির আরও সতর্ক হওয়ার কথা ছিল বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু উলটো চিত্রই ধরা পড়েছে।

পুলিশের এক কর্তার মন্তব্য, 'আসলে দুজনই প্রাপ্তবয়স্ক- এই আইনের ফাঁক গলে চক্রটি পুলিশের চোখে ধুলো দিচ্ছে। ফলে কারবারের সঙ্গে যুক্তদের চিহ্নিত করা দুষ্কর হয়ে পড়ছে।' জানা গিয়েছে, বিলাসবহুল গাড়ি এই কারবারে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফিটোর সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া, 'আচমকা শহরে মধুচক্রের রমরমার কথা আমরাও প্রায়ই শুনছি। বাইরে থেকে তরুণীদের কাজের টোপ দিয়ে আনা হয় এমনটাও চর্চা রয়েছে। যা জঘন্য অপরাধ। শহরের পরিবেশ সুস্থ রাখতে পুলিশ প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কোনও লজ ও হোটেল দোষী প্রমাণিত হলে সংগঠন তাদের পাশে দাঁড়াবে না।'

বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৌমেন্দু মজুমদার (বাবলু) বলেছেন, 'বিষয়টি আমাদের কানেও এসেছে। অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। আসলে হোটেলগুলিতে অবৈধভাবে মদ বিক্রির সঙ্গে মধুচক্রের কারবার পাল্লা দিয়ে চলছে বলে আমাদের কানে এসেছে। পুলিশের টানা অভিযানই একমাত্র এসব রুখতে পারবে।' পুলিশ সুপার বলেছেন, 'আমরা বিষয়টি দেখছি। এই বিষয়ে পুলিশ আগে থেকেই সক্রিয়। খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা হবে।'

প্রশ্ন যেখানে

বেশ কিছু লজ ও হোটেলে ঘণ্টা প্রতি ভাড়ায় 'ক্লায়েন্ট' নিয়ে ঢুকছে তরুণীরা

মোটা টাকার লোভে লজ ও হোটেলগুলির একাংশ এই কাজে জড়িয়ে পড়েছে

ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন ঠেকে ও আড্ডায় কান পাতলেই চর্চা শোনা যাচ্ছে

বিধাননগর, শিলিগুড়ি, বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফাঁদে পড়ে তরুণীরা আসছেন

এই কারবারের আড়ালে নারী পাচারচক্র সক্রিয় কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে

"শহরে মধুচক্রের রমরমার কথা আমরাও প্রায়ই শুনছি। বাইরে থেকে তরুণীদের কাজের টোপ দিয়ে আনা হয় এমনটাও চর্চা রয়েছে। যা জঘন্য অপরাধ।
- সুভাষ চক্রবর্তী

"হোটেলগুলিতে অবৈধভাবে মদ বিক্রির সঙ্গে মধুচক্রের কারবার পাল্লা দিয়ে চলছে বলে কানে এসেছে। পুলিশের অভিযানই একমাত্র এসব রুখতে পারবে।
- সৌমেন্দু মজুমদার

ডিপিএসের সাফল্য

নিউজ ব্যুরো

২১ এপ্রিল : চলতি শিক্ষাবর্ষে দিল্লি পাবলিক স্কুলের শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির শিক্ষার্থীরা জেইই মেইনসের চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছে। শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের সুমেধা ভট্টাচার্য ৯৯.৮৮ পার্সেন্টাইল পেয়ে গোটা রাজ্যে সেরা হয়েছে। এদিকে, ফুলবাড়ি স্কুলের দীপককুমার সিং ৯৯.০৩ পার্সেন্টাইল স্কোর করেছে। এছাড়া, আরও কয়েকজন পড়ুয়া ভালো পার্সেন্টাইল পেয়ে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে। শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ আনিশা শর্মা ও ফুলবাড়ির স্কুলের অধ্যক্ষ মনোয়ারা বি আহমেদ ওই সফল শিক্ষার্থীদের তাদের অসামান্য সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। ওই সাফল্য বিদ্যালয়ের বাকি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

ধৃত রিকশাচালক

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : রিকাশাচালককে কোপ মারার ঘটনায় অপর এক রিকশাচালককে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত পল্টু রায় পোড়াঝাড়ের বাসিন্দা। অভিযোগ, রবিবার দুপুরে শক্তিগড় সংলগ্ন কাঁঠালতলা এলাকায় পল্টু ধারালো অস্ত্র দিয়ে রতন বর্মনকে কোপ দেয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রতনের গলায় ১৫টি সেলাই পড়ে। রাতেই পুলিশ পল্টুকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

টিউশন পড়তে গিয়ে নিখোঁজ দশম শ্রেণির ছাত্রী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : টিউশন যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ১৫ বছরের স্কুল ছাত্রী। চারদিন পার হয়ে গেলেও, বাড়িতে না ফেরায় চিন্তায় ঘুম উড়েছে পরিবারের। ইতিমধ্যে ভক্তিনগর থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরি করেছেন নাবালিকার বাবা। কয়েক মাস আগের একটি ঘটনায় পরিবারটির চিন্তা আরও বেড়েছে। জানা গিয়েছে, মাস ছয়েক আগে হকার্স কর্নার এলাকার এক তরুণী ওই নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নেপালের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সঙ্গে আধার কার্ড না থাকায় ওই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

খবর পেয়ে মেয়েটিকে সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে পরিবারটি। পরিবারের সন্দেহ এবারও ওই তরুণী কোনওভাবে তাঁদের মেয়েকে নিয়ে গিয়েছে। নাবালিকার মায়ের বক্তব্য, 'চারদিন হয়ে গেল মেয়ের কোনও খোঁজ পাচ্ছি না। এর আগে যে তরুণী মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করেছি। ওই তরুণীও বাড়িতে নেই। এর আগেও একাধিক মেয়েকে এভাবে ওই তরুণী নিয়ে গিয়েছে বলে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানতে পেরেছি।' অভিযোগের প্রেক্ষিতে নাবালিকার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রীটির মা চিকিৎসার কারণে কলকাতা গিয়েছিলেন। বাড়িতে বাবার সঙ্গেই ছিল কিশোরী।

গত শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ পড়তে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয় মেয়েটি। রাত সাড়ে আটটা বাজলেও সে না ফেরায় বাবা খোঁজখবর শুরু করেন। পড়ুয়ার যেখানে পড়তে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে গিয়েও খোঁজ নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, ওই দিন পড়তেই যায়নি ওই কিশোরী।

এরপরেই তার মাকে ফোন করে পুরো বিষয়টি জানান কিশোরীর বাবা। পরের দিনই কলকাতা থেকে চলে আসেন কিশোরীর মা। এসেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে খোঁজ করেন। কিন্তু কোথাও খোঁজ না পেয়ে অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। ভক্তিনগর থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরি করেন।

এরপর থেকে এখনও কিশোরীর কোনও খোঁজ মিলছে না। এদিকে পরিবারের দাবি, খোঁজ করতে গিয়ে এক বান্ধবীর থেকে তাঁরা জানতে পারেন তাঁদের মেয়ের কাছে একটি ফোন ছিল। ওই বান্ধবীর থেকে ফোন নম্বর নিয়ে ফোনও করেন কিশোরীর মা।

কিন্তু ফোনটি বন্ধ ছিল। এরপর কিশোরীর মা নম্বরটি ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিককে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই ফোন নম্বর ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থা করছে পুলিশ। সিম চালু করা হলেই যাতে লোকেশন পাওয়া যায়, পুলিশের পক্ষ থেকে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইসলামপুর শহরে টার্মিনাসে ঢোকার আগেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাত্রী নামাচ্ছে সরকারি বাস। -সংবাদচিত্র

নিয়ম ভাঙছে সরকারি বাসও

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২১ এপ্রিল : নিয়ম ভাঙাই যেন ইসলামপুর শহরে অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। কয়েক মাস আগেই বেসরকারি বাসের ধাক্কায় বাস টার্মিনাস সংলগ্ন আইটিএস মোড়ে পাঁচ বছরের এক শিশু ঘটনাস্থলে এবং এক তরুণের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। ঘটনার সাতদিনের মধ্যে সেই ঘটনায় আহত ৬৫ বছরের আরেক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল। ট্রাফিক পুলিশের নাকের ডগায় এমন দুর্ঘটনার জেরে পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন বাসিন্দারা। রাস্তার ওপর কোনও বাস দাঁড় না করানোর জন্য কয়েকদিন ট্রাফিক পুলিশের সক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দিনকয়েক পরই সব উধাও হয়ে গিয়েছে। বেসরকারি এবং সরকারি বাস যাতে কোনওভাবেই শহরের মূল রাজ্য সড়কের ওপর না দাঁড়ায় তার জন্য যেমন নিয়মিত মাইকিং করা হত, তেমনি সেই নিয়ম মানতে ফ্লেক্স লাগিয়ে নির্দেশিকাও জারি করেছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখন সেই নিয়মের কোনও বালাই নেই। বেসরকারি হোক কিংবা সরকারি কোনও বাসই সেই নিয়ম মানছে না। এর ফলে ফের দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে।

এই পরিস্থিতির কথা স্বীকার করেছে খোদ বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন। অন্যদিকে, সেই নিয়ম মানতে পুনরায় জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছে সরকারি বাস ডিপো কর্তৃপক্ষ। তবে নিয়ম ভাঙার অভ্যাসে দুর্ঘটনা এড়াতে আদৌ নিয়ম মানা হবে কি না তা নিয়ে চিন্তিত বাসিন্দারা।

ইসলামপুর বেসরকারি যাত্রী পরিবহণ সংস্থার সম্পাদক বরুণ দাস বলেন, 'কিছু বেসরকারি বাস এই নিয়ম মানছে না। আমরা চাইলেও তাদের সামাল দিতে পারছি না। শেষমেশ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ট্রাফিক পুলিশকে অনুরোধ করে সেই বাসগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলব।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ইসলামপুর বাস ডিপোর ইনচার্জ নাথুনি ঠাকুরের কথায়, 'আমাদের সমস্ত বাসকে টার্মিনাসের ভেতরে যাত্রী ওঠা-নামার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। নিয়ম মানতে টার্মিনাসের মুখে ফ্লেক্সও লাগানো আছে। নিয়মিত মাইকিংও করা হয়। তারপরও কেউ নিয়ম না মানলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ওষুধ ব্যবসায়ী তুষার চৌধুরী বলেন, 'শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এমন দুর্ঘটনার পরেও কারও হুঁশ ফেরেনি। পুলিশের সক্রিয়তা ছিল সাতদিনের। এখন আগের মতোই টার্মিনাসের মুখে মূল রাস্তার উপর সরকারি বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রীদের নামানো হচ্ছে।' ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোর্ট ভবন নিয়ে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নতুন ভবন তৈরির পরিকল্পনা আরও একধাপ এগোল। ভবন তৈরির বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের আইন দপ্তরের কর্তারা সোমবার শিলিগুড়িতে একপ্রস্থ বৈঠক করেন। এদিন স্টেট গেস্টহাউসে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইন দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি সন্দীপ চক্রবর্তী, ডেপুটি সেক্রেটারি কৌশিক কুণ্ডু, অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি নূপুর রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পীযূষকান্তি ঘোষ বলেন, 'বিল্ডিং প্ল্যানটি তাড়াতাড়ি করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পূর্ত দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে আগামীদিনে একসঙ্গে কাজ করা হবে। কাছারি রোডেই ভবনটি তৈরি হবে। তবে সবটাই রাজ্য সরকার ও কলকাতা হাইকোর্ট ঠিক করবে।'

শিলিগুড়ি আদালতের ভবন নিয়ে চর্চার শেষ নেই। এর আগে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বৈঠক করেন। আইনজীবীরা আলাদাভাবে মেয়রকে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। সেই সময়ও গৌতম দেব ভবন তৈরির বিষয়ে আশার কথা শুনিয়েছিলেন।

শিলিগুড়ি আদালতের ১.৮ একর জায়গা রয়েছে। ২০১২ সালে শিলিগুড়ি আদালতের মাল্টিস্টোরেজ বিল্ডিংয়ের শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়নারায়ণ প্যাটেল, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেব। কিন্তু ১৩ বছর ধরে প্রস্তাবিত ভবনের একটি ইটও গাঁথা হয়নি।

এসএসসি দুর্নীতি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে হাসমিচকে বিক্ষোভ এবিভিপি কর্মীদের। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

খাটাল উচ্ছেদে শুধুই আশ্বাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদীর চর দখল করে একের পর এক খাটাল তৈরি হয়েছে। সেই খাটালগুলি উচ্ছেদ করা নিয়ে বাম আমল থেকে তৃণমূল জমানা, মিলছে শুধু আশ্বাস। কিন্তু মহানন্দার নোংরা জল আর স্বচ্ছ হচ্ছে না। এর পিছনে ভোটের রাজনীতি দেখছেন অনেকেই। ফলে খাটালের কারবারিরা আজও দিব্যি রাজত্ব করছেন। এমনকি মহানন্দার চরে নতুন করে খাটাল তৈরিও হচ্ছে। অথচ মহানন্দা নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে সমস্ত খাটাল উচ্ছেদ করে সবুজায়ন এবং সৌন্দর্যায়ন করতে গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কাজ না হওয়ায় শহরের বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ বাড়ছে। শহরের বিশিষ্টজনরা বলছেন, খাটাল শিলিগুড়ির অভিশাপ। শহরকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ প্রয়োজন। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের অবশ্য বক্তব্য, 'মহানন্দা নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে অনেকগুলি খাটাল উচ্ছেদ করা হয়েছে। তবে এখনও বেশ কিছু খাটাল রয়েছে। এটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বোর্ডসভায় খাটাল উচ্ছেদ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ধাপে ধাপে এই কাজ হবে।'

শিলিগুড়ির অভিশাপ

শিলিগুড়ি শহরে শুধুমাত্র মহানন্দা নদীকে কেন্দ্র করেই ২৭টি খাটাল দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এর মধ্যে পাঁচ-ছয়টি গত দু'তিন বছরে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রের দাবি। কিন্তু বাকি খাটালগুলি শুধু চলছে তাই নয়, নিয়মিত সেখানে গোরু, মহিষ এমনকি ইদানীং প্রচুর পরিমাণে শুয়োর পালন করা হচ্ছে। প্রতিটি খাটালের বর্জ্য মহানন্দা নদীতে মিশছে।

এই খাটাল বন্ধ করার দাবিতে কয়েক বছর আগে গ্রিন ট্রাইবিউনালের দ্বারস্থ হয়েছিল শিলিগুড়ির মহানন্দা বাঁচাও কমিটি। গ্রিউ ট্রাইবিউনাল মহানন্দা নদীর চরে গজিয়ে ওঠা সমস্ত খাটাল দ্রুত বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। তারপরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মহানন্দা বাঁচাও কমিটির সম্পাদক জ্যোৎস্না আগরওয়ালের বক্তব্য, 'গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ ছিল, সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিয়ে খাটাল উচ্ছেদ করতে হবে। সেখানে সবুজায়ন, পার্ক বানিয়ে সৌন্দর্যায়ন করার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু খাটালগুলি সেই একই অবস্থাতে রয়ে গিয়েছে। ফলে শিলিগুড়ির জীবনরেখা মহানন্দা নদী দূষিত হচ্ছে, শহরেও দূষণ বাড়ছে।'

শহরের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য বলেছেন, 'খাটাল শিলিগুড়ি শহরের অভিশাপ। শুধু গোরু, মোষই নয়, এখন তো এখানে বরাহনন্দন (শুয়োর) লালনপালন করা হয়। প্রতিটি খাটালের নোংরা জল, সমস্ত আবর্জনা নদীতে ফেলা এবং পশুকে স্নান করানোর কাজও এই মহানন্দা নদীতেই হচ্ছে। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে শহরের শাসকের পর শাসক বদলায়, কিন্তু কেউই কঠোর হাতে খাটাল উচ্ছেদ করতে পারছে না।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, ৩, ৪, ৪৩, ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা খাটালগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপের।

থানা থেকে ফেরার আসামি, সাসপেন্ড ১২ পুলিশকর্মী

কিশনগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : পুলিশ হেপাজত থেকে আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সাসপেন্ড করা হল ১২ জন পুলিশকর্মীকে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন এসআই'ও আছেন। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কিশনগঞ্জে।

বাইক চোর সন্দেহে ধৃত বছর পঁচিশের মহম্মদ আঞ্জার রবিবার দুপুরে কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশের হেপাজত থেকে চম্পট দেয়। সোমবার খবর লেখা পর্যন্ত আঞ্জারকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। অভিযোগ, প্রথমে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে স্থানীয় থানা। কিন্তু শেষপর্যন্ত পুলিশের ওপরমহল ঘটনাটি জানতে পারে। এই পুলিশি গাফিলতির অভিযোগে পুলিশ সুপার সাগর কুমার রবিবার রাতেই থানার পাঁচ এসআই সহ ১২ জন পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করেন।

রবিবার সকালে বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ দুটি চোরাই বাইক সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। সেদিনই জেলা সদরে ওয়াকফ সংশোধন আইনের বিরুদ্ধে ওয়াকফ প্রোটেকশন মুভমেন্টের ব্যানারে সমাবেশ ছিল। সেজন্য জেলার অন্য থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গেই বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি নিশাকান্ত কুমারকেও সমাবেশস্থলে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়।

নিশাকান্তর বক্তব্য, তিনি কিশনগঞ্জ আসার সময় পুলিশ সুপারের নির্দেশে থানার মেজোবাবুকে ধৃতদের দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ থানার হেপাজত থেকে বাইক চোর সন্দেহে ধৃত আঞ্জার পালিয়ে যায়। সোমবার পর্যন্ত পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অবশ্য তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের বিশেষ দল অভিযান চালাচ্ছে। ঘটনার পর পুলিশ সুপারের নির্দেশে বাহাদুরগঞ্জ থানার সিআই ক্যাপ্টেন সঞ্জয় পান্ডে রাতেই প্রাথমিক তদন্ত করেন। তারপর পুলিশ সুপারকে রিপোর্ট দেন। রাতেই এসআই রামবাবু চৌধুরী, এসআই অঞ্জনী তিওয়ারি, এসআই জিকুউল্লাহ, এসআই সুরজ কুমার, এসআই সাবিত্রী কুমারী, কনস্টেবল জিতেন্দ্র ঝা, সুরেন্দ্রকুমার সুমন, চৌকিদার অর্পণ কুমার, অশোক লাল, পাণ্ডব লাল, বিষ্ণু প্রসাদ ও সুখদেব কুমারকে সাসপেন্ড করা হয়। তাঁদের প্রত্যেককেই পুলিশলাইনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে, পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে এই মর্মে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ওই ১২ জন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে।

ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। রায়গঞ্জের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির নাম উত্তম সরকার। সোমবার রাতে গোপন সূত্রে ভক্তিনগর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে, এক ব্যক্তি পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। পুলিশ সেখানে গিয়ে উত্তমকে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার ব্যাগ থেকে কাফ সিরাপ পাওয়া যায়। তারপরই উত্তমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

মাটি চাপা

কিশানগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : কিশনগঞ্জের তারাবাড়ি গ্রামে সোমবার মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হয় এক কিশোরীর। মৃতার নাম রেশমা বেগম (১৪)। গ্রামের মহিলারা মাটির কুঁড়েঘর লেপার জন্য বুড়ি কনকই নদীর মরা খাত থেকে কালো মাটি সংগ্রহ করেন। সেই সময় মাটির একটি বড় চাঙড় ভেঙে পড়লে চাপা পড়ে ওই কিশোরী।

গুয়াবাড়ি এলাকায় এই বাড়িতেই থাকত ওই মহিলা।

পুলিশের জালে মাদকের মক্ষীরানি

জয়গাঁ, ২১ এপ্রিল : এ যেন গোয়েন্দা গল্পের পাতা থেকে উঠে আসা কোনও রহস্যময় চরিত্র। বছর পাঁচেক আগে কোচবিহার থেকে জয়গাঁ শহরের গুয়াবাড়ি এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেছিল এক মহিলা। নাম আজিমা খাতুন। এলাকাবাসীর সঙ্গে তার খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। তবে বাড়িতে নাবালক ও ১৮-১৯ বছর বয়সি তরুণদের আনাগোনা লেগেই থাকত। তাদের কেউ তাকে ডাকত মাসি বলে, কেউ ডাকত কাকি। মাসের মধ্যে ১৫ দিনই নাকি সেই মহিলার ঘরের দরজায় তালা ঝুলতে দেখতেন এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার রাতে জয়গাঁ থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকের কারবার চালানোর দায়ে। অভিযোগ, সেই ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে মাদকের ব্যবসা চালাত সে। সেইসঙ্গে জয়গাঁ শহরে মাদক কারবারে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

এই ঘটনা নিয়ে সোমবার জয়গাঁ থানায় এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে বলেন, 'পুলিশ জয়গাঁকে নেশামুক্ত করবেই। এই মহিলা আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে বলে আমাদের অনুমান। নেশার কারবারের একেবারে মাথা অবধি পৌঁছাতে চাইছি আমরা।'

আজিমা নামের সেই মহিলা মাঝেমধ্যেই কোথায় যেত, কী করত, তা জানতেন না কেউই। তার ঘরে অল্পবয়সিদের আনাগোনা দেখে এতদিন ঘুণাক্ষরেও স্থানীয়দের কারও কোনও সন্দেহ হয়নি। ছোটদের স্নেহের চোখে দ্যাখে, এমনটাই মনে করতেন প্রতিবেশীরা। তবে সন্দেহ বাড়তে থাকে সপ্তাহখানেক আগেকার একটি ঘটনা থেকে। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'যে ছেলেগুলি ওই মহিলার ঘরে ঢুকছিল, বাকিদের সামনে পড়লে তারা কিছু লুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত।'

রবিবার রাতে শহরে এক তরুণকে মাদক সহ হাতেনাতে ধরে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আজিমার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'রবিবার যে ছেলেটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল, সেই ছেলেটির সঙ্গে এলাকার আরও একটি বাচ্চা ছেলে ঘুরত। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতে ও বলেছিল, মাসি প্যাকেটে বাদামি রঙের পাউডার দেয়। তখন বুঝলাম কোনও নেশার দ্রব্যই হবে। আমরা ওই তরুণকে আগেই সাবধান করেছিলাম। ও কোনও কথা শোনেনি।'

রবিবার মহিলা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ ওই মহিলার ঘর থেকে ৫টি মোবাইল ফোন, ৫১ হাজার টাকা ও ৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে।

> পুলিশ জয়গাঁকে নেশামুক্ত করবেই। এই মহিলা আরও তথ্য দেবে বলে আমাদের অনুমান। নেশার কারবারের একেবারে মাথা অবধি পৌঁছাতে চাইছি আমরা।
>
> **প্রশান্ত দেবনাথ,** এসডিপিও জয়গাঁ

পুলিশ সূত্রের খবর, কোচবিহার ও মালদা থেকে মাদক নিয়ে আসত সে। তাহলে কি কোচবিহার থেকে জয়গাঁতে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল শহরের মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য?

এলাকাবাসীর কথায়, এই মহিলাকে তারা লকডাউনের পর থেকে এলাকায় দেখছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা থেকে কোচবিহার হয়ে জয়গাঁ অবধি নেটওয়ার্ক বিছানো রয়েছে সেই মহিলার।

ঘরে বসে ফোন করে সেই নেটওয়ার্ক মারফত মাদক আনিয়ে নিত আজিমা। তবে মাঝেমধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যেত, মাদক আনতে যেত কি না, সেটা স্পষ্ট নয়।

ধৃত ৩ তরুণ

প্রথম পাতার পর

পরে মেয়েটিকে একটি বাইকে তুলে তাকে বাগানের বাড়িতে ছেড়ে দেওয়া হয়। নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা সোমবার এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ বাগানে গিয়ে তিনজনকে আটক করে নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে যায়। পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্ত এক তরুণ বর্তমানে বাগান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।তবে কী কারণে ওই নাবালিকা গভীর রাতে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রাস্তায় চলে গিয়েছিল তাও তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

থানায় জাল সার্টিফিকেট তৈরি

মালে গ্রেপ্তার সিভিক ভলান্টিয়ার • পিছনে চক্র থাকার সন্দেহ

সুশান্ত ঘোষ

অভিযোগের ঝুলি

- নিজের বাড়ির ক্যাফেতে বসেই জাল সার্টিফিকেটগুলি তৈরি করে মণিরুল
- মণিরুল সেগুলো রাতে থানায় নিয়ে গিয়ে আইসির স্ট্যাম্প লাগাত
- নিজেই জাল স্বাক্ষর করত
- এভাবে মণিরুল ২২ জন চাকরিপ্রার্থীর জন্য একই সার্টিফিকেট তৈরি করে

মালবাজার, ২১ এপ্রিল : এ যে সর্ষের মধ্যেই ভূত! পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটও জাল। খোদ থানায় বসেই সেই জাল সার্টিফিকেট তৈরি করে ডিআইবিতে কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার। মণিরুল ইসলাম নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে রবিবার মাঝরাতে থানা থেকেই গ্রেপ্তার করে মাল পুলিশ। ধৃতের বাড়ি কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজামবাড়ি এলাকায়।

রবিবার সন্ধ্যায় মাল থানায় আর্মির পোর্টার পরীক্ষার জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটে ঠিকানা পরিবর্তন করতে আসেন কিছু চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের হাতে থাকা সার্টিফিকেট দেখেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশের। দেখা যায়, সার্টিফিকেটে ডিজিটাল সিগনেচার নেই। নেই বার কোডও। শুধু হাতে লেখা সিগনেচার আছে।

যেখানে এই সার্টিফিকেট তৈরির পুরো বিষয়টিই অনলাইনের মাধ্যমে হয়, সেখানে ডিজিটালের বদলে হাতে লেখা সিগনেচার ও স্ট্যাম্প থাকায় সন্দেহ হয় পুলিশের। সার্টিফিকেটগুলি জাল বুঝে সুয়োমোটো মামলা রুজু করে পুলিশ। তারপরই খোঁজখবর শুরু হয়। অনুসন্ধানের পর পুলিশ জানতে পারে, জাল সার্টিফিকেটের সঙ্গে তাদেরই সিভিক ভলান্টিয়ার, বছর ৩৪-এর মণিরুল জড়িত।

জেরায় মণিরুল বিষয়টি স্বীকার করে নেয়। তারপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মণিরুলকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, নিজের বাড়িতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের একটি ক্যাফে আছে। সেখানে বসেই জাল সার্টিফিকেটগুলি তৈরি করে মণিরুল। সেগুলো রাতে থানায় নিয়ে গিয়ে আইসির স্ট্যাম্প লাগাত সে। তারপর নিজেই জাল স্বাক্ষর করত। এভাবে মণিরুল মোট ২২ জন চাকরিপ্রার্থীর জন্য একই সার্টিফিকেট তৈরি করে দেয়।

মূলত অনলাইনে নির্দিষ্ট ফি জমা করে এই সার্টিফিকেট সরাসরি চাকরিপ্রার্থীরা সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়। তবে চটজলদি সার্টিফিকেটের জন্য বাগ্রাকোট এলাকার কিছু তরুণ মালবাজার থানার ডিআইবি অফিসে মণিরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মণিরুল মোটা টাকার বিনিময়ে সেই তরুণদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বানিয়ে দেয়। এই ঘটনায় মালবাজার থানার পুলিশ ৩১৮(৪), ৩৩৬(৩), ৩৪০(২) ও ৩৪১(১) ধারায় মামলা রুজু করে। প্রতিটি জাল সার্টিফিকেটের বিনিময়ে মণিরুল ৪০০০ থেকে ৬০০০ টাকা করে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

রবিবার মাঝরাতে গ্রেপ্তারির পর অভিযুক্ত মণিরুলকে সোমবার আদালতে তোলে পুলিশ। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ তাকে হেপাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করে। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে মণিরুলকে পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে মণিরুল ভেঙে পড়ে। তার সাফাই, 'আমি করতে চাইনি। অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গিয়েছে।' সকাল থেকেই মণিরুলের পরিবারের লোকজন থানায় ভিড় করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জাল সার্টিফিকেট পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদেরও ডেকে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এবিষয়ে এসপি খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'মামলাটি দ্রুত নজরে আসায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করা হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। অভিযুক্তকে রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

জাল সার্টিফিকেট কাণ্ডে এর আগে মাল পুরসভার নাম জড়িয়েছে। এবার জুড়ল মাল থানার নাম। বিষয়টিতে উদ্বিগ্ন আইনজীবী মহল। এনিয়ে আইনজীবী সুমন শিকদারের বক্তব্য, 'থানা হল প্রশাসনের চোখ ও কান। সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিতে এ ধরনের ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রশাসনের দুর্বলতা। এ ধরনের সার্টিফিকেট যদি আগামীদিনে বাইরের দেশের কোনও মানুষের হাতে চলে যায়, তাহলে দেশের সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে। প্রশাসনকে আরও কঠোরভাবে প্রতিটি দপ্তরে নজর রাখতে হবে।' এবিষয়ে আরেক আইনজীবী তানভির আলম বলেন, 'এই কেসটির বিষয়ে শুনেছি। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি অনুভব করছি, এটা শুধুমাত্র একজনের কারসাজি নয়। একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের পক্ষে এত বড় কাজ একা করা সম্ভব নয়। আমার মতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত। তাহলে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে।'

ব্রিগেডে উপস্থিতি স্পষ্ট করলেন না নৌশাদ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে ২৬ এপ্রিল ফুরফুরার পিরজাদাদের একাংশের তরফে ব্রিগেডের ডাক দেওয়া হয়। ওই ব্রিগেডে ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী থাকবেন কি না তা সোমবারও স্পষ্ট করলেন না তিনি। এদিন তিনি বলেন, 'আমাদের কর্মীরা যেখানে সমাবেশ করেছে, প্রতিবাদ করেছে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি যদি এখন ঘোষণা করি, আমি ব্রিগেডে উপস্থিত থাকব, তাহলে রাজ্য প্রশাসন অনুমতি বাতিল করতে পারে। আমি চাই সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করুক।' রাজনৈতিক মহলের মতে, এক্ষেত্রে বিধায়ক কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি শেষ মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারেন। তবে নিশ্চিতভাবে তাঁর উপস্থিতির বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাইলেন না। ফলে উপস্থিতি না থাকলেও বিতর্কের সম্ভাবনা রাখলেন না।

কেরলে ধূপগুড়ির তরুণের মৃত্যুতে রহস্য

ধূপগুড়ি, ২১ এপ্রিল : সংসারের হাল ধরতে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার কেরলে রহস্যজনকভাবে ধূপগুড়ির বাসিন্দা সুশান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। আগামী বুধবার তাঁর নিথর দেহ ফিরবে। অন্যদিকে, কেরলে তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। সুশান্তের পরিবারের লোকেরা অবশ্য খুনের অভিযোগ তুলেছেন। ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকার ওই তরুণ দুই মাস আগে কেরলে রড বাইন্ডিংয়ের কাজে গিয়েছিলেন। তাঁর এক আত্মীয়ও তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন। তিনি সুশান্তের পরিবারকে জানান গত দু'দিন আগে কেরলে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়। তারপরই সুশান্তর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। ফলে গোটা ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। যদিও সুশান্তের আত্মীয়ের কথাতেও অনেক অসংগতি। তাই তরুণের পরিবারের দাবি, সহকর্মীদের একাংশই তাঁদের ছেলেকে খুন করেছে।

শোন একটা কথা।। সোমবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

গাড়িতে দগ্ধ হয়ে মৃত ৪

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : সোমবার ভোরে পূর্ব নেপালের ইলম জেলার তাপলেজুং এলাকায় তড়িদাহত হয়ে শিশু ও মহিলা সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ি নিয়ে একটি পরিবার পাতিভারা মন্দির দর্শনে যাচ্ছিল।

সেখানকার সেওয়ারো চকে রাস্তার ওপরে ঝুলতে থাকা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এলে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গাড়িতেই চালক সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে খবর। ইলমের ডেপুটি পুলিশ সুপার রবি রাওয়াল জানিয়েছেন, গাড়িটি জেলা সদরের ফুংলিং থেকে পাতিভারা যাচ্ছিল। তবে, মৃতদের পরিচয় জানা যায়নি।

আর ওড়ে না প্রজাপতি

প্রথম পাতার পর

'এটা অনস্বীকার্য যে সড়ক নির্মাণের ফলে চুইখিমের পাখি ও প্রজাপতির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নির্মাণকারী সংস্থার তরফে ইতিমধ্যেই পাহাড়ি এই পথে নতুন করে প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে। তবে সেগুলো বড় হতে সময় লাগবে নিদেনপক্ষে দশ বছর। আমরা আশাবাদী আবার পাখি ও প্রজাপতির দল চুইখিমে ফিরবে।'

বাস্তবে, বাগ্রাকোট থেকে লোলেগাঁও পর্যন্ত নতুন ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের ৪১ কিলোমিটার অংশে যে হারে গাছ কাটা হয়েছে তার বিনিময়ে নতুন করে চারাগাছ রোপণ করার কাজও করেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড।

জাতীয় সড়কের ধারে যে যে অংশে জমি রয়েছে সেখানেই বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে বলে দাবি এনএইচআইডিসিএলের। তা সত্ত্বেও পরিবেশের যে ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে তা পূরণ করতে যে আরও কয়েক দশক লাগবে সে বিষয়ে নিশ্চিত সকলেই। ততদিন পাখি আর প্রজাপতিরা ফিরবে না তাদের পুরোনো ঠিকানায়।

তালিকা দিতে ব্যর্থ এসএসসি

প্রথম পাতার পর

সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলায় হাইকোর্টের কড়া অবস্থানে।ওএমআর শিট প্রকাশ ও অযোগ্যদের বেতন বন্ধ না করার ব্যাপারে বুধবারের মধ্যে কমিশনের অবস্থান জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে ব্যর্থতার জন্য রাজ্য, পর্ষদ ও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, 'সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়ের কিছু অংশ পরিবর্তন করে বাকি বহাল রাখলেও নির্দেশ এখনও কেন কার্যকর হল না? অযোগ্যদের থেকে সুদ সমেত বেতন ফেরাতে ও বেতন বন্ধ করতে রাজ্যের পদক্ষেপ কী? বেতনের তালিকায় অবৈধদের নাম থাকার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে? ওএমআর শিট প্রকাশ নিয়ে কমিশনের পদক্ষেপ কী?'

নিয়োগে যে ১২টি কাউন্সেলিং হয়েছিল, তার প্রত্যেকটির একজন করে প্রতিনিধি সহ ১৪ জন সোমবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শোনা গিয়েছিল, প্রায় ১৯ হাজার যোগ্য শিক্ষকের তালিকা শিক্ষা দপ্তরকে রবিবার পাঠিয়েছিল কমিশন। তারপর সোমবার তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত তালিকা প্রকাশের কথায় অবাক হন অপেক্ষারত শিক্ষকরা।তাঁরা রাতভর কমিশনের দপ্তরের সামনে থাকবেন বলায় র‍্যাফ নামানো হয়েছে সন্ধ্যায়। শিক্ষকরা কাউন্সেলিংয়ের অজুহাত মানতে নারাজ। এক বিক্ষোভকারী কান্না জড়ানো গলায় বলেন, 'আজ আমরা আর ললিপপ নিয়ে বাড়ি ফিরব না।' পুলিশ বিক্ষোভকারীদের শিক্ষক সুলভ আচরণ করতে বলছে। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভে অনড় শিক্ষকরা। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা চোর সাব্যস্ত হতে চাই না। পড়াশোনা করে শিক্ষক হয়েছি। দুর্নীতির শিকার হয়ে নিজেদের বলি দেব না।'

বঙ্গ দর্শন হাসির

প্রথম পাতার পর

তিনি মণিপুরে মহিলাদের ধর্ষণ, অত্যাচারের অভিযোগ পেয়েও নড়েননি। ই-মেল মারফত নির্দিষ্ট অভিযোগ গেলেও তাঁর কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। শেষে মহিলাদের নগ্ন করে হাঁটানোর ভিডিও ভাইরাল হলে আর চেপে রাখা যায়নি। পরে এক ফাঁকে তিনি গোপনে মণিপুর গিয়ে দুজন মহিলার সঙ্গে কথা বলে তড়িঘড়ি ফিরে এসেছিলেন। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। এমনকি এ দেশের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে গতবছর তাঁর মন্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠেছিল দেশে-বিদেশে। এহেন রেখা দেবী এখন হরিয়ানার বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ।

তাঁর জায়গায় এখন চেয়ারপার্সন হয়ে মুর্শিদাবাদে তদন্তে এসেছেন বিজয়া রাহাতকর। তিনি ছিলেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক। ছিলেন মহারাষ্ট্রের মহিলা কমিশনের দায়িত্বে। রাজস্থানে দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর ফেসবুক পেজ এখন মুর্শিদাবাদ নিয়ে নানা মন্তব্যে ভর্তি। তাঁর সঙ্গী অর্চনা মজুমদার এখানে বিজেপির হয়ে বিধানসভার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁরা কী রিপোর্ট দেবেন তা এখনই আঁচ করা খুব কঠিন কি? এবং এই সরকারি টিমের সঙ্গে আগাগোড়া মুর্শিদাবাদ ঘুরেছেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তাঁরা কী কী বলতে পারেন আন্দাজ করা খুব কঠিন কি?

মহিলা কমিশনের মুর্শিদাবাদ সফর নিয়ে তর্জাও নেহাত কম হচ্ছে না। শাসকদল সরাসরি তার নাম দিয়েছে 'নটোরিয়াস কমিশন অফ হোয়াইট পেপার্স'। হোয়াইট পেপার্স প্রসঙ্গ এসেছে সন্দেশখালির সূত্রে। তৃণমূল তখন অভিযোগ করেছিল, কমিশন সেখানকার মহিলাদের জোর করে সাদা কাগজে সই করিয়েছে। ঘটনাচক্রে জনা দুই মহিলা পরে পুলিশের কাছে তাঁদের অভিযোগ তুলে নিয়েছিলেন। তাঁদের দিয়ে সাদা কাগজে সই করানোর অভিযোগ করেছিলেন। এ নিয়ে রেখাদেবী নির্বাচন কমিশনের কাছে পালটা নালিশ করেছিলেন, ওই মহিলাদের ভয় দেখিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়েছে শাসকদল।

মনে রাখতে হবে এইসব কমিশন কোনও আদালতের নির্দেশে নয়, এসেছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাদের স্বতঃপ্রণোদনা এত বেশি তা চোখে লাগে রীতিমতো। এর আগে ভোট পরবর্তী হিংসা দেখতেও দলে দলে নানা কমিশন এসেছে এখানে। তারা দিল্লি ফিরে গিয়ে কোথায় কার কাছে কী রিপোর্ট দিয়েছে কে জানে! এখানে তাঁরা যেসব কথা বলেন, চলে যাওয়ার পর আর তা শোনা যায় না। বছর ফুরোলেই বিধানসভার ভোট। এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ওয়ার্ম আপ। সব পক্ষেরই। তাই ক্রমেই তৎপরতা বাড়বে দিল্লির।

হুমকি দিয়ে ফের

প্রথম পাতার পর

এদিন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সদস্যরা চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করেন। মহম্মদ ইরশাদকে ডাংগুজোত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রথমে অনন্ত হিন্দি প্রাথমিক স্কুলে বদলি করা হয়। যার মাস দুয়েকের মধ্যেই তাঁকে আবার অনন্ত হিন্দি প্রাথমিক স্কুল থেকে রামজনম প্রাইমারি বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। শুধু তাই নয়, রামজনম প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দিয়ে রামজনম জুনিয়ার হিন্দি হাইস্কুলে ক্লাস নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি রঞ্জন শীলশর্মার অভিযোগ, 'সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে প্রাথমিক শিক্ষককে জুনিয়ার হাইস্কুলে বদলি করা হয়েছে। যে স্কুল থেকে শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে, সেই স্কুলটিতে এমনিতেই কম শিক্ষক থাকায় সমস্যায় ভুগছে। কিন্তু এই বেআইনি বদলির কথা চেয়ারম্যান জানেনই না। সবটা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক করেছেন।'

বিষয়টি রঞ্জনরা অভিযোগ আকারে চেয়ারম্যানকে জানাতে যান। কিন্তু সেখানে তৃণমূল কাউন্সিলার উত্তেজিত হয়ে পড়েন। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক তরুণকুমার সরকারের সামনে চেয়ার ছেড়ে উঠে রঞ্জন বারেবারে দিলীপকে শাসাতে থাকেন। রঞ্জনের ব্যবহারে চেয়ারম্যান পালটা আঙুল তুলে তীব্র প্রতিবাদ জানান। সেসময়ে ঘরের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে রঞ্জন বলেন, 'একজন প্রাথমিক শিক্ষকের ওপর চেয়ারম্যান অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি পুরো বক্তব্য ক্যামেরার সামনে বলেছি। চেয়ারম্যান ওই শিক্ষকের বদলি রদ করবেন বলে জানিয়েছেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরা চেয়ারম্যানকে না জানিয়ে বদলি করছেন, তা তিনি স্বীকার করেছেন।' যদিও রঞ্জনের ব্যবহার প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'যে ব্যবহার করা হল, তা বর্ণনা করার ভাষা নেই। যে ব্যবহার রঞ্জন করেছেন, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাব।' তাঁর আরও সংযোজন, 'খড়িবাড়িতে জুনিয়ার হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলটি একই প্রাঙ্গণে রয়েছে। জুনিয়ার হাইস্কুলে গেস্ট টিচার পদত্যাগ করেছেন। বাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষক যদি জুনিয়ার হাইস্কুলের ক্লাস নেন, তাতে কোনও ভুল হয়নি। শিক্ষক বদলির নিয়ম নিয়ে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সেটাও ঠিক নয়। তবে পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখব।'

গ্রামবাসীর শ্রমে রাস্তা তৈরি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : কোথাও রাস্তা ভাঙা, কোথাও আবার উড়ে গিয়েছে সেতু। '২৩-এর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের ক্ষতচিহ্ন এখনও উত্তর সিকিমে স্পষ্ট। কিছু এমন এলাকা রয়েছে, যেখানে একসময় বড় রাস্তা ছিল, তা বোঝারই উপায় নেই। এমন পরিস্থিতিতেও যে নতুন করে জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখা যায়, বার্তা দিচ্ছেন এখানকার বাসিন্দারা। যেমন, গুরুদোংমার যাওয়ার জন্য বিকল্প সড়ক ও সেতু তৈরি করলেন জিমার বাসিন্দারা। সোমবার সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর হাসছেন তাঁরা। বলছেন, এবার নিশ্চয় পর্যটকরা নতুন করে এখানে ভিড় জমাবেন। পর্যটনের কথা মাথায় রেখে উত্তর সিকিমে টুং সেতুর কাজ শেষ করেছে প্রশাসনও। ফলে চুংথাং থেকে লাচেন ও লাচুং যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা থাকল না।

সিকিমে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের প্রথম পছন্দ উত্তর সিকিম। কিন্তু '২৩-এর ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে উত্তর সিকিম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এক বছরের বেশি সময় পর লাচেন, লাচুংয়ের মতো জায়গাগুলিতে পর্যটক প্রবেশের অনুমতি মিললেও, সম্পূর্ণভাবে বিপদ এড়ানো যাচ্ছে না। এইতো কিছুদিন আগে সাংকালানের সেতু ভেঙে পড়ায় লাচেন, লাচুংয়ে আটকে পড়তে হয় প্রচুর পর্যটককে। বিপজ্জনক বিকল্প রাস্তা দিয়ে তাঁদের গ্যাংটকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও, কবে যে ফিডংয়ের সেই রাস্তাটিও বন্ধ হয়ে যাবে, তা নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কা রয়েছে। তবে রাস্তা তৈরি শেষ হওয়ায় প্রশাসনের তরফে সোমবার টুংয়ের সেতুটি খুলে দেওয়ায় কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গিয়েছে।

তবে সবচেয়ে বড় স্বস্তি দিয়েছেন জিমার বাসিন্দারা। সেতু ও রাস্তা সংস্কারের জন্য বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পরেও তেমন কোনও কাজ না হওয়ায়, নিজেদের উদ্যোগেই তাঁরা তৈরি করে ফেললেন আস্ত রাস্তা এবং সেতু। গ্রামবাসীদের সঙ্গে এই কাজের ক্ষেত্রে হাত লাগান স্থানীয় হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। কয়েক মাসের চেষ্টায় কোথাও ধসের বালি-পাথর সরিয়ে, কোথাও আবার প্রয়োজনে পাহাড় কেটে তাঁরা নতুন রাস্তা বের করেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সোমবারই রাস্তার কাজ শেষ করা হয়েছে। এর ফলে গুরুদোংমার যাওয়ার বিকল্প রাস্তা যেমন তৈরি হল, তেমনি সড়ক সংযোগ ঘটল লাচেন পাসের সঙ্গে। তবে এর ফলে তাঁদের এলাকাতেও নতুন করে পর্যটকরা আসবেন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। রাস্তা তৈরির কাজে হাত লাগানো স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ ভুটিয়ার বক্তব্য, 'খাদ্যসামগ্রী আনতেও আমাদের গত দেড় বছর যে কষ্টটা ভোগ করতে হয়েছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। মাইলের পর মাইল শুধু হাঁটতে হয়েছে। যে কারণেই রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত।' হোটেলকর্মী সন্দীপ দোরজি বলছেন, 'একটা সময় এই এলাকায় প্রচুর পর্যটক আসতেন। আশা করছি আবার তাঁরা নতুন করে আসবেন।'

গুরুদোংমার যাওয়ার জন্য বিকল্প সড়ক তৈরি করা হয়েছে।

সাজঘরে নতুন নাম পেলেন হিটম্যান

রোহিতের পরামর্শেই বাজিমাত সূর্যকুমারের

মুম্বই, ২১ এপ্রিল : ম্যাচ তখন সবে শেষ হয়েছে। আইপিএলের এল ক্লাসিকোয় চেন্নাই সুপার কিংসকে ৯ উইকেটে হারানোর উচ্ছ্বাস নিয়ে মাঠের ধারে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি। রোহিতের হাতটা চেপে ধরে খোশগল্পে মাতলেন। দীর্ঘদিনের অফফর্ম কাটিয়ে রানে ফেরা রোহিতের উপর যে ফ্র্যাঞ্চাইজি এখনও ভরসা হারায়নি, নীতা যেন সেটাই বোঝাতে চাইলেন।

৪৫ বলে অপরাজিত ৭৬ রানের চোখ ধাঁধানো ইনিংস, ৩৩৯ দিন পর আইপিএলে অর্ধশতরান, সূর্যকুমার যাদবের (৩০ বলে অপরাজিত ৬৮) সঙ্গে ১১৪ রানের পার্টনারশিপে ম্যাচ ফিনিশ করে আসা- সবমিলিয়ে ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রবিবারের রাত রো-হিটময়।

৯ উইকেটে জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সূর্যও মেনে নিলেন, রোহিতের ফর্মে ফেরা গোটা দলের জন্য স্বস্তির বিষয়।

> রোহিত আমাকে বলেছিল, নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। আমি মুম্বইয়ের ময়দানে লাল মাটির পিচে খেলে বড় হয়েছি। তাই ওয়াংখেড়ের পিচ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে। রোহিতের পরামর্শেই নিজের সহজাত ব্যাটিং করেছি।
> –সূর্যকুমার যাদব

সঙ্গে আরও জানালেন, হিটম্যানের পরামর্শেই তাঁর ব্যাট থেকে ম্যাচ জেতানো ইনিংস এসেছে। সূর্য বলেছেন, ‘রোহিত কিংবদন্তি। ওর ক্রিকেটীয় জ্ঞান অতুলনীয়। পিচে গ্রিপ ছিল। কিন্তু রোহিত আমাকে বলেছিল, নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। আমি মুম্বইয়ের ময়দানে লাল মাটির পিচে খেলে বড় হয়েছি। তাই ওয়াংখেড়ের পিচ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে। রোহিতের পরামর্শেই নিজের সহজাত ব্যাটিং করেছি। রায়ান রিকেলটন আউট হওয়ার পর কোচ এসে বলে, তুমি তিন নম্বরে নামো। কারণ সেই সময় রবীন্দ্র জাদেজা বোলিং করছিল। স্পিনারদের মাথায় চড়তে না দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। ম্যাচের আগের দিন তিন নম্বরে নামার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। যদি সিদ্ধান্ত ভুল হত তাহলে দায় আমি নিতাম। তবে কাউকে এগিয়ে আসতেই হত। আমিই সেই দায়িত্ব নিয়েছিলাম। দল যার সুফল পেল।’

জয়ের পর রোহিত শর্মাকে অভিনন্দন সূর্যকুমার যাদবের। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে।

রানে ফেরার দিনে ম্যাচের সেরার জন্য রোহিত ছাড়া দ্বিতীয় কারোর নাম ভাবার দরকার পড়েনি। ম্যাচ শেষে সাজঘরে হিটম্যানকে নতুন নামও দিয়ে ফেলেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। বলেছেন, ‘রোহিত দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। ও একজন ম্যাভেরিক। অভিধান অনুযায়ী ‘ম্যাভেরিক’ শব্দের অর্থ বাউন্ডুলে, যাযাবর, কারও বশবর্তী নয় এমন বা স্বাধীন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ রোহিতকে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, তাঁর ভয়ডরহীন ব্যাটিং বোঝাতে এই শব্দের ব্যবহার করেছেন জয়বর্ধনে।

এবারের আইপিএলে প্রথম কয়েকটি ম্যাচে রান না পাওয়া রোহিতের কাছে এদিনের ইনিংসের গুরুত্ব বেশি। তাই ফর্মে ফেরার জন্য টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরি পোস্ট করেছেন রোহিত। জয়বর্ধনেও জানিয়েছেন, তিনি রোহিতের মনের অবস্থা বোঝেন। কারণ, তাঁকেও অফফর্মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। মুম্বইয়ের কোচ বলেছেন, ‘খেলার আগে পলি (কায়রন পোলার্ড) সকলকে নিজের সেরাটা দিতে বলেছিল। তোমরা সেটা করেছ। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জীবনেই কঠিন পরিস্থিতি আসে। রোহিতেরও এসেছে। আমারও এসেছিল। এই সময় মাথার মধ্যে অনেক দৈত্য ঘোরাফেরা করে। তাদের হারাতে হয়। রোহিত সেটা করতে পেরেছে। ওর ব্যাটিং দেখে আমি খুব খুশি।’

আগামী মরশুমের সঠিক কম্বিনেশনে নজর ধোনির

চলতি আইপিএলে প্লে-অফের আশা প্রায় শেষ, মানছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

মুম্বই, ২১ এপ্রিল : আট ম্যাচে হাফডজন হার। চলতি আইপিএলে প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংসের। যা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না মহেন্দ্র সিং ধোনিরও। তাই এবারের প্লে-অফের চেয়েও আগামী মরশুমের জন্য দলের সঠিক কম্বিনেশন তৈরিতে জোর দিতে চাইছেন মাহি।

বোলিং ব্রিগেড দায়িত্ব পালন করলেও এবার চেন্নাইকে প্রতি ম্যাচে ডুবিয়েছেন ব্যাটাররা। রবিবারও ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের

আয়ুষের প্রশংসায় মাহি

বিরুদ্ধে টিনএজার আয়ুষ মাত্রের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, শিবম দুবে-রবীন্দ্র জাদেজার অর্ধশতরান সত্ত্বেও সিএসকে আটকে যায় ১৭৬/৫ স্কোরে। যা রো-হিট শো ও সূর্যকুমার যাদবের তাণ্ডবের সামনে ধোপে টেকেনি। ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মা, সূর্যদের সঙ্গে হাত মেলানোর আগে আম্পায়ারের সঙ্গে মাহিকে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতেও দেখা যায়। কী কথা হয়েছিল বোঝা না গেলেও ধোনিকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি দলের হারে খুশি নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ধোনি বলেছেন, ‘আমাদের সামনে ছয়টি ম্যাচ আছে। সবক’টিই জিততে হবে আমাদের। একটা করে ম্যাচ ধরে ভাবতে চাই। যদি কয়েকটা হেরেও যাই তাহলে অন্তত আগামী মরশুমের জন্য সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে নিতে হবে আমাদের। দলে খুব বেশি পরিবর্তনের দরকার নেই। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য প্লে-অফে যাওয়া। সেটা একান্তই না হলে আগামী বছরের জন্য সেরা একাদশ বেছে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। যাতে আমরা শক্তিশালী হয়ে ফিরতে পারি।’

> আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি। ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জানতাম পরে শিশির পড়বে। তাই এই পিচে ১৭৫ জেতার স্কোর ছিল না। ব্যাটাররা মাঝের ওভারের ফায়দা তুলতে পারেনি। আমাদের আরও কিছু রান প্রয়োজন ছিল।
> মহেন্দ্র সিং ধোনি

ব্যাটারদেরও কাঠগড়ায় তুলেছেন মাহি। বলেছেন, ‘আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি। ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জানতাম পরে শিশির পড়বে। তাই এই পিচে ১৭৫ জেতার স্কোর ছিল না। ব্যাটাররা মাঝের ওভারের ফায়দা তুলতে পারেনি। আমাদের আরও কিছু রান প্রয়োজন ছিল।’

সিএসকে-র দমবন্ধকর অন্দরমহলে একঝলক টাটকা বাতাস ১৭ বছরের আয়ুষ। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে রাজস্থান রয়্যালসের বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে আয়ুষ ওপেন করবেন। তার আগে রবিবার ওয়াংখেড়েতে আয়ুষের প্রতিভার ঝলক দেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

টিনএজার আয়ুষকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত এমএসডি বলেছেন, ‘আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচে আয়ুষ ভালো ব্যাটিং করেছে। আগ্রাসী মানসিকতার সঙ্গে আয়ুষের মধ্যে সঠিক শট বাছার ক্ষমতা রয়েছে। প্রথম বল থেকে নিজের সেরা শটগুলি খেলার চেষ্টা করেছে। আমরা ওকে খুব বেশি নেটে দেখিনি। কিন্তু টপ অর্ডারে এরকম আগ্রাসী ব্যাটিং চালিয়ে গেলে ও মিডল অর্ডারের কাজ সহজ করে দেবে।’

বিরাট উচ্ছ্বাসের ধরনে খুশি নন শ্রেয়স

মুল্লানপুর , ২১ এপ্রিল : এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হারের বদলা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ। নেহাল ওয়াধেরার বলে জিতেশ শর্মা ছক্কা মেরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে জেতাতেই শ্রেয়স আইয়ারের দিকে তাকিয়ে বিরাট কোহলি হাত ঝাঁকাতে থাকেন। যা পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ককে খুশি তো করেইনি, বরং তিনি এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট বলে মনে হয়েছে। এরপর তিনি এগিয়ে যান বিরাটের দিকে। দুইজনে কথা বললেও মনে হয়েছে শ্রেয়স কোনও ঘটনা নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার

মাহির সুর এবার কোহলির গলাতেও

চেষ্টায় কোহলি হেসে কথা বললেও শ্রেয়সের মুখে হাসি দেখা যায়নি। এমনকি কোহলি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও পাঞ্জাবের অধিনায়ককে তা ঠেলে সরিয়ে দিতেও দেখা যায়। তবে পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি সেটা বুঝিয়ে দিয়ে দুইজনে আলিঙ্গনও করেন।

শুধু এই ঘটনার সময়ই নয়, ঘরের মাঠে হারের বদলা মুল্লানপুরে চুকিয়ে ফেলতে গতকাল বিরাট আগ্রাসী মেজাজ নিয়েই নেমেছিলেন বলে মনে হয়েছে। নেহাল রানআউট হয়ে ফেরার সময় তাঁকে দেখা যায় ডাগআউটের রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করতে। পরে বেঙ্গালুরুর রানতাড়ার সময় পাঞ্জাবের ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামা হরপ্রীত ব্রারকে দেখা যায় নিজের দলের এক বোলারকে বিরাটকে স্টাম্প আউটের ফাঁদে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। যা শুনে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুরে কোহলিকে বলতে শোনা যায়, ‘অনেক বছর খেলছি আমি। এইভাবে স্টাম্পড হই না। তোর কোচকেও আমি চিনি।’

বিপক্ষের প্রতি মনোভাব যেমনই থাক, নিজের দলের ক্রিকেটারের প্রতি অবশ্য বিরাটের উদারতার পরিচয়ই পাওয়া গিয়েছে রবিবার। ম্যাচের সেরার পুরস্কার ৩৫ বলে ৬১ রান করা দেবদত্ত পাডিক্কালেরই পাওয়া উচিত বলে তিনি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে জানিয়ে দেন। কয়েকদিন আগে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়ার পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও বলতে শোনা যায়, এটা তাঁর নয়, রবীন্দ্র জাদেজা ও নুর আহমদের প্রাপ্য। একইভাবে গতকাল বিরাটও বলে দেন, ‘আমার তো মনে হয় দেবই (দেবদত্ত) আজ ফারাক গড়ে দিয়েছে ম্যাচে। এই পুরস্কার ওর প্রাপ্য। জানি না আমাকে কেন দেওয়া হল। প্রয়োজন মতো আমি রানের গতি বাড়াতে পারি ঠিকই কিন্তু অন্যদের শক্তিটাও আমাকে তুলে ধরতে হবে। আমি একটা দিক ধরে রাখলেই ম্যাচ আমাদের দিকে ঘুরে যাচ্ছে।’ পাডিক্কালের প্রশংসায় তিনি আরও জুড়ে দেন, ‘আজ দেবের সঙ্গে জুটিটা উপভোগ করেছি। কখনও দেব, আবার কখনও রজতের (পাতিদার) সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ছি। সবসময় নিজের ছন্দে খেলে যাওয়াটা আমার লক্ষ্য থাকে। জানি টি২০ ক্রিকেটে সফল রানতাড়ায় একটি জুটিই যথেষ্ট। প্রয়োজনে আমিও চালিয়ে খেলতে পারি।’

> এবারের নিলামটা আমাদের জন্য ভালো গিয়েছে। যেমনটা চেয়েছিলাম তেমনটাই দল পেয়েছে। দলে কাদের প্রয়োজন এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিলামের টেবিলে বসেছিল। যা আগে হয়নি। আমাদের খেলা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।
> বিরাট কোহলি

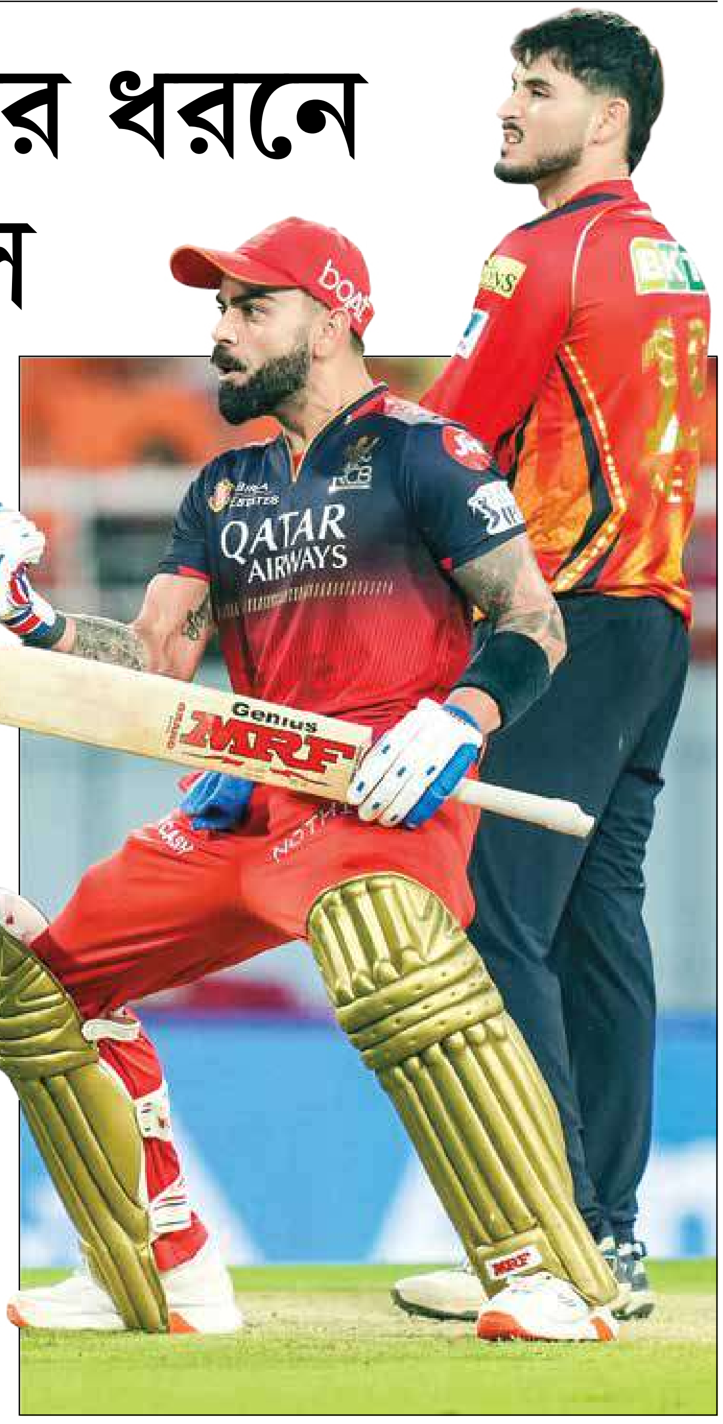

ম্যাচ জিতে বিরাট কোহলির আগ্রাসী সেলিব্রেশন এখন চর্চায়।

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে আরসিবি চলতি আইপিএলে তিন নম্বরে উঠে এসেছে। এজন্য দলের ভারসাম্যের কথা তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য, ‘এবারের নিলামটা আমাদের জন্য ভালো গিয়েছে। যেমন চেয়েছিলাম তেমনটাই দল হয়েছে। দলে কাদের প্রয়োজন এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিলামের টেবিলে বসেছিল। যা আগে হয়নি। আমাদের খেলা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।’

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

খেতাবের দৌড়ে টিকে রইল রিয়াল

মাদ্রিদ, ২১ এপ্রিল : শেষ মুহূর্তে ফেডেরিকো ভালভের্দের চোখধাঁধানো গোল। সেই গোলেই এল জয়। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ১–০ গোলে এই জয়ের সুবাদেই লা লিগার খেতাবি দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে রইল রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম লেগে বিলবাওয়ের মাঠ থেকে হেরে ফিরেছিল রিয়াল। এদিনও ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ানোর আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দলকে। ম্যাচের প্রথমার্ধে একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি মাদ্রিদ জায়েন্টরা। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে রিয়াল। একের পর এক আক্রমণে বিলবাওয়ের রক্ষণ কাঁপিয়ে দেন রডরিগো, জুডে বেলিংহামরা। তবে গোলের সামনে গিয়ে প্রতিবারই ব্যর্থ হচ্ছিল রিয়াল। শেষপর্যন্ত ৮২ মিনিটে বল জালে পাঠান ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। তবে ভিএআর যাচাইয়ের পর তাও বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। এরপর ম্যাচ যখন গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, তখনই রিয়ালের ত্রাতা হিসেবে অবতীর্ণ হন ভালভের্দে। যোগ করা সময়ে দুর্দান্ত এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। সেটাই ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয়।

ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, ‘ভালভের্দে দলের জন্য এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওঁর পা থেকেই জয়সূচক গোল। আমরা প্রথমার্ধে খানিকটা মন্থর ফুটবল খেলি। তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে বেশ ভালো খেলেছি। আমরা জিততে চেয়েছিলাম। আর্সেনালের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পর এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল।’ জয়ের কারিগর ভালভের্দে বলেছেন, ‘দলের জয়ে অবদান রাখা আমার কাছে গর্বের। গত ম্যাচে হারের পর এই দিনটাও সহজ ছিল না আমাদের কাছে।’

অনুশীলনে বাড়তি তাগিদ সুহেলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ এপ্রিল : শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা। সবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন শেষ হয়েছে।

প্রায় সবাই মাঠ ছাড়লেও সুহেল আহমদ ভাট, পাসাং দোরজি তামাং সহ কয়েকজন খেলোয়াড় কিন্তু রয়েই গিয়েছেন। তাঁরা তখনও নিজেদের মতো অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আসলে মোহনবাগানের তরুণ ফুটবলারদের কাছে সুপার কাপ নিজেদের প্রমাণ করার মঞ্চ। সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন সুহেলরা। কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বাড়তি তাগিদ দেখা গেল তাঁদের মধ্যে।

সোমবার অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজা। বেশ কিছুক্ষণ সিনিয়ার দলের সহকারী কোচ বাস্তব রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে। আসলে এই দুই কোচের তত্ত্বাবধানেই মোহনবাগান সুপার কাপ খেলবে। দলের অধিনায়ক হতে পারেন দীপক টাংরি।

সুপার কাপেই সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে অভিষেক হচ্ছে বিদেশি ডিফেন্ডার নুনো রিজের। প্রায় পুরো মরশুমটা মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তাই অভিষেক ম্যাচে নিজের সেরাটা দিতে চান তিনি। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে ডার্বি না হওয়ায় কিছুটা হতাশ এই পর্তুগিজ ডিফেন্ডার।

এদিন অনুশীলনে পুরো দলকে চনমনে মেজাজে দেখাল। অনুশীলনে নিজেদের মধ্যে হালকা হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছিলেন সাহালরা। মূলত এদিন গোলের সুযোগ তৈরি করা এবং ফিনিশ করার দিকেই বাড়তি জোর দিয়েছিলেন বাগান কোচেরা। মঙ্গলবার মোহনবাগান একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। তবে প্রতিপক্ষের নাম রাত পর্যন্ত জানা যায়নি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে পরের দিনই অনুশীলনে নেমে পড়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। অ্যাড্রিয়ান লুনা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলবেন কি না, নিশ্চিত নয়। তবে বাকিদের নিয়েই অনুশীলন সারল কেরালা। আসলে এক বিদেশি সমন্বিত মোহনবাগানকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না কেরালা।

ফুটবলার ও মানসিকতায় পরিবর্তন চান অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : দলের পারফরমেন্স দেখে সম্ভবত কষ্ট পেতেও ভুলে গিয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

যখনই তাঁরা আশায় বুক বাঁধেন তখনই অত্যন্ত বিশ্রী পারফরমেন্স করে তাঁদের প্রিয় দলের কোচ-ফুটবলাররা তাঁদের হতাশায় ঠেলে দেন। এর প্রতিকার কী, কীভাবে এবং কবে এই খারাপ সময় শেষ হবে, এসব প্রশ্নেই এখন সামাজিক মাধ্যম তোলপাড় করছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। এমনই অবস্থা যে, এই অতি দুঃখের সময়ে নিজেদের নিয়েও ট্রোল করতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে বিশ্রী খেলে ২ গোলে হারটাকে মেনে নিতে না পেরে কোচ-কর্তা-ফুটবলার-বিনিয়োগকারীদের বিপক্ষে চলছে বিক্ষোভও। কোচ অস্কার ব্রুজোঁও মেনে নিয়েছেন, এই ইস্টবেঙ্গলকে চায় না কেউই। চ্যাম্পিয়ন হতে যাওয়া দলের প্রথম ম্যাচেই বিদায়ের পর লাল-হলুদ কোচ মন্তব্য করেন, ‘আমাদের পক্ষে খুবই হতাশাজনক ফল। আমরা যে ইস্টবেঙ্গলকে দেখতে চাই, এটা সেটা নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার।’ ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন তিনি চাইছেন, সেটা অবশ্য খোলসা করেননি তিনি। বরং ম্যাচ বিশ্লেষণ করে তাঁর মন্তব্য, ‘ভারতীয় ফুটবলে আরও উপরের দিকে উঠতে চাইলে এইটুকুই যথেষ্ট নয়। কেরালা ব্লাস্টার্স প্রতিটি বিভাগে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেছে। ওদের ফুটবলারদের মধ্যে অনেক বেশি খিদে ছিল। প্রতিটি সেকেন্ড বল ওরা পেয়েছে। আমার দলের মানসিকতা, পারফরমেন্স, ফুটবলারদের মান সবেতেই হতাশ।’

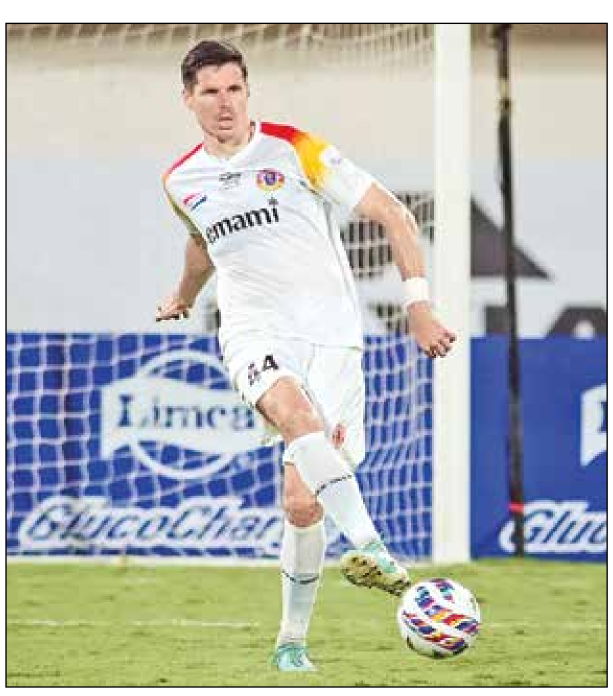

রবিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ডিফেন্সকে নির্ভরতা দিতে পারেননি হেক্টর ইউস্তে। সুপার কাপে ব্যর্থতার জেরে তিনি অবসর নিতে চলেছেন।

ফুটবলারদের মান নিয়ে তিনি কথা বললেও অস্কারের নিজের পরিকল্পনাতেও কোনও প্ল্যান ‘বি’ দেখা যায়নি। নোয়া সাদাউ যখন প্রথম থেকেই চাপে রেখেছেন তাঁর দলকে তখনও তাঁকে আটকানোর জন্য আলাদা কোনও পরিকল্পনা তিনি করতে পারেননি। তাছাড়া প্রতিটি ফুটবলারকে দেখে মনে হয়েছে, তাঁদের জোর করে খেলতে নামানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও ফুটবলারদের উপরেই দোষ চাপিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমার অত্যন্ত হতাশ লাগছে যে ভারতের সেরা দলগুলির মোকাবিলা করার মতো রসদ আমাদের হাতে নেই। গোল খেলে ফিরে আসার তাগিদ থাকতে হয়। গোল খাওয়ার আগের আধ ঘণ্টা তবু মোটামুটি খেলেছে দল। কিন্তু দ্বিতীয় গোলের পর ম্যাচ থেকেই হারিয়ে গেল।’ ফুটবলারদের অনেকেই বাড়ি চলে গিয়েছেন ভুবনেশ্বর থেকে। বিদেশিদের অবশ্য নিজেদের জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য ফিরতেই হয়েছে। আজ-কালের মধ্যে সকলেই দেশে ফিরবেন।

> মরশুমের শুরুটা খারাপ হওয়ায় ফিরে আসা কঠিন ছিল। তবু ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আর্কাদাগের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু তবু বলছি, ভালো কিছু করতে গেলে এটাই যথেষ্ট নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার দলে। যা ম্যানেজমেন্টকে বলব।
> অস্কার ব্রুজোঁ

কোচ জানিয়ে গেলেন, আগামী মরশুমে ভালো কিছু করতে গেলে দলে প্রচুর পরিবর্তন প্রয়োজন। যা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি তুলবেন। পরিস্থিতি যা তাতে সব বিদেশিই হয়তো ছাঁটাই হতে চলেছেন। এরমধ্যেই রবিবার ম্যাচের পর হেক্টর ইউস্তে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ফুটবল থেকে অবসর নিতে চলেছেন।

অস্কারের বক্তব্য, ‘মরশুমের শুরুটা খারাপ হওয়ায় ফিরে আসা কঠিন ছিল। তবু ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আর্কাদাগের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু তবু বলছি, ভালো কিছু করতে গেলে এটাই যথেষ্ট নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার দলে। যা ম্যানেজমেন্টকে বলব।’ পরিবর্তন বলতে তিনি মূলত বিদেশিদের কথাই বলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয়দের মধ্যেও দুই-এক জায়গায় কিছু পরিবর্তন হতে পারে। তবে জয়ের মানসিকতা তৈরিই যে বড় সমস্যা ছিল সেই কথাও জানিয়ে যান অস্কার। শুধু দলে পরিবর্তন নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছুরই পরিবর্তন ম্যানেজমেন্টের কাছে চাইতে চলেছেন লাল-হলুদ কোচ।

আরসিবি ম্যাচে নেই সঞ্জু

জয়পুর, ২১ এপ্রিল : দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে পাঁজরে পাওয়া চোটের কারণে লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচে নামতে পারেননি

সঞ্জু স্যামসন। বৃহস্পতিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধেও রাজস্থান রয়্যালস পাবে না অধিনায়ক সঞ্জুকে। সেই ম্যাচেও নেতৃত্বের দায়িত্বে রিয়ান পরাগ। ইতিমধ্যে তিনি চার ম্যাচে এবার রাজস্থানের অধিনায়কত্ব করে ফেলেছেন। রাজস্থানের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, সঞ্জু আরোগ্যলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছেন। এজন্য তিনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থেকে যাচ্ছেন জয়পুরেই। বেঙ্গালুরু যাচ্ছেন না তিনি। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর দিকে নজর রাখছে। ম্যাচ ধরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইংল্যান্ড সফরে অনিশ্চিত রোহিত

বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরলেন 'অবাধ্য' ঈশান-শ্রেয়স

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ইঙ্গিত ছিলই। চলছিল জল্পনাও। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ এমন সম্ভাবনার কথা আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

যা বাস্তব রূপ পেল আজ। সকালের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ মূল চুক্তির আওতায় থাকা ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা হয়ে গেল। প্রত্যাশিতভাবেই বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিষান। তালিকায় ঋষভ পন্থের উন্নতি হয়েছে একধাপ। একইসঙ্গে বিসিসিআইয়ের মূল চুক্তির তালিকায় গ্রেড 'এ' প্লাস বিভাগে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও রেখে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহও।

শেষ কয়েকদিন ধরেই বোর্ডের মূল চুক্তি নিয়ে চলছিল আলোচনা। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরই রোহিত-কোহলি-জাদেজারা কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে না খেলা ক্রিকেটারদের সাধারণত 'এ' প্লাস বিভাগে রাখা হয় না। কিন্তু রোহিত-বিরাটরা টি২০ না খেললেও টেস্ট, ওয়ান ডে খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে তাঁদের বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির শীর্ষস্তরে রাখা হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটমহলে রোহিত-বিরাটদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তাও তাঁদের 'এ' প্লাস বিভাগে রেখে দেওয়ার বড় কারণ। বিকেলের দিকে মুম্বই থেকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'রোহিত-বিরাটরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন, অথচ তাঁদের চুক্তির 'এ' প্লাস বিভাগে রাখা হবে না, এমনটা হয় না।'

শ্রেয়স, ঈশানদের প্রত্যাবর্তনের পাশে বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় নতুন নাম হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক শর্মা, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের মতো বেশ কয়েকজন। বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রেড 'সি'-তে রয়েছেন দুই জোরে বোলার আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমার। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফেরার পর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজও রয়েছেন বোর্ডের চুক্তির তালিকায়। গ্রেড 'এ'-তে রয়েছেন সিরাজ।

বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় গ্রেড 'এ'-তে নিজের জায়গা ধরে রাখলেও আগামীদিনে রোহিতের লাল বলের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে রয়েছে প্রবল সংশয়। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, আগামী জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের পাঁচ টেস্টের সিরিজে রোহিত অনিশ্চিত। তিনি এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বিলেত সফরে যাওয়ার ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত হিটম্যান আইপিএল শেষে বিলেত সফরে গেলেও মোট কয়টা টেস্টে তিনি খেলবেন, তা নিয়েও ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে জল্পনার শেষ নেই। হিটম্যান বিলেত সফরে যাবেন কিনা, আর কতদিন তিনি লাল বলের ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন-সময়ই তার জবাব দেবে।

কিন্তু আপাতত সময়ের সঙ্গে রোহিতের বিলেত সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা কমছে।

'এ' প্লাস বিভাগ
রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজা।

'এ' বিভাগ
মহম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি ও ঋষভ পন্থ।

'বি' বিভাগ
সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, যশস্বী জয়সওয়াল ও শ্রেয়স আইয়ার।

'সি' বিভাগ
রিঙ্কু সিং, তিলক ভার্মা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, রজত পাতিদার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, ঈশান কিশান, নীতীশকুমার রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা।

গিল-রশিদে বেলাইন নাইটরা

গুজরাট টাইটান্স-১৯৮/৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৫৯/৮

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রবিবার রাত প্রায় আটটা।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্র্যাকটিস প্রায় শেষের পথে। মাঠে হাজির রশিদ খান সহ এক ঝাঁক গুজরাট টাইটান্সের প্লেয়ার। শনিবার আহমেদাবাদে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে লিগ শীর্ষে দল। যদিও ক্লান্তি ভুলে ইডেন গার্ডেন্সে প্র্যাকটিসে রশিদরা। টানা বোলিং। সাফল্যে ফেরার তাগিদ।

প্রতিফলন সোমবার ইডেন দ্বৈরথে। যে বাইশ গজে সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তী, মইন আলি- স্পিন ত্রয়ী যেখানে উইকেটহীন, সেখানেই রশিদ-ভেলকি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটাররা হদিসই পেলেন না রশিদের (২৫/২) স্পিনের। রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (১৯/১), ওয়াশিংটন সুন্দররাও (৩৬/১) প্রায় অপ্রতিরোধ্য!

নিট ফল, ১৯৯ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে আগাগোড়া ঠকঠকানি। কাঁপুনি প্রসিধ কৃষ্ণা (২৫/২), মহম্মদ সিরাজদের (৩২/১) পেসেও। ইনিংসের মাঝপথেই কার্যত হার নিশ্চিত! আজিঙ্কা রাহানের (৩৬ বলে ৫০) প্রচেষ্টাটুকু সরিয়ে রাখলে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের ছাত্রদের শিক্ষানবিশ ব্যাটিং ফের লজ্জায় ফেলল।

মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। ধাক্কা কাটার বদলে আরও অন্ধকারে নাইট ব্রিগেড। অথচ, এদিনের পিচে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়, দেখিয়েছিলেন শুভমান গিল (৯০) ও বি সাই সুদর্শন (৫২)। ক্রিকেটীয় শটে গড়া ১১৪ রানের ওপেনিং জুটিতে চুপ করিয়ে দেন ভরা ইডেনকে।

শুভমানদের ব্যাটিং থেকে যদিও কোনও শিক্ষাই নেয়নি কেকেআর। ইনিংস ব্রেকে সুদর্শন বলছিলেন, পিচ মোটেই সহজ নয়। বল কিছু কিছু ক্ষেত্রে থমকে থমকে আসছে। খারাপ বলের অপেক্ষায় থেকেছেন। কিন্তু সেই ধৈর্যটুকু দেখাতে ব্যর্থ নাইট ব্যাটাররা। শুরুটা কুইন্টন ডি ককের জায়গায় চলতি লিগে প্রথমবার খেলতে নামা রহমানুল্লাহ গুরবাজকে (১) দিয়ে। সুনীল নারায়ণ (১৭) ব্যর্থ ভরসা দিতে।

রাহানে অধিনায়কোচিত হাফ সেঞ্চুরিতে চাপ কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তেইশ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (১৯ বলে ১৪) ঠকঠকানি নাইটদের লক্ষ্যটাকে ঘেঁটে দেয়। রিঙ্কু সিং (১৭), আন্দ্রে রাসেলের (২১) সামনে সুযোগ ছিল গত ব্যর্থতা ঝেড়ে আজ নায়ক হওয়ার। সেখানে রাসেল ফিরলেন হতাশা বাড়িয়ে, অনেক প্রশ্ন রেখে। রামনদীপ সিং (১) কেন প্রথম এগারোয় নিয়মিত, বোধগম্য নয়। সবমিলিয়ে গৌতম গম্ভীর উত্তর জমানায় ছন্নছাড়া নাইট শিবির।

টসের সময় রাহানে বলেছিলেন, রানতাড়া ঠিকঠাকই হয় ইডেনে। প্রথম ইনিংসে পিচ কীরকম থাকে, সেটা বুঝে নেওয়া যাবে। কথা আর কাজের মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য। প্রতিফলন সোমবারের নন্দনকাননে। ১৯৯-এর জয়লক্ষ্যে নাইটদের দৌড় আটকে যায় ১৫৮/৯ স্কোরে।

ইডেনে চার ম্যাচে তৃতীয় হার। সবমিলিয়ে ৮ ম্যাচে পাঁচটি হার। পকেটে মাত্র ৬ পয়েন্ট। প্লে-অফের দৌড় থেকে ক্রমশ দূরে সরছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। গুজরাট সেখানে আট নম্বর ম্যাচে ১২ পয়েন্টে পৌঁছে পায়ের নীচের জমি আরও শক্ত করে নিল।

অস্বস্তির গরমকে উপেক্ষা করে ইডেন ভরিয়ে ছিল সমর্থকরা। কারও পিঠে লেখা বিরাট কোহলি। কারও বা মহেন্দ্র সিং ধোনি। হৃদয়ে অবশ্য কেকেআর। যদিও শুভমান-সুদর্শন জুটির ক্লাসিক ব্যাটিংয়ের যুগলবন্দি চুপসে দেয় নাইট-সমর্থকদের সেই উদ্দীপনা। সিঁদুরে মেঘ দেখেছিলেন তখন অনেকে। শেষপর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি।

কৃতিত্ব প্রাপ্য শুভমানদের। প্রথম কয়েক ওভার দেখলেন, তারপর দেখার পালা নাইট বোলারদের। ৬ ওভারে ৪৫/০। দশে ৮৯/০। বরুণ, নারায়ণরা বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে ব্যর্থ। অফস্টাম্পের বাইরের বল অনায়াসে মিড উইকেটে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন শুভমান। কিংবা লেটকাট, প্রিয় ড্রাইভ। পাল্লা দিলেন অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক সুদর্শন (৮ ম্যাচে ৪১৭)। শেষপর্যন্ত ত্রয়োদশ ওভারে রাসেলের হাত ধরে জুটি ভাঙে। বাড়তি বাউন্সে ঠকে যান সুদর্শন (৫২)।

সুদর্শন ফেরার পর ক্যাচ মিসের বহর। বাটলারেরই জোড়া ক্যাচ! শুভমান অবশ্য আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত ইনিংস উপহার দিলেন। দুর্ভাগ্য, শতরানের দোরগড়ায় ফিরতে হল। বৈভব অরোরার লো-ফুলটস চালাতে গিয়ে রিঙ্কুর হাতে জমা পড়ে যান। ইতি পড়ে ৫৫ বলে ৯০ রানের শুভমান শোয়ে। প্রাক্তন নাইটের যে জবাবি ইনিংসকে কুর্নিশ জানাতে ভোলেনি প্রায় ভর্তি ইডেন।

শুভমানের যে প্রায় নিখুঁত ইনিংসের দাপটে বরুণ, নারায়ণ, মইন- স্পিন ত্রয়ীই উইকেটহীন। শেষ কবে ইডেনে এমন ঘটনা ঘটেছে বলা মুশকিল। রাহুল তেওয়াটিয়া (০) রানের খাতা খুলতে না পারলেও নাইট ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ কঠিন করে ১৯৮/৩ স্কোরে পৌঁছে যায় গুজরাট ইনিংস। যে প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে প্লে-অফের দৌড় থেকে পিছোতে পিছোতে কার্যত খাদের কিনারে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আন্দ্রে রাসেলকে ফিরিয়ে রশিদ খান। ছবি : ডি মণ্ডল

অর্ধশতরানের পর বি সাই সুদর্শন। ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

ধ্রুপদী শুভমানে 'শান্ত' ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : কোনও তাড়াহুড়ো নয়। নেই কোনও বাড়তি আগ্রাসন।

কুড়ির ক্রিকেটের চলতি ধারণা হল, শুরু থেকেই চালাও। দরকারে আড়া চালাও। বলের একটাই ঠিকানা, বাউন্ডারির বাইরে।

জনপ্রিয়তার শিখরে থাকা টি২০ ক্রিকেটের বদ্ধমূল ধারণাকে আজ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন শুভমান গিল। দেখালেন, পিচ যেমনই হোক, ব্যাটিং করতে জানতে হয়। বেসিক ঠিক রাখার পাশে ক্রিকেটীয় স্কিলের প্রতি আস্থা থাকা ও নিজের অফস্টাম্পের অবস্থান জানাও অত্যন্ত জরুরি। কোনও ব্যাটার যদি সেটা ভালো করে জানেন বিষয়গুলো, তাহলে পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনও সময় ব্যাটিং গিয়ার বদলানো সহজ কাজ।

গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান এমন মায়াবী, ধ্রুপদি কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী ব্যাটিং করে গেলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। ওপেন করতে নেমে শুরুতে ইডেন গার্ডেন্সের ঘাস থাকা, কিন্তু মন্থর বাইশ গজের চরিত্র বুঝে নিলেন। পরে ক্রিকেটীয় শটে দেখালেন নিজের ব্যাটিং স্কিলের প্রদর্শন। শুভমানের ৫৫ বলে ৯০ রানের ইনিংসে রয়েছে দশটি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কা। স্কোরবোর্ড দেখাচ্ছে, গুজরাট অধিনায়কের স্ট্রাইকরেট ১৬৩.৬৩। কিন্তু স্কোরবোর্ডে যা দেখা যাচ্ছে না, সেটা হল শুভমানের প্রভাব। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে বৈভব অরোরার বলে বাউন্ডারি লাইনে রিঙ্কু সিংয়ের হাতে যখন ধরা পড়লেন শুভমান, ক্রিকেটের নন্দনকাননের ধড়ে যেন প্রাণ এল। তার আগে শুভমানের ধ্রুপদি ব্যাটিং 'শান্ত' করে রেখেছিল ভরা ইডেনের গ্যালারিকে।

৮ ম্যাচে ৩০৫। সর্বাধিক ৯০। আজ ইডেনে শুভমানের ধ্রুপদি ব্যাটিং ঝড় চমকে দিল দুনিয়াকে। এই ইডেনে জানে তাঁর অনেক কিছু। ইডেনেরও অনেক কিছু জানেন তিনি। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কলকাতা নাইট রাইডার্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন শুভমান। ২০২০ ও ২০২১ সালে নাইটদের অধিনায়ক ছিলেন ইয়োন মরগ্যান। বর্তমানে তিনি আইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। সোমবার কলকাতায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মরগ্যান বলছিলেন, 'শুভমান বরবারই স্পেশাল প্রতিভা। এই রকম ইনিংস ওর থেকে প্রত্যাশিত। আমি আশাবাদী, টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচেও শুভমানের এই ফর্ম বজায় থাকবে।'

ক্রিকেটের নন্দনকাননে তাঁর বিস্তর মায়াবী ইনিংস রয়েছে। কিন্তু কুড়ির ক্রিকেটের কথা ভাবলে আজকের ৯০ রানের ইনিংসটাকে শুভমানের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা বললে ভুল হবে না খুব একটা। সাই সুদর্শনের সঙ্গে এবারের আইপিএলে শুভমানের ওপেনিং জুটি হিট। প্রতি ম্যাচে নিয়ম করে রান করে দলকে ভরসা দিয়ে চলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি তিন নম্বরে জস বাটলারও গুজরাটের মসিহা হিসেবে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু সবার আগে থাকবেন শুভমান।

দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ব্যাট হাতে রান করছেন। আজ শুভমান যেমন নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন, তেমনই তিনি ৯০ রানে ফেরার পর গুজরাটের রানটা দুশোর বদলে ১৯৮-তে থেমে গিয়েছে। 'শুভমান আগামীর ভারত অধিনায়ক' আজই গুজরাটের সমাজমাধ্যমে বলেছেন রশিদ খান। তিনি যে ভুল বলেননি, অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের মতো সেই মন্তব্য ক্রমশ বাস্তব হওয়ার পথে।

রাতের ইডেনে এক যুগলের সঙ্গে আচমকাই দেখা হয়েছিল। প্রেমিকের পরনে কেকেআরের জার্সি। আর প্রেমিকার পরনে গুজরাটের। তাঁদের মধ্যে জোর তর্ক চলছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট ম্যাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে। শুভমান ফেরার পর প্রেমিককে জোর গলায় বলতে শোনা গেল, ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হল আজিঙ্কা রাহানেদের। শেষপর্যন্ত ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, সূর্য পূর্বদিকে উদয় হওয়ার মতোই বাস্তব হল প্রাক্তন নাইট শুভমান 'কাঁটা' রাহানেদের সংসারে টেনশনের চোরাস্রোত বাড়িয়ে দিয়েছে।

৫৫ বলে ৯০ রানের ইনিংসের পথে শুভমান গিল। কলকাতায় সোমবার।

রাসেলকে 'বাদ' দেওয়ার ইঙ্গিত মেন্টর ব্রাভোর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : হতাশায় ভরা শরীরিভাষা। মুখচোখে অদ্ভুত শূন্যতা।

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে ক্রিকেটের সবদিক থেকে ব্যর্থ কলকাতা নাইট রাইডার্স। জঘন্য ফিল্ডিং। ভঙ্গুর ব্যাটিং। ফিনিশারের অভাব স্পষ্ট। এমন চলতে থাকলে নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্নের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটতে আর বেশি সময় লাগবে না।

কী করা উচিত কেকেআরের? দলের প্রথম একাদশে কি পরিবর্তন প্রয়োজন? রাত বারোটার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইটদের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো দলের সার্বিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন, 'আমরা একেবারেই ভালো ক্রিকেট খেলতে পারিনি। বোলাররা ভালো করলেও ব্যাটিং হতাশ করেছে। বিশেষ করে শুরুর পাওয়ার প্লে-তে ভালো করা খুব জরুরি।' পিচ নিয়ে নাইটদের মেন্টরের কোনও অভিযোগ নেই। ব্রাভোর কথায়, 'পিচ নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই।' অথচ কোনও অভিযোগ না থাকা পিচে ফের ব্যর্থ নাইটদের ব্যাটিং। ফিনিশার হিসেবে আন্দ্রে রাসেলও নিয়মিতভাবে হতাশ করে চলেছেন। তাঁর পারফরমেন্স দেখে স্পষ্ট, সেরা সময়টা পিছনে ফেলে এসেছেন তিনি। এমন রাসেলকে কি 'বাদ' দেওয়ার কথা ভাববে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট? স্পষ্ট করে কোনও জবাব দেননি ব্রাভো। নাইটদের স্যর চ্যাম্পিয়ন ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন, রাসেলকে বাদ দেওয়ার কথা। ব্রাভো বলেছেন, 'প্রয়োজন হলে আমাদের দলের প্রথম একাদশে বদলের কথা ভাবতেই হবে। আগামীর লক্ষ্যে আরও ভালো কম্বিনেশন খুঁজতে হবে।'

মেন্টর ব্রাভো স্বীকার করে নিয়েছেন দলের সার্বিক ব্যর্থতার কথা। ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামীদিনে ফিনিশার রাসেলকে বসিয়ে রোভমান পাওয়েলে আস্থা রাখার। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে অবশ্য সেই পিচের দিকেই আঙুল তুলেছেন। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে নাইট অধিনায়ক বলেছেন, 'ইডেন গার্ডেন্সের এই পিচটা বেশ মন্থর ছিল।' তবে ১৯৯ রান তাড়া করা তাঁদের উচিত ছিল বলেই জানিয়েছেন কেকেআর অধিনায়ক। রাহানে বলেছেন, '১৯৯ রান তাড়া করা উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু দিনটা আজ আমাদের ছিল না।'

স্মরণে

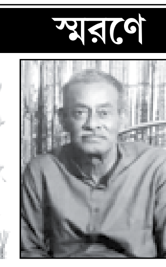

গোঁবিন্দ গাঙ্গুলী
যাওয়া 22.04.2022 (২২.০৪.২০২২)
"হে সখা মম হৃদয়ে রহো"
আজ তিন বছর হল আমাদের ছেড়ে গিয়েছ। যেখানেই থাকো ভালো থেকো। - সর্বাণী গাঙ্গুলী (স্ত্রী)
সন্দীপন গাঙ্গুলী (পুত্র)

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা তাপস সাহা - কে 17.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84E 44788 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একটি নতুন জীবন প্রদান করেছে একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। এটি আমায় প্রচুর আনন্দিত করেছে যা আমি আমার পরিবারের সকলের সাথে ভাগ করে নিয়েছি। আমার পরিবারের সদস্যরা জেনে খুশি হয়েছেন যে আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

গুয়ারেটেক্সেনার হ্যাটট্রিকে জয় গোয়ার

ভুবনেশ্বর, ২১ এপ্রিল : সুপার কাপের প্রথম রাউন্ডে জয় পেল এফসি গোয়া। তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন বিদেশি স্ট্রাইকার ইকায় গুয়ারেটেক্সেনা। ২৩ ও ৩৫ মিনিটে জোড়া গোল করে দলকে প্রথমার্ধেই ২-০ ফলে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ৭১ মিনিটে ফের গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন গুয়ারেটেক্সেনা। অপর ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি ৩-০ গোলে জিতেছে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে। তাদের হয়ে গোল করেছেন আসমির সুলজিচ, পুলগা ভিদাল ও নিহাল সুদ্দেশ।

শিলিগুড়ি টিটি চ্যাম্পিয়নশিপ কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার রাজ্য র‍্যাংকিং শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বুধবার তুফানি সংঘে রেইনবো অ্যাকাডেমিতে শুরু হবে। সংস্থার সচিব অনুপ বসু বলেছেন, 'বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব কলকাতা চ্যাম্পিয়নশিপের মতোই। জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য রাজ্য দল গঠনে এই টুর্নামেন্টের পয়েন্ট দেখা হবে। তাই এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের জাতীয় র‍্যাংকিং সমস্ত প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে। ইতিমধ্যে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১২০০ পৌঁছে গিয়েছে।' একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ ও সিনিয়ার বিভাগে অংশ নেবে ছেলে ও মেয়েরা। বুধবার থেকে ২৬ এপ্রিল চলবে মেয়েদের সিঙ্গলস। ছেলেদের সিঙ্গলস ২৬ থেকে ২৯ এপ্রিল রাখা হয়েছে। মোট পুরস্কার মূল্য রাখা হয়েছে ৫২ হাজার টাকা।

হরিয়ানা থেকে সরল নীরজের প্রতিযোগিতা

ভারতে আসতে পারেন আর্শাদ

বেঙ্গালুরু, ২১ এপ্রিল : নিজের নাম দিয়ে জ্যাভলিন প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন নীরজ চোপড়া। তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারের নিজের শহর হরিয়ানার পঞ্চকুলাতেই সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা সরে গেল বেঙ্গালুরুতে।

২৪ মে থেকে 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' প্রতিযোগিতার আসর বসবে বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামে। ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের তরফেই। সাংবাদিক বৈঠকে সম্ভাব্য প্রতিযোগিদের নাম ঘোষণা করেছেন নীরজ নিজেই। জানিয়েছেন, অলিম্পিকে পদকজয়ী অ্যান্ডারসন পিটার্স, টমাস রোহলার, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জুলিয়াস ইয়েগোদের থাকার কথা। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ার আর্শাদ নাদিমকেও। যদিও তিনি ভারতে আসবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও মাঠের বাইরে দুজনে খুব ভালো বন্ধু। এই ব্যাপারে নীরজ বলেছেন, 'আমি নিজে আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে কথা বলেছি। ও কোচের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবে।' এরপর আবার সরকারি ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যাপার রয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন নীরজ নিজেও। আরও তিন-চারজন ভারতীয় ক্রীড়াবিদের যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

> আমি নিজে আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে কথা বলেছি। ও কোচের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবে।
>
> **নীরজ চোপড়া**

সেরাদের সেরা অয়ন, অঙ্কিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের পরিচালনায় এবং উত্তরবঙ্গ আদর্শ যোগা অ্যাকাডেমি ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায় রাজ্য যোগাসনে পুরষ ও মহিলা বিভাগে সেরাদের সেরা যথাক্রমে অয়ন ঘোষ ও অঙ্কিতা চৌধুরী। অয়ন অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে নেমেছিল। এই বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে ঋত্বিক দাস এবং অর্ণব ঘোষ। অঙ্কিতা মেয়েদের ১৭-২৫ বিভাগে নেমেছিলেন। এই বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে সুইটি বেতাল ও কৃতিকা মণ্ডল। পুরষদের অন্যান্য বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ মহন্ত, সুভাষচন্দ্র রায় (৩৫ ঊর্ধ্ব), পাপ্পু তিওয়ারি, শুভ বর্মন, কৃতিরাজ হাজরা (২৫-৩৫ বছর), আশিস পাল, গোপীনাথ পাল, সায়ন বিশ্বাস (১৭-২৫ বছর), দেব পাল, সৌম্যদীপ পাল, অনীক দেব (১২-১৭ বছর), সাগ্নিক ঘরাই, আয়ুষ বর্মন, সিদ্ধার্থ সাহা (৮-১২ বছর)। মহিলাদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে শ্রাবণী দাস, সোনালী দে, অঞ্জনা মণ্ডল (৩৫ উর্ধ্ব), পূজা কোলে, তুলিকা ঘোষ সেন, কৃষ্ণা রায় (২৫-৩৫ বছর), জয়িতা দেব সিংহ, নীহারিকা সাহা, শেষজ্যোতি চক্রবর্তী (১২-১৭ বছর), মিমি রায়, হিয়া দত্ত, জ্যোতিস্মিতা রায় (৮-১২ বছর), সুপ্রিয়া বর্মন, কোয়েল রায় ও দিয়া রায়।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত রাজ্য যোগাসনে ট্রফি নিচ্ছেন অঙ্কিতা চৌধুরী।

শান্তিপ্রিয় ট্রফি ফুটবল শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির শান্তিপ্রিয় গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হবে। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাকাডেমির সচিব শুভাশিস ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ শুভ্র দে, সহকারী কোষাধ্যক্ষ প্রবীর মণ্ডল ও সহ সভাপতি পেয়ারা সিং ঘোষণা করেছেন, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় তাঁরা আটটি দলকে নিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন করছেন। দলগুলিকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ- 'এ'-তে রয়েছে বিবেকানন্দ মর্নিং সকার, উইনার্স কোচিং ক্যাম্প, হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি ও পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি। গ্রুপ-'বি'-তে আয়োজকরা ছাড়াও দেশবন্ধু তরাই ফুটবল কোচিং সেন্টার, নবাঙ্কুর সংঘ ও শালুগাড়া নেত্রবিন্দু খেলবে। আগামীকাল দুপুর ২.১৫ মিনিটে উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজকদের মুখোমুখি হবে নবাঙ্কুর। পরে ৩.১৫ মিনিটে নামবে দেশবন্ধু তরাই মর্নিং ও নেত্রবিন্দু। ফাইনাল ৩০ এপ্রিল। ফেয়ার প্লে-র জন্য সুজিত সেনগুপ্ত ট্রফি রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার পাবে গৌতম গুহ ট্রফি।

৪ পদক মাফির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ধরমশালায় জাতীয় মাস্টার্স গেমসে ৪ পদক এল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ির শাখার ঘরে। দীপ্তি পাল মহিলাদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৫ হাজার মিটারে প্রথম হয়েছেন। পুরুষদের ৩০ ঊর্ধ্ব বিভাগে লং জাম্পে প্রথম হয়েছেন পাপ্পু দাস। দীপক পাল পুরুষদের ৬৫ উর্ধ্ব বিভাগে ৪০০ মিটারে ও ৪x৪০০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছেন। মাফির তরফে পদকজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বসাক।